আজকাল

সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৯৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪,
৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা–১৩

আর জি কর: সিবিআইকে ‘সিট’ গড়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

বিদেশে বাংলা বইমেলা। উত্তর সম্পাদকীয় পবিত্র সরকারের

পরমব্রত-স্বস্তিকার নামে গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের

উত্তরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, তবে দক্ষিণবঙ্গে গরম কমার খবর নেই

www.aajkaal.in কলকাতা ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার ২২ মে ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৬ পাতা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

প্রণত মুখ্যমন্ত্রী। বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের সামনে শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার। ছবি: কৌশিক কোলে

দিল্লিতে শুভেন্দু, শাহের সঙ্গে কথা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২১ মে

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম দিল্লিতে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। পৌঁছেই বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। রাত ১০টা থেকে ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাড়িতে বৈঠক করেন তিনি। শুক্রবার সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়া এদিনই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা শুভেন্দুর। সূত্রের খবর, অমিত শাহের সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রিসভা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শুক্রবার নীতিন নবীনের সঙ্গে বৈঠকেও একই বিষয়ে আলোচনা হবে বলে সূত্রের দাবি। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে তিনি রাজ্যের উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে।

● এরপর ২ পাতায়

ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল

২২ বছরের অপেক্ষা শেষ

২ ইস্টবেঙ্গল
ইউসেফ, রশিদ

১ ইন্টার কাশী
অ্যালফ্রেড

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

অদৃশ্য সুইচটা অন হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার রাতে কিশোরভারতীতে রেফারির শেষ বাঁশি বাজানোর মুহূর্তেই। আর তার সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে এক ভয়ঙ্কর শব্দব্রহ্ম। যে গর্জন বোধহয় শোনা গেছে এক কিলোমিটার দূরে বসেও। ডেসিবেলের যাবতীয় হিসেব–নিকেষ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে যে শব্দ। চুরমার করেছে এতদিন ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে আসা প্রতিপক্ষের ঔদ্ধত্যও। শুধু কিশোরভারতী বা যাদবপুর নয়। কলকাতা, জেলা, ভিন্ রাজ্য, ভিন্ দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন কোনায় টিভিতে, মোবাইলে চোখ রাখা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের সমবেত চিৎকার জানান দিয়েছে ২২ বছরের যন্ত্রণা, কান্না, আক্ষেপের পালা শেষ। সমবেত গর্জনের সগর্ব ঘোষণা, ‘ইস্টবেঙ্গল ভারতসেরা, ‘আমরা ভারতসেরা’।

আইএসএল ট্রফি নিয়ে রশিদ, সল, সৌভিকদের উল্লাস। কিশোরভারতীতে, বৃহস্পতিবার। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

প্রথমে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক। ইস্টবেঙ্গল জিতল ২–১ গোলে। ইস্টবেঙ্গলের গোলদাতা ইউসেফ ইজেজারি এবং মহম্মদ রশিদ। কাশীর অ্যালফ্রেড। ১৩ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল।

ডার্বির দলে মাত্র একটি পরিবর্তন করেছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজোন। অ্যান্টন সয়বার্গের জায়গায় দলে এসেছিলেন ইউসেফ ইজেজারি। চার ডিফেন্ডারেই রক্ষণ শক্তপোক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন অস্কার। কিন্তু জরুরি ম্যাচে ডোবাল রক্ষণই। স্বাভাবিকভাবেই শুরু থেকে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করল ইস্টবেঙ্গল। ভরা গ্যালারিও চাপ তৈরি করছিল কাশীর ফুটবলারদের ওপর। কিন্তু কোথাও প্রথম থেকেই যেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের গা ছাড়া ফুটবল। যে তাগিদে ৫০০, ১০০০–এর টিকিট কেটে মাঠ ভরিয়েছেন সমর্থকরা, ফুটবলারদের সেই তাগিদটা থাকবে না কেন? কাশী শুরু থেকেই রক্ষণাত্মক। সেটা স্বাভাবিকই ছিল। ইস্টবেঙ্গলের দুটি উইং আটকে দিল কাশী। মাঝখানে মিগেল ফিগেরা ছাড়া কেউ খেলতেই পারছিলেন না।

● এরপর ১৪ পাতায়

কলকাতার পুরসচিব কিশোরকুমার বিশ্বাস

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, শুক্রবার চলতি মাসের কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। বৃহস্পতিবার অধিবেশন স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন পুর–সচিব স্বপনকুমার কুণ্ডু। এরপরই পুরসচিব বদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় নবান্ন থেকে। কলকাতা পুরসভার নতুন সচিবের দায়িত্বে এলেন কিশোরকুমার বিশ্বাস। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি পদে ছিলেন তিনি। পুরসভার সচিব স্বপনকুমার কুণ্ডুকে অধিবেশনের একদিন আগে তা স্থগিত রাখার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সংশয়ে কাউন্সিলররা। এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় জানান, অধিবেশন ডাকেন চেয়ারপার্সন। যদি স্থগিতও করতে হয়, সেটাও করেন চেয়ারপার্সন। তাঁকেই না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এখনও নির্বাচিত বোর্ড রয়েছে পুরসভায়। মেয়র পারিষদ থেকে কাউন্সিলররা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ বিষয়ে মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'কেন হাউস স্থগিত হল?

অধিবেশন স্থগিত নিয়ে বিতর্ক

রাজ্য গেজেটার্স–এর ওএসডি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার থেকে নতুন সচিব পুরভবনে দায়িত্ব নেবেন।

প্রতি মাসে মাসিক অধিবেশনের আগে প্রস্তাবিত অ্যাজেন্ডা নিয়ে মেয়র পরিষদের বৈঠক হয়। পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডে সময় দিতে না পারায় এ মাসে সেই বৈঠকও বাতিল করা হয়। এবার অধিবেশন বাতিল হল। যদিও বিজ্ঞপ্তিতে অনিবার্য কারণবশত অধিবেশন স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে। কাউন্সিলরদের নাগরিক পরিষেবা দেওয়া কাজ। সেই সব নিয়ে আলোচনাই হল না।' মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিংয়ের অভিযোগ, ভোটের ফল ঘোষণার পর তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। মেয়র পারিষদ মিতালি ব্যানার্জির বক্তব্য, 'এখনও কিছু জানি না। তবে যদি এটা সত্যি হয়, এভাবে অধিবেশন স্থগিত কেন করা হল? নিয়ম মেনে শুক্রবার পুরভবনে উপস্থিত থাকব।'

আজ কলকাতার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে শুক্রবার কালীঘাটে বৈঠকে বসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। অধিবেশনের পর দলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই অধিবেশন স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি জারি করেন পুর সচিব। এর আগে মেয়র পরিষদের বৈঠকও পুর কমিশনারের অনুপস্থিতির জন্য বাতিল হয়। অধিবেশন বাতিলের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের পরই খবর আসে, শুক্রবারই কালীঘাটে সমস্ত তৃণমূল কাউন্সিলরকে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দাবি, এ ধরনের সিদ্ধান্ত না জানিয়ে নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলরদের একাংশের অভিযোগ, নির্বাচিত পুরবোর্ডকে কার্যত অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। রাজ্যে সরকারে পালাবদল হলেও কলকাতা পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বে এখনও তৃণমূলের নির্বাচিত পুর বোর্ড। বর্তমানে কলকাতা পুরসভায় তৃণমূলের ১৩৭ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফলের পরিসংখ্যান সামনে আসার পর দেখা গেছে, এই ১৩৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে একটা বড় অংশই নিজেদের ওয়ার্ডে ছাব্বিশের ভোটে শাসক দলের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন। বৈঠকে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলেই মনে করছেন কাউন্সিলররা।

আর জি কর কাণ্ডে ফের তদন্তে সিট গঠন করতে হবে সিবিআইকে

আজকালের প্রতিবেদন

আর জি কর মামলার তদন্তে সিবিআইয়ের যুগ্ম–অধিকর্তার নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়ে আদালত জানিয়েছে, এখন থেকে সিবিআইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম–অধিকর্তার নেতৃত্বে চলবে আর জি কর মামলার তদন্ত। এর জন্যে তিন সদস্যের সিট গঠন করেছে আদালত। ঘটনার দিনে, চিকিৎসক–পড়ুয়া রাতের খাবার খাওয়ার পর থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত কী কী হয়েছিল? ঘটনাক্রম কী ছিল, তা নির্দিষ্ট করে খতিয়ে দেখবে সিবিআই। তবে তদন্তের জন্য মামলার প্রয়োজনীয় সব দিক খতিয়ে দেখতে পারবে সিবিআই। আদালত প্রশ্ন তুলেছে, ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর চার্জশিট দাখিলের পর থেকে পরবর্তী ১ বছর ৭ মাস কী তদন্ত করেছে সিবিআই? তারা জানিয়েছে, ৭০–৮০ জন ব্যক্তির সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। ২৫ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি

হাইকোর্টের নির্দেশ

হবে। জানা গেছে, সিবিআইকে ঘটনাস্থলে আবারও যেতে হবে। পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সব তথ্য এবং নথি খতিয়ে দেখতে হবে।

এর আগে আর জি কর মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, সিবিআই প্রয়োজন মনে করলে আবারও সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় এবং অন্য সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। আদালতের নির্দেশ ছিল, তদন্তের স্বার্থে সিবিআই কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যেন দ্বিধা না করে। বিচারপতির মন্তব্য ছিল, সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় অনেক কিছুই জানেন বলে মনে হয়। ফলে সমস্ত আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করুক সিবিআই।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের আগস্টে আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুন করা হয় নির্যাতিতা চিকিৎসককে। ওই ঘটনায় সঞ্জয় রায়কে ইতিমধ্যে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি, আর জি কর কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ–সহ তিন জনের গ্রেপ্তারি চেয়ে সম্প্রতি আদালতের দ্বারস্থও হয়েছেন নির্যাতিতার মা।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে তৃণমূলের বিক্ষোভ

আজকালের প্রতিবেদন

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে 'জীবন জীবিকা বাঁচাও' কর্মসূচি পালিত হল শিয়ালদায় প্রাচী সিনেমা হলের সামনে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ সেখানে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, বিধায়ক নয়না ব্যানার্জি, মদন মিত্র, অশোক দেব–সহ ছিলেন বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর। এসেছিলেন অনেক কর্মী–সমর্থকও। পুনর্বাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না— এই স্লোগান তুলে তৃণমূল নেতৃত্ব বিক্ষোভ দেখান। কুণাল ঘোষ বলেন, 'রেল এবং পুলিশের অনুমতি না মেলায় আমরা রাস্তার ধারে বসে সভা করছি। দিনভর আলোচনার পর পুলিশ হঠাৎ জানায়, অনুমতি দেওয়া যাবে না। আমরা স্টেশনে যেতে চেয়েছিলাম। হকারদের জন্য বিকল্প এলাকার প্রস্তাব পেশ করতে। পুলিশ আমাদের আটকে দেয়। আমরা রেলকে চিঠি দিয়ে সময় চাইব।' নয়না ব্যানার্জি বলেন, 'আমরা রাস্তায় বসে আন্দোলন করছি। কারণ, উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পাশে আমরা আছি।' মদন মিত্র বলেন, 'এ ধরনের কাজ অমানবিক। আমরা রাস্তায় থেকে প্রতিবাদ করব।' এদিন দুপুরবেলায় প্রাচী সিনেমা হলের সামনে রাস্তার ওপরেই মাদুর বিছিয়ে, ব্যানার টাঙিয়ে তৃণমূল বিধায়করা বসে বিক্ষোভ দেখান। পথচলতি বহু মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েন। বিধায়করা বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা ঠিক করেন, শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত মিছিল করবেন। কিন্তু পুলিশবাহিনী আটকে দেয়।

চন্দ্রনাথ-হত্যায় ফের বালিয়া থেকে গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যার ঘটনায় ফের সিবিআই গ্রেপ্তার করল এক ব্যক্তিকে। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে ধরা হয়েছে নবীন সিং সিবিআই। রাজ্য সরকারের তৈরি স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট), উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এবং সিবিআইয়ের স্পেশ্যাল ক্রাইম ইউনিটের অফিসারদের যৌথ অভিযানে ধরা হয়েছে বালিয়ার নবীন সিংকে। জানা গেছে, জেরায় নাকি নবীন জানিয়েছে, বালিয়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী

খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার

নামে এক ব্যক্তিকে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ৩৫ বছর বয়সি ওই যুবকের বাড়ি বালিয়া জেলার থাম্পানপুরা গ্রামে। গত ৬ মে চন্দ্রনাথকে খুন করা হয়। যে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেই বিদেশি পিস্তল দিয়েই খুন করা হয়েছিল তাঁকে। প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় রাজ সিং নামে বালিয়া জেলারই আর এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছিল জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং ওরফে মুন্না মে মাসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ও সিবিআই বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছে। তার মধ্যে একটি মার্কিন পিস্তলও রয়েছে। এই নিয়ে খুনের ঘটনায় মোট ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছে তদন্তকারী পুলিশ ও সিবিআই দল।

পরমব্রত, স্বস্তিকার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের

আজকালের প্রতিবেদন

একুশের ভোট–পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক পোস্ট। অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হল। বৃহস্পতিবার আইনজীবী জয়দীপ সেন গড়িয়াহাট থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, ২০২১ সালের ২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছিল। ওই দিন বিকেলে পরমব্রত সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লিখেছিলেন, 'আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক।' সেখানে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ও সহমত পোষণ করে 'হোক হোক' বলে মন্তব্য করেছিলেন। অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, তাঁদের ওই মন্তব্য জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল। শুধু তা–ই নয়, ওই পোস্টের এক ঘণ্টার মধ্যেই বেলেঘাটায় অভিজিৎ সরকার নামের এক বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আসানসোল, বিধাননগর পুরসভার নতুন কমিশনার

আজকালের প্রতিবেদন

বিধাননগর এবং আসানসোল পুরসভার দায়িত্বে এলেন নতুন কমিশনার। বিধাননগর পুরসভার নতুন কমিশনার হলেন পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক ২০১৭ ব্যাচের আইএএস রবি আগরওয়াল। আসানসোল পুরসভার নতুন কমিশনার হলেন নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক শিক্ষাকেন্দ্রের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তথা ২০১৪ ব্যাচের আইএএস হিন্দোল দত্ত। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নতুন তথ্য অধিকর্তা হলেন রজত নন্দা। তিনি ২০১৩ ম্যাচের আইএএস। বৃহস্পতিবার কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রজত নন্দা কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরে সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারির দায়িত্বের সঙ্গে এই দায়িত্বটিও পালন করবেন। এ ছাড়া তাঁকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের যুগ্মসচিবও করা হয়েছে। বিধাননগর পুরসভার এখনকার কমিশনার সুজয় সরকারকে বস্ত্র বিভাগের কমিশনার করা হল। সেই সঙ্গে তন্তুজের এমডি পদের অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক পদেও রদবদল করা হয়েছে।

অন্য অভিষেক, সায়নী

আজকালের প্রতিবেদন

সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির ১৭টি সম্পত্তিতে অবৈধ নির্মাণের নোটিস পাঠিয়েছে কলকাতা পুরসভা। অভিষেক ব্যানার্জির মা–বাবা এবং লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ঠিকানায় নোটিস দেওয়া হয়েছে। পুরসভার তৈরি এই তালিকায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নাম নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সাংসদের অবৈধ সম্পত্তির তালিকায় অভিষেক ব্যানার্জি ও সায়নী ঘোষের নামে একটি সম্পত্তি রয়েছে। যার ঠিকানা দমদমের ১৯ডি সেভেন ট্যাঙ্কস লেন, কলকাতা–৭০০০৩০। পুরসভার পক্ষ থেকে ওই সম্পত্তির খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, এই অভিষেক ব্যানার্জি ও সায়নী ঘোষের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগাযোগ নেই। তাঁরা সাধারণ নাগরিক। বাড়ির যৌথ মালিকের নাম অভিষেক ব্যানার্জি ও সায়নী ঘোষ। আর সেই নাম থেকেই আলোচনার সূত্রপাত। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়াতেই এর জবাব দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। জানিয়েছেন, তিনি সেই সায়নী ঘোষ নন।

অনুমতি ছাড়া ব্যবস্থা নয় অভিষেকের বিরুদ্ধে

আজকালের প্রতিবেদন

আগাম অনুমতি ছাড়া অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিয়ে পুলিশ তাঁকে ডাকতে পারবে। তবে শর্ত, ৩০ জুলাই পর্যন্ত বা আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশ ছাড়তে পারবেন না তিনি। পাশাপাশি, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে তৃণমূল সাংসদকে। হাজিরাও দিতে হবে তাঁকে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, 'তদন্তের নামে হেনস্থা করা হবে। ভার্চুয়ালি হাজিরার সুযোগ দেওয়া হোক অভিষেককে।' বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'হাজিরা দিতেই হবে।' আইন মেনেই পদক্ষেপ করা হবে, জানিয়ে দেয় রাজ্য। এদিন রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার জানান, কোর্ট তার নির্দেশ দিয়েছে। সেটা নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে মনে রাখতে হবে, কোর্ট এটাও বলেছে নির্দেশ ছাড়া চট করে বিমানে করে কোথাও চলে যাওয়া যাবে না।

রাজ্যে চালু হল 'বিদ্যাঞ্জলি' প্রকল্প
স্কুলের উন্নয়নে শামিল হতে পারবে সবাই

নীলাঞ্জনা সান্যাল

স্কুল ছেড়েছেন বহুদিন হল। এখন হয়তো রাজ্যের বাইরে বা বিদেশে। কাজের চাপের হাজার ভিড়ের মাঝে হয়তো মনে পড়ে ফেলে আসা সেই স্কুলবেলা, ক্লাসঘর, স্কুল মাঠটার কথা। যে গড়েছে আপনার ভিত, সেই স্কুলের জন্য কিছু করতে চাইলেও বাইরে থাকায় তা করা হয়তো এতদিন সম্ভব হয়নি। এবার সেই সুযোগই এনে দিল 'বিদ্যাঞ্জলি' প্রকল্প। এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা গান, নাচ, আঁকা বা আবৃত্তি জানেন। বিবাহ বা কর্মসূত্রে ছোটবেলা যেখানে কেটেছে সেখানে আর থাকেন না। বা এসব থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু মনের কোনায় এখনও এ নিয়ে চর্চার ইচ্ছেটা রয়ে গেছে। সেখানেও মুশকিল আসান এই 'বিদ্যাঞ্জলি' প্রকল্প। না–ই বা হল নিজের স্কুল, আপনার আশপাশের স্কুলে গিয়েও পড়ুয়াদের শেখাতে পারবেন নাচ, গান। স্কুলশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে 'বিদ্যাঞ্জলি' এক অভিনব উদ্যোগ বলে মনে করছেন রাজ্যের একাধিক স্কুলের শিক্ষকরা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, সমাজের সাধারণ মানুষ, বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে স্কুলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে কেউ তাঁর নিজের ইচ্ছেমতো যে–কোনও সরকারি বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষার মান বাড়ানোর কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবেন।

এতদিন এই ধরনের কোনও সুযোগ রাজ্যে ছিল না। সরকার বদলের পর শিক্ষাক্ষেত্রে সব কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু নিয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে নতুন সরকার। 'পিএমশ্রী'র পর রাজ্যে চালু হল 'বিদ্যাঞ্জলি' প্রকল্প। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা বেসরকারি অংশীদারির ভিত্তিতে স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের 'বিদ্যাঞ্জলি' পোর্টালে 'স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে নিজেকে নথিভুক্ত করে কোনও স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বা সমাজের নানা ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিতরা সেই স্কুল বা অন্য স্কুলের উন্নয়নে কাজে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে পারেন। বিগত সরকার রাজ্যে এই প্রকল্প চালুর অনুমতি না দিলেও দেশের অন্যান্য রাজ্যে 'বিদ্যাঞ্জলি' প্রকল্প ইতিমধ্যেই চলছে। সাধারণ মানুষ–সহ বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও ওই পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের উন্নয়নে কাজও শুরু করেছে। কেউ অর্থ জুগিয়ে কোনও স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম বা লাইব্রেরির ব্যবস্থা করেছেন। কেউ খেলার মাঠের ব্যবস্থা করেছেন। কেউ খেলার সরঞ্জাম কিনে দিয়েছেন। কেউ আবার পাঠনপাঠনের কাজে লাগে, এমন জিনিস কিনে দিয়েছেন। কেউ–বা নিজেদের পেশাগত অভিজ্ঞতা বা নাচ, গানের মতো পারদর্শিতা কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর কাজে সাহায্য করেছেন। সমগ্র শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যে এই প্রকল্প চালু নিয়ে বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ডিআইদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্পনসরড স্কুলগুলিতে এই প্রকল্প চালু হবে। তবে কোনও অর্থ সাহায্য নয়। পরিষেবা বা স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যাবে। এটি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। স্কুলের প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু দেওয়া যাবে। যেমন, ক্লাসরুমের প্রয়োজনীয় জিনিস, সেটা পাখা, আলো, বেঞ্চ, চেয়ার–টেবিল, কম্পিউটার বা ডিজিটাল পরিকাঠামো, খেলাধুলোর সামগ্রী বা বইপত্র হতে পারে। আবার কেউ স্কুলের চাহিদামতো স্বেচ্ছায় নাচ, গান, আবৃত্তি, সেলাই, স্পোকেন ইংলিশও শেখাতে পারেন। তার আগে স্কুলগুলি ইউডিআইএসই কোড–সহ 'বিদ্যাঞ্জলি' পোর্টালের অ্যাপে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করবে। এখানেই স্কুলগুলি তাদের কী কী জিনিস বা পরিষেবা দরকার, তা জানাবে। আগ্রহী ব্যক্তি বা সংগঠন সম্পর্কে তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্ব থাকবে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর।

শাহের সঙ্গে কথা

● ১ পাতার পর

রাজ্যের জমি নীতি, শিল্পায়ন এবং লগ্নি–সহ সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের কথা আছে। জানা গেছে, রাজ্যকে আর্থিক সহায়তা দিতে তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, সেই বিষয়েই প্রধানমন্ত্রী–সহ অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন শুভেন্দু। ক্ষমতায় আসার পর থেকে বেশ কয়েকটি বড় পদক্ষেপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে তিনি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবি জানাতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে।

শব্দরঙ্গ–২৮৯

■	১				২	■	৩
৪		■	■	■		■	
■		■	৫	■	৬		
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮		৯	
১০		১১	■		■		■
	■		■	■	■	১২	
	■	১৩					■

পাশাপাশি

১. শ্বেত রেখা ৪. প্রচারিত, চলিত ৬. খরচখরচা ৭. অর্জুন ৮. যে শব্দ কোনও পদের পরে বসে বিভক্তির কাজ করে ১০. সূর্য ১২. জলপাত্র, কলসি ১৩. শপথের উচ্চারণ।

উপর–নীচ

১. প্যাঁচা, উল্লু
২. ঘরামি
৩. নিজের জীবন বা স্বার্থ বিসর্জন
৫. যে বন্ধ করে, যাতে বন্ধ হয়
৭. বিচার–বিবেচনা
৮. যা দিয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণীর কঙ্কাল তৈরি হয়
৯. সদুপদেশ
১১. নৃপতি, রাজা।

সমাধান–২৮৮

অ	ং	শ	ত	■	■	■	■
ক্টো	■	■	দা	সু	সা	হি	■
পা	■	■	র	■	■	রো	■
স	পু	ষ্প	ক	■	■	ই	■
■	রা	■	■	আ	জ	ন	স
■	ত	■	■	স্তা	■	■	র্ব
■	নী	ল	গ্রী	ব	■	■	হা
■	■	■	■	ল	ক্ষ্মী	টে	রা

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৯–০০ ভালবাসি তোমাকে, সকাল ১১–৩০ আশ্রয়, দুপুর ২–০০ এই ঘর এই সংসার, বিকেল ৫–০০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৮–০০ মহাগুরু মিঠুন (বিশেষ অনুষ্ঠান, পুনঃপ্রচার), রাত ১১–০০ আক্রোশ

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
দুপুর ১–০০ দুজনে, বিকেল ৪–০০ ভালবাসা ভালবাসা, সন্ধে ৭–৪৫ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০–১৫ মন জানে না

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২–০০ রাখে হরি মারে কে

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩–০৫ দায়বদ্ধ

● **ডিডি বাংলা**

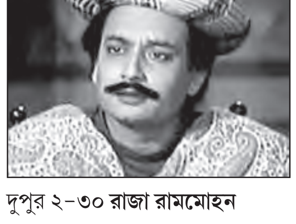

দুপুর ২–৩০ রাজা রামমোহন

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৯–৪৫ সকাল সন্ধ্যা, দুপুর ১–১৫ টাইগার, বিকেল ৪–০০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭–০০ তুমি আসবে বোলে, রাত ৯–১৫ হিরোগিরি

● **জি অ্যাকশন সিনেমা**
সকাল ৮–৪৭ ফরেনসিক, সকাল ১১–২১ ভোলা, দুপুর ২–০৭ হিম্মতবার, বিকেল ৫–০২ দাবাং ২, সন্ধে ৭–৩০ বিম্বিসার, রাত ১০–১৮ কালিদাস

কালার্স বাংলা সিনেমা
ক্রিমিনাল
সকাল ৯–৩০

জি সিনেমা
ক্র্যাক
রাত ১০–৪৬

বিশেষ অনুষ্ঠান

● গুড মর্নিং আকাশ

মন ভাল করে দেওয়া বেশ কিছু গান নিয়ে অনুষ্ঠানের আজকের অতিথি শিল্পী মাধুরী দে।

আকাশ আট: সকাল ৭–০০

● **জি আনমোল**
সকাল ৭–৪৩ এন্টারটেনমেন্ট, সকাল ১০–২৩ আরানমানাই ৪, দুপুর ১–২৬ লাডলা, বিকেল ৪–৩৮ রিয়েল তেবর, সন্ধে ৭–২৯ বারুদ, রাত ১০–২৬ লোহা

● **জি সিনেমা**
সকাল ৭–০০ নো এন্ট্রি, সকাল ১০–১৮ কার্তিকেয় ২, দুপুর ১–০০ অন্নপূর্ণা, দুপুর ৩–০৬ সিটিমার, বিকেল ৫–৩১ বিজনেসম্যান ২, রাত ৮–০০ গেম চেঞ্জার

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স (এইচডি)**

সকাল ৭–৪০ ক্যায়া এহি প্যায়ার হ্যায়, সকাল ১০–৪৫ দিল কা রিস্তা, দুপুর ১–৫০ ফির হেরা ফেরি, বিকেল ৫–০০ ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি, রাত ৮–২৫ ম্যায় হুঁ না, রাত ১২–০৫ সাজন

ধারাবাহিক

● **আনন্দী**
(১ ঘণ্টার মহাপর্ব)

ঊর্মি যে তার সন্তান, সেই সত্যির প্রমাণ পেল আনন্দী। এত বছরের অপেক্ষার ফল কি মিলবে? না কি কাছে থেকেও দূরে সরে যাবে ঊর্মি? জানতে দেখুন আনন্দী।

জি বাংলা: রাত ১১–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শুক্রবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ইং ২২ মে ২০২৬, মুং ৫ জেলহজ্জ ১৪৪৭
সূর্যোদয় ঘ ৪।৫৭।৩৫
সূর্যাস্ত ঘ ৬।৮।৪৫
তিথি– (মল জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ) ষষ্ঠী দং ৩।৩৮ দিবা ঘ ৬।২৫
নক্ষত্র– অশ্লেষা দং ৫২।৫৫ রাত্রি ঘ ২।৮

অন্য পঞ্জিকা: শুক্রবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ইং ২২ মে ২০২৬, হিজরি ৫ জেলহজ্জ ১৪৪৭

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র দিবস

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986

দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

শুক্রবার
আংশিক মেঘলা আকাশ।
সর্বোচ্চ ৩৬
সর্বনিম্ন ২৭
ডিগ্রি সেলসিয়াস

বৃহস্পতিবার
বৃষ্টি ছিটেফোঁটা
সর্বোচ্চ ৩৬.০ (০)
সর্বনিম্ন ২৭.২ (০)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৩% ৬৭%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কলাইকুন্ডা ৪০.৩°

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, উমেশ রাই ও সঞ্জয় সিং। হাওড়া জেলাশাসকের নতুন কার্যালয়ে, বৃহস্পতিবার। ছবি: কৌশিক কোলে

হাওড়া, বালির পুরভোট হবে এ বছরের শেষেই: মুখ্যমন্ত্রী

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই হাওড়া এবং বালি পুরসভায় নির্বাচিত পুরবোর্ড গঠিত হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় প্রশাসনিক বৈঠক শেষে একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত এক দশকের বেশি সময় হাওড়ায় পুরভোট হয়নি। তাই হাওড়ার ভোট নিয়ে এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কোনও বার্তা দেন কি না, সেদিকে নজর ছিল সবার। প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকারের লক্ষ্য হল হাওড়া শহরের প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণ করে দীর্ঘমেয়াদে এটিকে আরও 'বিকশিত নগরী' হিসেবে গড়ে তোলা। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পূর্ণ করে এ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই হাওড়া ও বালির পুরসভার হাতে দায়িত্বভার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এদিনের বৈঠকে। এর পাশাপাশি হাওড়ার পুর–পরিষেবাকে আরও উন্নত করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়াবাসীর জন্য পরিস্রুত পানীয় জল, সাফাইয়ের ব্যবস্থা, নিকাশি ব্যবস্থা এবং পার্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুরসভা পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র–সহ অন্য নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নের কথা বলেন তিনি। শুভেন্দু জানান, এই সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য একটি কোঅর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ওই কমিটির সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন জেলাশাসক এবং কমিটির ওপর নজরদারি চালাবেন রাজ্যের পুর দপ্তরের সচিব। নতুন সরকারের আমলে রেলের সঙ্গেও যাতে রাজ্য প্রশাসনের সঠিক সমন্বয় থাকে, তা–ও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের কোর্টে না পাঠিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের কাছে পাঠানোর আইন কার্যকর হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পুলিশ কমিশনার এবং আরপিএফকে বলে দেওয়া হয়েছে, সিএএ–র আওতায় পড়েন না, এমন বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হাওড়া স্টেশনে ধরা পড়লে তাঁকে কোর্টে পাঠাবেন না।' পাশাপাশি পূর্বতন সরকারের আমলে যত রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ বা মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিল, সেই সব ঘটনায় পুলিশকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি তথ্যানুসন্ধানী দল তৈরি করা হচ্ছে বলেও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি আরও বলেন, 'হাওড়া পুরসভায় প্রায় ১,৭০০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন কোনও কাজ না করেই বসে বসে বেতন পান। এখন থেকে আর এসব চলবে না। ওদের বলছি মানসিকতা পাল্টান। কাজ করুন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলবে।' এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া, নগরপাল অখিলেশ চতুর্বেদী, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, অনুপম ঘোষ, উমেশ রাই, সঞ্জয় সিং, পূর্ব রেল ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, হাওড়ার ডিআরএম–সহ প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য নিয়মবিধি

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য ও তথ্য প্রকাশ নিয়ে নিয়মবিধি জারি করল রাজ্য। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের নির্দেশিকা সব দপ্তর, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ–প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, রাজ্য সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, নিগম, পর্ষদ–সহ সরকার পরিচালিত সমস্ত সংস্থার কর্মীরা, সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনও সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন না। সংবাদমাধ্যমে কোনও নথি বা তথ্য সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশেও নিয়মবিধি জারি করা হয়েছে। সংবাদপত্রে লেখা, টিভি বা রেডিও আলোচনায় অংশগ্রহণ, সরকারি নীতির সমালোচনামূলক মন্তব্যের ক্ষেত্রেও নিয়মবিধি জানানো হয়েছে। সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন কর্মী সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে লিখতে পারবেন না। কোনও পত্রিকায় সম্পাদনা বা পরিচালনার ক্ষেত্রেও যুক্ত থাকতে পারবেন না। রেডিও বা অন্য কোনও সম্প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য পেশের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্র বা অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে, এমন কোনও মন্তব্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা না মানা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। প্রশাসন জানিয়েছে, নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই নিয়ম জারির প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'সরকারি কর্মীদের সম্পূর্ণ ভাবে কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হচ্ছে।' প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেস, এসইউসিআই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন–সহ সব বিরোধী রাজনৈতিক দল।

যা বলব, করে দেখাব: মুখ্যমন্ত্রী

আবির রায়

দুর্গাপুর, ২১ মে

'যা বলব, করে দেখাব। মানুষের হাততালি কুড়ানোর জন্য কিছু বলব নয়।' বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে পাঁচ জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথাও বললেন মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন, খরা কাটিয়ে আসানসোল–দুর্গাপুরে শিল্পের জোয়ার আসবে। বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'কর্মসংস্থান নিয়ে মানুষের হাততালি কুড়ানোর জন্য ডেউচা পাচামির কর্মসংস্থানের মতো মিথ্যে বলব না। যা বলব, ভেবে বলব। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কথা কম কাজ বেশি। আগের সরকার এখানে এই শিল্পাঞ্চলে শিল্পে খরা করে দিয়েছিল। আমাদের দু–তিন মাস সময় দিন। আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, রানিগঞ্জ, অন্ডাল, দুর্গাপুর মিলে ন'জন বিধায়ক আছেন। সেল–সহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে মিলে এখানে কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পে জোয়ার আসবে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পঞ্চায়েত এবং পুরসভার কোনও উন্নয়নের কাজ থেমে থাকবে না। অনেক পঞ্চায়েত প্রধান এখন পালিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে অনেক গ্লানি কাজ করেছে। তার জন্য তাদের পালাতে হয়েছে। কোনও সরকারি দপ্তরকেই অচল করে রাখার অধিকার আমাদের কারও নেই। আজকে নির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েত বন্ধ থাকলে সচিব হিসেবে কাজ করবেন বিডিও। পুরসভার কাজও সচিব করবেন।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমএসএমই দপ্তরের নতুন কমিটি করে কাজ চালু হয়েছে। মা–বোনেদের জন্য উজ্জ্বলা গ্যাস প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ মহিলাকে মাসে ৪০০ টাকা কমে গ্যাস পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, 'বীরভূম জেলার পাথরে সরকারি রাজস্ব আদায়ের অনেক অর্থ লিকেজ হয়েছে। দৈনিক ৫ কোটি টাকা করে মাসে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। সেরকম বালিতেও ভয়ঙ্কর টাকা অপচয় হয়েছে। তাই এবার বালিতে দাম বেঁধে দেওয়া হবে সরকার থেকে। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে আট হাজারের বালি ১৬ হাজার টাকায় বিক্রি চলছে। এটা নিয়েও একটা চক্র কাজ করছে। তারা বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, ডিভিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে ঠিক হয়েছে, পাঁচটা জোনে ভাগ করে দামোদর নদের পলি তোলার কাজ হবে। এদিনের বৈঠকে তৃণমূলের নবনির্বাচিত বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা আসেননি।

বাংলার উন্নয়ন

- আগামী দিনে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেব
- কোনও পঞ্চায়েত বন্ধ থাকলে কাজ দেখবেন বিডিও
- অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়লে কোর্টে তুলবেন না, পাঠিয়ে দেবেন সীমান্তে, বিএসএফের কাছে
- অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তথ্যানুসন্ধানী দল
- নির্মাতারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধেও তদন্ত। দুর্নীতি পাওয়া গেলে কড়া পদক্ষেপ
- খরা কাটিয়ে আসানসোল–দুর্গাপুরে শিল্পের জোয়ার আসবে
- উজ্জ্বলা প্রকল্পে ১৫ লক্ষ মহিলাকে সস্তায় গ্যাস

বাসে চেপে বৈঠকে ওঁরা

বিজয়প্রকাশ দাস, দীপেন গুপ্ত

বর্ধমান ও পুরুলিয়া, ২১ মে

জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমাতে বাসে করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার, দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নিতে পূর্ব বর্ধমান ও এবং পুরুলিয়ার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার–সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা গেলেন একসঙ্গে বাসে চেপে। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল জানান, দুর্গাপুরে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক আছে। তাই, পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক আধিকারিকরা বাসে করে একসঙ্গে সেখানে যান। দেশে তীব্র তেল সঙ্কটে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জ্বালানি তেল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাতে সাড়া দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ রাজ্যেও সরকারি গাড়ির সংখ্যা কমানোর কঠোর নির্দেশ জারি করেছেন। এরপর পূর্ব বর্ধমান ও পুরুলিয়ার জেলা প্রশাসনের কর্তারাও ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না করে, একসঙ্গে বাসে চেপে দুর্গাপুরের প্রশাসনিক সভায় যোগ দিয়েছেন।

বেলুড়ে মহারাজদের নতমস্তকে প্রণাম করলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বেলুড় মঠে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠকের আগে বেলুড় মঠে যান মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে ছিলেন তিনি। বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের বই এবং ফুল উপহার দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীও স্বামীজির আদর্শের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রসার হওয়া দরকার। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূল মন্দিরে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন, ব্রহ্মানন্দ মন্দির, শ্রীশ্রী মায়ের মন্দির ও স্বামী বিবেকানন্দের আবাসগৃহ দর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পুজোও দেন। দেখা করেন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজের সঙ্গে। অন্য মহারাজদের সঙ্গেও কুশল বিনিময় করেন।

বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ও মহারাজরা। পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে নতমস্তক হয়ে সন্নাসী মহারাজদের প্রণাম করেন । তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান মহারাজরা। মঠ দর্শন করতে করতে অন্য মহারাজদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের সবাইকেই নতমস্তকে প্রণাম করেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ও করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সময়ে মহারাজরা তাঁকে মঠের প্রসাদ দেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজের সঙ্গেও দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন তিনি। বেলুড় মঠের তরফে তাঁকে রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদি শাল, বই ও কলম উপহার দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর মুখ্য উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, বিধায়ক উমেশ রাই ও সঞ্জয় সিং।

প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

রাজ্য প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দপ্তরগুলিকে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি–কে মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম দফায় পঞ্চায়েত, খাদ্য এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দুর্নীতি রুখতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

আইটিসি লিমিটেড

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও বারো মাসের নিরীক্ষিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(₹কোটি)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	স্বয়ংসম্পূর্ণ: ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	স্বয়ংসম্পূর্ণ: বারো মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	স্বয়ংসম্পূর্ণ: সংশ্লিষ্ট ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	একীকৃত: ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	একীকৃত: বারো মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	একীকৃত: সংশ্লিষ্ট ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
১	ধারাবাহিক কাজকর্ম থেকে মোট আয়	২২৩৪৭.৪২	৮৪৯২৭.২৯	১৯২৮৯.৯৪	২৪৪০৬.৬৩	৯২৩৩৯.১৩	২১০১৬.৬২
২	সময়সীমার মধ্যে ধারাবাহিক কাজকর্ম থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফার আগে)	৬৬৯১.৮৬	২৬৯৫১.৪৭	৬৪১৭.০৭	৭১৯৭.৮২	২৮৩২৫.০৯	৬৮৩৬.১২
৩	সময়সীমার মধ্যে ধারাবাহিক কাজকর্ম থেকে কর–পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফা–পরবর্তী)	৬৬৯৩.৯২	২৬৭৬৭.৬০	৬৪১৭.০৭	৭১৭২.৬২	২৮০৩৩.৩৯	৬৮৩৬.১২
৪	সময়সীমার মধ্যে ধারাবাহিক কাজকর্ম থেকে কর–পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫১১৩.৩৬	২০২৮৬.৪২	৪৮৭৪.৯৩	৫৪৬৯.৭৪	২১০১৮.১৫	৫১৫৫.২৭
৫	সময়সীমার মধ্যে বিরত কাজকর্ম থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফার আগে)	–	–	–	–	–	–
৬	বিরত কাজকর্মের ব্যতিক্রমী দফা	–	–	১৫১৭৯.৪৩	–	–	১৫১৪৫.১৮
৭	সময়সীমার মধ্যে বিরত কাজকর্ম থেকে কর–পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	–	–	১৪৬৮৬.৮৬	–	–	১৪৬৫২.৬১
৮	সময়সীমার মধ্যে লাভ [৪ + ৭]	৫১১৩.৩৬	২০২৮৬.৪২	১৯৫৬১.৭৯	৫৪৬৯.৭৪	২১০১৮.১৫	১৯৮০৭.৮৮
৯	সময়সীমার মধ্যে মোট সর্বাঙ্গীণ আয় [সময়সীমার মধ্যে কর–পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য সর্বাঙ্গীণ আয় (কর–পরবর্তী) সমন্বিত]	৪২২৯.৪৪	১৯৪৭৬.৪৬	১৮৯৫৩.৪৯	৪৬৭৮.৪৯	২০৩৭৪.৮৬	১৯৪০৬.২৯
১০	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১২৫২.৯৫	১২৫২.৯৫	১২৫১.৪১	১২৫২.৯৫	১২৫২.৯৫	১২৫১.৪১
১১	সংচিতি (পুনর্মূল্যায়ন সংচিতি ব্যতীত)		৬৮৬৭৫.৬৬			৭১২৫৪.৩৫	
১২	শেয়ার প্রতি উপার্জন (প্রতিটি ₹১)(বার্ষিকীকৃত নয়):						
	১. মূল (ধারাবাহিক কাজকর্মের জন্য) (₹):	৪.০৮	১৬.২০	৩.৮৯	৪.৩০	১৬.৫২	৪.০৫
	২. তরল (ধারাবাহিক কাজকর্মের জন্য) (₹):	৪.০৮	১৬.১৯	৩.৮৯	৪.৩০	১৬.৫১	৪.০৫
	৩. মূল (বিরত কাজকর্মের জন্য)(₹):	–	–	১১.৭৫	–	–	১১.৭২
	৪. তরল (বিরত কাজকর্মের জন্য)(₹):	–	–	১১.৭৩	–	–	১১.৭০
	৫. মূল (ধারাবাহিক ও বিরত কাজকর্মের জন্য)(₹):	৪.০৮	১৬.২০	১৫.৬৪	৪.৩০	১৬.৫২	১৫.৭৭
	৬. তরল (ধারাবাহিক ও বিরত কাজকর্মের জন্য)(₹):	৪.০৮	১৬.১৯	১৫.৬২	৪.৩০	১৬.৫১	১৫.৭৫

দ্রষ্টব্য:

ক) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–র ৩৩ ধারা অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ–করা নিরীক্ষিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণের সারসংক্ষেপ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ও ক্ষেত্রভিত্তিক ফলাফল ২১শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অডিট কমিটি পর্যালোচনা করেছে এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ তা অনুমোদন করেছে। নিশ্চিতভাবে জানানো হচ্ছে যে কোম্পানির বিধিবদ্ধ অডিটর মেসার্স এস আর বি সি অ্যান্ড কোম্পানি এলএলপি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, উপরোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলের বিষয়ে অপরিবর্তিত মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করেছে। নিরীক্ষিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান কোম্পানির ওয়েবসাইট https://itcportal.com/investors/quarterly-results.html এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) ও বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com)–এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। নিচে উল্লেখিত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এগুলি দেখা যাবে।

(খ) ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের ধারাবাহিক কাজর্মের ব্যতিক্রমী দফার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফলে ₹১৮৩.৮৭ কোটি ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলে ₹২৯১.৭০ কোটিতে রয়েছে:

১) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের ২১শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মজুরির সংজ্ঞার পরিবর্তনের ফলে গ্র্যাচুইটি এবং সবেতন ছুটির দায়বৃদ্ধির জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফলে ₹২৭১.৯৫ কোটি ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলে ₹৩৭৯.৭৮ কোটি–র বিগত পরিষেবা ব্যয়ের স্বীকৃতির উপর এককালীন প্রভাব অনুমান করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মজুরি বিধি, ২০১৯, শিল্প সম্পর্ক বিধি, ২০২০, সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০ এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিধি, ২০২০ (''সম্মিলিতভাবে নতুন শ্রম বিধি'')–র বিধানগুলি কার্যকর করা হয়েছে। গোষ্ঠীটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিধি চূড়ান্তকরণের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। নতুন শ্রম আইনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে সরকারের নির্দেশাবলি ও প্রয়োজনমতো এই ধরনের উন্নয়নের হিসাব দেওয়া হবে।

২) পূর্ববর্তী বছরে তৃতীয় পক্ষের মালিকানাধীন একটি গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস তামাক পাতার মজুতের বিমা বাবদ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ₹৮৮.০৮ কোটি অর্থপ্রাপ্তি।

গ) কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতিটি ₹১–এর সাধারণ শেয়ার প্রতি ₹৮.০০ চূড়ান্ত লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বছরে চূড়ান্ত লভ্যাংশ ছিল প্রতিটি সাধারণ শেয়ার প্রতি ₹৭.৮৫ টাকা) সদস্যদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে প্রদত্ত প্রতিটি সাধারণ শেয়ার প্রতি ₹৬.৫০–র অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বছর ছিল প্রতিটি সাধারণ শেয়ার প্রতি ₹৬.৫০ টাকা) সহ, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য মোট লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতিটি সাধারণ শেয়ার প্রতি ₹১৪.৫০ (পূর্ববর্তী বছর ছিল প্রতিটি সাধারণ শেয়ার প্রতি ₹১৪.৩৫)। লভ্যাংশ বাবদ মোট নগদ বহিঃপ্রবাহ (ফেব্রুয়ারি, ২০২৬–এ প্রদত্ত ₹৮১৪৪.০০ কোটি–র অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ সহ) হবে ₹১৮১৬৭.৫৭ কোটি (পূর্ববর্তী বছর ছিল ₹১৭৯৫৬.৬৯ কোটি)।

চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সদস্যদের প্রাপ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রেকর্ড তারিখ বুধবার, ২৭শে মে, ২০২৬। এই লভ্যাংশ, যদি ঘোষিত হয়, সেক্ষেত্রে শুক্রবার, ২৪শে জুলাই, ২০২৬ থেকে বুধবার, ২৯শে জুলাই, ২০২৬–এর মধ্যে যোগ্য সদস্যদের প্রদান করা হবে।

রেজিস্টার্ড অফিস:
ভার্জিনিয়া হাউস, ৩৭ জে এল নেহরু রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৭১, ভারত
তারিখ: ২১শে মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা, ভারত

পর্ষদের পক্ষে

স্বা/-
ডিরেক্টর ও চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার
(ডিআইএন: ০১৮০৪৩৪৫)

স্বা/-
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিআইএন: ০০২৮০৫২৯)

নিরীক্ষিত প্রতিবেদনসহ আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.itcportal.com-এ প্রকাশিত হয়েছে। এই কিউআর কোড স্ক্যান করে এটি দেখা যাবে।

ওয়েবসাইট: www.itcportal.com
ই–মেল: enduringvalue@itc.in
ফোন: +91-33-2288 9371
ফ্যাক্স: +91-33-2288 0655
সিআইএন: L16005WB1910PLC001985

Enduring Value

এফ এম সি জি | পেপারবোর্ড এবং প্যাকেজিং | কৃষি ব্যবসা | তথ্য প্রযুক্তি

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

spencers

Spencer's Retail Limited

CIN : L74999WB2017PLC219355
Registered Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001
Website: www.spencersretail.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(₹ in lakhs, except as otherwise stated)

PARTICULARS	Quarter ended 31.03.2026 (Audited) (1)	Quarter ended 31.12.2025 (Unaudited) (2)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited) (3)	Year ended 31.03.2026 (Audited) (4)	Year ended 31.03.2025 (Audited) (5)
Total income (including other income)	44,544.80	50,418.24	42,313.24	1,82,575.97	2,09,872.46
Net profit / (loss) for the period (before tax and exceptional items)	(6,564.27)	(5,840.34)	(6,846.77)	(24,956.48)	(24,661.24)
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(6,564.27)	(5,840.34)	(6,846.77)	(24,956.48)	(24,661.24)
Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(6,558.45)	(5,834.53)	(6,840.51)	(24,933.22)	(24,636.23)
Total comprehensive loss for the period	(6,652.02)	(5,979.30)	(6,839.88)	(25,131.56)	(24,576.74)
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 5 each)	4,506.60	4,506.60	4,506.60	4,506.60	4,506.60
Other equity				(95,798.73)	(70,667.17)
Earnings per share (EPS) (in ₹) : (Face value of ₹ 5 each)					
Basic	(7.28)*	(6.47)*	(7.59)*	(27.66)	(27.33)
Diluted	(7.29)*	(6.48)*	(7.60)*	(27.70)	(27.37)
* not annualised					

Notes :

1. Additional information on Standalone Financial Results : (₹ in lakhs, except as otherwise stated)

PARTICULARS	Quarter ended 31.03.2026 (Audited) (1)	Quarter ended 31.12.2025 (Unaudited) (2)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited) (3)	Year ended 31.03.2026 (Audited) (4)	Year ended 31.03.2025 (Audited) (5)
Total income (including other income)	38,801.08	42,117.27	36,006.77	1,54,279.74	1,77,551.81
Net profit / (loss) for the period (before tax and exceptional items)	(3,551.58)	(3,325.01)	(3,820.27)	(13,359.87)	(18,477.82)
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(3,551.58)	(3,325.01)	(3,820.27)	(13,359.87)	(18,477.82)
Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(3,551.58)	(3,325.01)	(3,820.27)	(13,359.87)	(18,477.82)
Total comprehensive loss for the period	(3,627.11)	(3,489.41)	(3,822.28)	(13,559.80)	(18,419.83)

2. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 are available on stock exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and on the Company's website (**www.spencersretail.com**) and the same can be accessed by scanning the QR code provided below.

Place : Kolkata
Date : May 21, 2026

By Order of the Board
Anuj Singh
CEO and Managing Director
DIN: 09547776

আজকাল

৪৬ বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার ২২ মে ২০২৬

সর্বকালের বিরাট

সেরা তাঁদেরই বলা হয় যাঁরা দীর্ঘ সময় অন্যতম সেরা থাকেন। নিঃসন্দেহে ক্রিকেটে তেমনই একটি নাম বিরাট কোহলি। কিং কোহলি। ১৯ বছর ধরে খেলছেন আইপিএল–এ, সেই প্রথম থেকে। এখনও দলে অপরিহার্য, এবারও তাঁর রান ৫০০ পেরিয়ে গেছে। এখনও দেশের সব মাঠে তিনি প্রধান আকর্ষণ। ১৮ নম্বর জার্সি–পরা দর্শক বহু। তিনি সাদা বলের ক্রিকেটে সর্বকালের সেরা। একদিনের ক্রিকেটে সেঞ্চুরিতে ছাড়িয়ে গেছেন শচীন তেন্ডুলকারকে। যতদিন খেলবেন, সংখ্যা বাড়বে। টেস্টে তিনি আর নেই, সম্ভবত গম্ভীর–আগরকার জুটির অসভ্যতায়। কোহলি সম্প্রতি বলেন, আর ‘প্রমাণ’ করে টিমে থাকতে চান না। নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। টেস্টে ভারতের সাম্প্রতিক শোচনীয় হাল কেন? প্রথম এবং প্রধান কারণ, তিন বা চার নম্বরে সেই ভরসার নামটা টিমে নেই। সাদা বলের ক্রিকেটে সর্বকালের সেরা হলেও, তিনি বলেন, টেস্টই তাঁর কাছে সেরা। সেঞ্চুরি সংখ্যা ৩১, তাঁর চেয়ে বেশি করেছেন শচীন–সহ বেশ কয়েকজন। তবু, কেন তাঁকে টেস্ট ক্রিকেটের অলঙ্কার বলা হয়? কারণ, কী করে খেলতে হয় টেস্ট ম্যাচ, তার মডেল তিনি। ভারতকে কত ম্যাচ জিতিয়েছেন। অ্যালিস্টার কুকের মতে, পরিসংখ্যান যা–ই বলুক, সাম্প্রতিক কালের সেরা টেস্ট ব্যাটার কোহলিই। সম্প্রতি ইয়ান বথাম কলকাতায় এসেছিলেন পতৌদি স্মারক বক্তৃতা দিতে। পতৌদি ছাড়া মাত্র দু’জনের নাম করেছেন। সুনীল গাভাসকার এবং বিরাট কোহলি। বথাম মুগ্ধ, এই ধুমধাড়াক্কা ক্রিকেটের সময়েও টেস্টকে এত মর্যাদা দেন বিরাট। প্রাক্তন, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। আইপিএল–এ বেঙ্গালুরু–রাজস্থান ম্যাচের পর বৈভব সূর্যবংশীকে ‘খুব ভাল খেলেছ’ বলে কিশোর বিস্ময়ের টুপিতে সই করে দেন। দেখা গেল, পরেও সেই টুপি পরে খেলছেন বৈভব। কোহলি কিং ছাড়া কী?

প্রিয় সম্পাদক

ভাতা সবার জন্য কেন?

তৃণমূল সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে নিয়ম ছিল উপভোক্তা মহিলাদের বয়স ২৫ থেকে ৬০ এর মধ্যে হতে হবে। কোনওরকম সরকারি বা বেসরকারি চাকরি করলে এই ভাতা পাওয়া যাবে না। পরিবারে একজনও যদি আয়কর দেন, তাহলে ভাতা পাওয়া যাবে না। তবে আয়ের কোনও ঊর্ধ্বসীমার কথা বলা ছিল না। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, অনেক মহিলাই আছেন যাঁরা নিজেরা হয়তো চাকরি করেন না, কিন্তু তাঁর স্বামী বা ছেলে বা মেয়ে হয়তো বেশ ভালই আয় করেন। কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক আধিকারিক কিংবা উকিল অথবা বড় ব্যবসায়ী। আয় করেন মাসে লক্ষ টাকার ওপর। তাহলে তাঁরা কেন এই ভাতা পাবেন? একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে মনে করি, সবাইকে এই ভাতা দেওয়া উচিত নয়। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, ফর্ম পূরণ করার সময় অনেক তথ্যই গোপন করা হয়েছে। জেনেশুনেও প্রশাসন এগুলোকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

এমনও দেখা গেছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান এমন মহিলা হয়তো টিউশন করেন বা ব্যবসা করেন, মাসে অন্তত দশ হাজার টাকা আয় করেন। তাহলে তাঁরা কেন এই প্রকল্পের টাকা পাবেন? নতুন সরকারের ঘোষণা, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রতি মহিলাকে মাসে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রেও অপচয়ের আশঙ্কা থেকেই যায়। কারা এই টাকা পাবেন, তা নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা উচিত। এবং সেটা কঠোরভাবে পালন করা উচিত। যাঁরা সত্যিই অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল, তাঁদের পাশে সরকার দাঁড়াক, আপত্তি নেই। কিন্তু যাদের পরিবার যথেষ্ট সচ্ছল, তাদের পাশে দাঁড়ানোর দায় সরকার কেন নেবে? এটাও অর্থের অপচয়। তাই আয়ের ঊর্ধ্বসীমা কঠোর ভাবে মানা হোক। ভুল তথ্য বা মিথ্যা তথ্য দিলে আবেদন বাতিল হোক। প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা হোক।

● *পঙ্কজ সেনগুপ্ত*
কোন্নগর, হুগলি

প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবায়ন বেশি জরুরি

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন কিছু প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে। একদিকে সরকারের দিক থেকে রোজই কিছু না কিছু ঘোষণা হচ্ছে। কিন্তু আশ্বাস দেওয়া এক জিনিস, তার বাস্তবায়ন আরেক জিনিস। জনতার প্রত্যাশা কী, সেদিকে আলোকপাত করা যাক।

১. কর্মসংস্থান ও শিল্পায়ন

রাজ্যের যুবসমাজের প্রধান দাবি চাকরি। বন্ধ কারখানা চালু করা, নতুন বিনিয়োগ আনা এবং আইটি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও ক্ষুদ্র শিল্পে জোর দিলে বেকারত্ব কমবে। স্টার্টআপ ও স্বনির্ভর প্রকল্পে সহজ ঋণ এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ বাড়ানোর প্রত্যাশা রয়েছে।

২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা

সরকারি স্কুল–কলেজে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসার চায় মানুষ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জেলা হাসপাতালে ডাক্তার–নার্সের শূন্যপদ পূরণ, বিনামূল্যে ওষুধ ও উন্নত পরিষেবার দাবি জোরালো।

৩. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন

কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম, সেচের সুবিধা, কৃষিবিমা ও কোল্ড স্টোরেজ চায়। ১০০ দিনের কাজের মজুরি সময়মতো প্রদান এবং গ্রামীণ রাস্তা, পানীয় জল ও বিদ্যুতের স্থায়ী সমাধান প্রত্যাশিত।

৪. দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা

নিয়োগ, রেশন, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পে স্বচ্ছতা এবং কাটমানি বন্ধের দাবি সাধারণ মানুষের। নারী–নিরাপত্তা, রাজনৈতিক হিংসা রোধ এবং পুলিশি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নতুন সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

৫. পরিকাঠামো ও নগরায়ণ

কলকাতা ও জেলা শহরে যানজট কমাতে মেট্রো–ফ্লাইওভার সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদী সংস্কার এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ বাড়ানো দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নও চায় নাগরিক সমাজ।

৬. সংস্কৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা

বাংলার শিল্প–সংস্কৃতির প্রসার, পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প আরও কার্যকর করার আশা রয়েছে।

সংক্ষেপে, নতুন সরকারের কাছে মানুষ চায় কাজের সুযোগ, দুর্নীতিমুক্ত পরিষেবা এবং নিরাপদ জীবন। প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবায়নই হবে সরকারের সাফল্যের মাপকাঠি। এছাড়া, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, আয়ুষ্মান ভারত, বার্ধক্য ভাতার ওপরও নজর দিতে হবে নব নির্বাচিত সরকারকে।

● *সুদর্শন চক্রবর্তী*
ব্রহ্মপুর, কলকাতা ৯৬

উন্নয়নে নতুন দিগন্ত আনতে পারে ডাবল ইঞ্জিন

বিগত পাঁচ দশক বাদে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হল ডাবল ইঞ্জিন সরকার। যখন কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল কোনও অঙ্গরাজ্যের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব পায়, তখন তাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় ‘ডাবল ইঞ্জিন সরকার’ বলে। গত দেড় দশক ধরে মূলত রাজনৈতিক ও নীতিগত কারণে পশ্চিমবঙ্গ তার পুরনো গৌরব হারিয়েছে। সেজন্য এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

অন্যদিকে বিরোধীদের আশঙ্কা, এতে রাজ্যের নিজস্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তবে কোনও রাজ্যের পরিকাঠামো এবং শিল্পের উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কেন্দ্রের নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক কারণে এই সহায়তা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আমরা জানি, কেন্দ্র–রাজ্যের মধ্যে সঙ্ঘাত কম থাকলে রাস্তা, রেল, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বড় প্রকল্প সহজে বাস্তবায়িত হতে পারে। সর্বোপরি ডাবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশাল ভরসা যোগায়। কারণ কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যদি রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে তাহলে চোরাচালান, অনুপ্রবেশের মতো জটিল সমস্যাগুলো দ্রুত গতিতে সমাধান হয়।

এছাড়া বাঙালির শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল তার সংস্কৃতি। এক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সৌজন্যে দিল্লির সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিপুল ভাণ্ডার যদি এ রাজ্যে এসে পৌঁছোয়, তাহলে ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া, জোড়াসাঁকো, গঙ্গাসাগর এমনকী জয়দেব–কেন্দুলির মতো তীর্থক্ষেত্রগুলিকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

কারণ উন্নয়ন কোনও রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির বিষয় নয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি গতি পায় যদি কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় থাকে। সাধারণ মানুষ চায় কর্মসংস্থান, শিল্প, নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছ প্রশাসন। যদি এই সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে, তবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। আমরা আশায় রয়েছি যাতে দ্রুত এই দিগন্ত খুলে যায়। বিদেশি পর্যটকরা আসতে শুরু করলেই গতি আসবে পর্যটনে।

● *দুর্গাপদ মাসান্ত*
মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

বিদেশে বাংলা বইমেলা

পবিত্র সরকার

১
কীসের বিরুদ্ধে লড়াই

বইমেলা একটা লড়াই। এক নম্বর, সাংস্কৃতিক অশিক্ষা বা অর্ধশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই। ডিগ্রি–ডিপ্লোমা পেলেও আসল মানবিক বা সাংস্কৃতিক শিক্ষা হয় না, পাঠ্যবই বা রেফারেন্স বই আমাদের চেতনার উদার পৃথিবীতে পৌঁছে দেয় না। তার জন্য দরকার সাহিত্য আর অন্যবিধ জ্ঞানের বই পড়া, জীবনকে বোঝার জন্য পড়া। বইমেলা আমাদের সহজে সেসব বই পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। নিজের ভাষাভূমিতে তাই বইমেলার আয়োজন সব সময় আর যেখানে সম্ভব— করে যেতেই হবে। নিজের বা বাইরের লাইব্রেরি হয়তো ছোট ক্ষেত্রে এই কাজ করে, করতে চায়। কিন্তু বিদেশে বইমেলা— যেটা নিজের ভাষাভূমি থেকে বহু দূরে— নিউ ইয়র্কে, লন্ডনে, মেলবোর্নে? যেখানে নিজের বা পাড়ার লাইব্রেরি নেই? বা যেখানে মূল ভাষা বাংলা নয়? যেটা সেখানে মূল ভাষা, তার সর্বাঙ্গীণ আধিপত্য— প্রতিদিনের হাট–বাজার–অফিসে কথা বলা, অল্পবয়সিদের শিক্ষা, মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন মিডিয়া, বিনোদন, আইন, নিরাপত্তা আর নিরাময় ব্যবস্থা— সর্বত্র বিদেশের ভাষা ব্যবহার করতে হয়? সেখানে বাংলা বলাই দুষ্কর, তার ওপর বাংলা ভাষার বই বিক্রি আর তার ‘মেলা’। কী ভাবে তা সম্ভব? এ তো একটা সাঙ্ঘাতিক লড়াই!

আগে একটু ভূমিকা করি, আমার পড়াশোনার এলাকা থেকে। ভাষা বেঁচে থাকে মুখে, কারণ সেটাই তার আসল জায়গা। যতদিন ভাষা মুখে বলা হবে ততদিন তার মরার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু ভাষা মরেও যায়। ভাষার এই মরা আর বাঁচার পারিভাষিক ইংরেজি শব্দ হল maintenance আর loss, বাংলায় বলতে পারি রক্ষণ আর লোপ।

ভাষা লোপ পায় একাধিক কারণে, তবে অনেক সময় অন্য ভাষার আধিপত্যে। যে ভাষা খুব ছোট, আর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল, সেই ভাষার লোকেরা অন্য ভাষা শিখলে ভাল চাকরি ভাল সুযোগ পাবে বলে সেই ভাষা শিখে নেয় (আসলে সেই আশাতেই অন্য ভাষার দেশে চলেও যায়), আর নিজেদের ভাষা কম বলতে বা ব্যবহার করতে শুরু করে। ইচ্ছে করে নয়, বাধ্য হয়ে, বাঁচার জন্য। ফলে কখনও নিজের ভূমিতেই ভাষা মরে যায়। উপনিবেশগুলিতে এমন অনেক হয়েছে। অচেতন মানুষ ভেবেছে, আমার ভাষা যখন শিক্ষা, ভাল রোজগার, আইন, সরকারি প্রশাসন— এ সব কোনও কাজেই লাগে না, তবে এ ছাই ভাষা বাচ্চাদের শিখিয়ে আর কী কাজ হবে! সাহিত্য (মুখে, মুদ্রণে) দিয়ে কি ধুয়ে খাব? উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহু আদি আমেরিকান এটা করেছেন, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ায় নানা আদিবাসীরা। এইভাবে মানুষের প্রাথমিক পনেরো হাজার ভাষার প্রায় আট হাজারই মরে গেছে। সাত হাজারের মতো ভাষা টিকে আছে। সকলে খুব ভাল অবস্থায় নেই। ইউনেস্কো তাদের খারাপ অবস্থার নানা রকম শ্রেণিবিভাগও করেছে— কেউ ‘বিপন্ন’ (endangered), কেউ ‘বেশ বিপন্ন’ (seriously endangered), কেউ ‘মুমূর্ষু’ (moribund), আর কেউ ‘মৃত’ (dead)। বিজ্ঞানের কথায়, ভাষার maintenance–এর প্রাণপণ চেষ্টা না হলে তা ওই loss–এর দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদী অর্থে উপনিবেশ না হলেও, নিজের দেশেই বড় আর শক্তিশালী ভাষার চাপে ছোট ও দুর্বল ভাষার মৃত্যু বা বিপন্নতা তৈরি হতেই পারে। ইংল্যান্ডেই কর্নিশ ভাষা এভাবে মরে গিয়েছিল, তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলার (revitalization) তুমুল চেষ্টা হচ্ছে। ওয়েল্‌শ আর আইরিশ ভাষাও বিপন্ন হতে বসেছিল। তাদের বক্তাদের নাছোড়বান্দা চেষ্টায় সেসব ভাষা এখনও বেঁচে আছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মাওরি ভাষাকেও পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে।

ভাষার দাপট, সেই সঙ্গে রাজনীতি–অর্থনীতি আরও নানা ভাবে ছোট ভাষার মানুষের মুখের ভাষাকে মুছে দিতে পারে। ছোট আর দুর্বল ভাষাকে। ভাষা দুর্বল হয় নানা কারণে। এক, তার বক্তার সংখ্যা কম। দুই, তার বক্তারা পেটের তাগিদে দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকে, এক জায়গায় ঘন হয়ে থাকে না। তিন, লিখিত রূপ নেই, আর তাতেই তার কোমর ভাঙা, কারণ তা শিক্ষায়, প্রশাসনে, আইনে, সাহিত্য— কোথাও ব্যবহৃত হয় না, লোকের মুখে, এমনকী বক্তাদের কাছেও তার মানমর্যাদা বিশেষ তৈরি হয় না। চার, যদি ভাষার লোকেরা অভিবাসী আর পরিযায়ী হয়ে অন্য শক্তিশালী ভাষার এলাকায় যায়, আর অল্প সংখ্যায় বিচ্ছিন্ন একটি–দুটি পরিবার হিসেবে বাস করতে থাকে। এ লেখায় এই চার নম্বর প্রতিবেশটিই আমাদের মূল বিবেচ্য।

২
লড়াইয়ের চরিত্র

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ওই সব নানা ভাবে চিহ্নিত ভাষার মানুষদের মনে হয়েছে যে, না, ব্যাপারটা ঠিক নয়। ভাষাবিজ্ঞানীরাও তাঁদের সচেতন করেছেন, বলেছেন, ভাষার মৃত্যু মানে সভ্যতা–সংস্কৃতি আর মূল্যবান জ্ঞান আর ইতিহাসের মৃত্যু, তাকে দাঁতে দাঁত চেপে আটকাতে হবে।

এই আটকানো অনেকটা সহজ হয়, (ওই চার নম্বরের প্রতিবেশ দেখুন) যদি বিদেশে কোনও অভিবাসীরা এক, একজায়গায় দল বেঁধে বাস করতে পারে, এবং দুই, নিজেদের ভাষা–সংস্কৃতিকে আগ্রহ নিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে, আর তিন, এতে আধিপত্যকারী ভাষার লোকেদের কাছ থেকে কোনও বাধা না পায়, যদি প্রশাসনিক সাহায্যও পায়। আমাদের ধারণা, ইংল্যান্ডের লন্ডন ও তার শহরতলি অঞ্চলে, নিউ ইয়র্কে, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে— এরকম একটি প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি খবর রাখেন এমন কেউ আরও (বিদেশের) শহরের নাম যোগ করতেই পারেন। অন্তত প্রথম দুটি জায়গায় প্রাথমিক স্তরে বাঙালি শিশুদের বাংলা ভাষার প্রথম পাঠ দেওয়ার সরকারি ব্যবস্থাও তৈরি হয়েছে শুনেছি, অবশ্যই মূলত বাঙালি অভিবাসীদের আগ্রহে। এছাড়া নিজের কিছুদিন বিদেশ বাস আর পরে একাধিক বার যাতায়াতের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ব্যক্তিগত ভাবেও বাঙালি ছেলেমেয়েদের সপ্তাহান্তে বাংলা শেখানোর স্কুল করেছেন কেউ কেউ। সেই সঙ্গে বাংলা কবিতার আবৃত্তি, বাংলা গান, নাচ, নাটক ইত্যাদি।

অর্থাৎ গোষ্ঠীর বিস্তার আর প্রসার, এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন অখণ্ড বাংলার বহু মূল্যবান ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে অর্ধেক পৃথিবীর দূরত্বেও বহন করে নিয়ে যাওয়ার, গাছের মতো মাটিতে পুঁতে দেওয়ার। নিউ ইয়র্কে বিশ্বজিৎ সাহার মুক্তধারা ফাউন্ডেশন তার

আমি দেখেছি যে, আমেরিকার আরও অনেক শহর থেকে, যেমন বস্টন, ফিলাডেলফিয়া থেকেও কেউ কেউ এসে টেবিল পেতে তাঁদের বাংলা বইয়ের দোকান সাজিয়েছেন। অনুমান করি, ওই সব শহরেও নিশ্চয় তাঁদের বাংলা বইয়ের দোকান আছে। তা বইমেলারই অংশ বলা যায়। হয়তো পরে সেসব শহরেও বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। আর বিদেশের অভিবাসী বাঙালিদের মধ্যে একদিকে যেমন ঝুম্পা লাহিড়ীরা আছেন, তেমনই বাংলায় গল্প–উপন্যাসের এক বিশাল লেখক–লেখিকাগোষ্ঠী গড়ে উঠেছেন, তা–ও লক্ষ করি।

বন্ধুদের নিয়ে এরকম একটি বাংলা বইমেলা বোধহয় পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চালিয়ে এসেছে, ক্রমশ তার শক্তি ও বিস্তার বেড়েছে। বাঙালির আত্মপরিচয় বিদেশেও অব্যাহত রাখার, সে দেশের অনুগত নাগরিক হয়েও। স্বপ্নদর্শী আর কিছুটা সাম্রাজ্যসুখে ইংরেজ কবি যেমন পৃথিবীর নানা জায়গায় বহু Little England তৈরি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী না হয়েও সাহসী বাঙালি অভিবাসীরা নানা বিদেশের শহরে Little Bengal বসিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন আর তাকে বাস্তব করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। চীনের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী না হয়েও দেশে দেশে ‘চায়না টাউন’ গড়ে তুলেছেন। আমি ভুল করতেই পারি, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে বাঙালিদের ব্যাপক অভিবাসনের এই কাজটিতে তৎকালীন পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান আর বাংলাদেশের বন্ধুরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। অভিবাসনের উদ্যোগ আর সাফল্যেও তাঁরাই অগ্রণী, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

৩

এই বার আসি শেষ কথায়, বিদেশে বাংলা বইমেলার কথায়। ২০১৭ সালে আমি আর ঢাকা থেকে বাংলা আকাদেমির মহাপরিচালক প্রয়াত বন্ধু ড. শামসুজ্জামান খান নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইট্‌সে বাংলা বইমেলা উদ্বোধন করতে যাই। পরে বাংলাদেশি বন্ধুদেরই আমন্ত্রণে ২০২৩–এ একটি রবীন্দ্র জন্মোৎসবেরও উদ্বোধনেও যাই। তা দেখে আমার মনে ওই ‘লিট্‌ল বেঙ্গল’ ধারণাটি আরও দৃঢ়মূল হয়েছে। আমি লন্ডনে বাঙালি–অধ্যুষিত বিপুল এলাকা দেখেছি, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হইনি বলে বাঙালিত্ব রক্ষার জন্য তাঁদের প্রয়াসের বহুমাত্রিকতা সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট নয়। কিন্তু নিউ ইয়র্কে দু’বার গিয়ে বিশ্বজিৎ সাহা আর তাঁর বন্ধুদের মিলিত প্রয়াসে যে বইমেলা গড়ে উঠেছে তাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে ফিরেছি। এবারকার বইমেলা হচ্ছে নিউ ইয়র্কের অন্য এক প্রান্তে, জ্যামাইকা পাড়ায়, যেখানেও বাঙালির সংখ্যা প্রচুর।

বইমেলা মানে লিখিত বাংলার বিস্তার। আর লিখিত বাংলার বিস্তার মানে বাংলা ভাষাটার সম্পূর্ণ রূপের অধিকার বিস্তার। মুখের বাংলা বিদেশে নিজেদের পরিবারে ও গোষ্ঠীতে চালু রাখা কঠিন হলেও তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু বই নিয়ে বিদেশে বিক্রি মানে সেখানে পাঠকদের বাঁচিয়ে রাখা আর নতুন পাঠক তৈরি করার কঠিনতর দায় বহন করা। অর্থাৎ শুধু একটা প্রজন্ম স্মৃতিমেদুরতার জন্য বই চাইছেন না, পরের প্রজন্ম, তারও পরের প্রজন্মের জন্যও তাঁরা লিখিত বাংলা সাহিত্যের সম্ভার সেই বিদেশে সুলভ করে তুলছেন। এটা বাংলার সংস্কৃতির বৃহত্তর আঙিনায় তাঁদের নিয়ে আসার চেষ্টারই অঙ্গ।

গত শতাব্দীর গোড়ায় আমেরিকার দুর্ধর্ষ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চাননি যে, আমেরিকানরা বহুভাষী হোক, আমেরিকা নানা জাতের মানুষের কিচিমিচি করা একটা বোর্ডিং হাউস হোক বা একটা পাঁচমিশেলি ঘ্যাঁট জাতীয় কিছু হোক। তাঁদের ছিল Only English নীতি। এখনও হয়তো কট্টর আমেরিকানরা সেই নীতিতে বিশ্বাস করে।

কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশই এখন বুঝেছে যে, বিশ্বায়নের পর কোনও দেশই এক রঙের, অর্থাৎ এক বর্ণের, এক ধর্মের, এক ভাষার, এক সংস্কৃতির ‘বিশুদ্ধ’ একত্ব নিয়ে আর থাকতে পারে না। এখন সব দেশই বিচিত্র মানুষ আর সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠছে, সংখ্যাগরিষ্ঠরাও নিজেরা এই বাস্তব মেনে নিয়েছে। কারণ বহিরাগত জনগোষ্ঠীও সেই দেশের সম্পদ হয়ে উঠেছে। বাংলা বইমেলা সেই রকম নিউ ইয়র্কের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছে।

আমি দেখেছি যে, আমেরিকার আরও অনেক শহর থেকে, যেমন বস্টন, ফিলাডেলফিয়া থেকেও কেউ কেউ এসে টেবিল পেতে তাঁদের বাংলা বইয়ের দোকান সাজিয়েছেন। অনুমান করি, ওই সব শহরেও নিশ্চয় তাঁদের বাংলা বইয়ের দোকান আছে। তা বইমেলারই অংশ বলা যায়। হয়তো পরে সেসব শহরেও বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। আর বিদেশের অভিবাসী বাঙালিদের মধ্যে একদিকে যেমন ঝুম্পা লাহিড়ীরা আছেন, তেমনই বাংলায় গল্প–উপন্যাসের এক বিশাল লেখক–লেখিকাগোষ্ঠী গড়ে উঠেছেন, তা–ও লক্ষ করি। তাঁদের অনেকেই ঢাকার একুশে বইমেলায় নিজেদের বই নিয়ে উপস্থিত হন।

নিউ ইয়র্কের বইমেলা আমাদের প্রচুর স্বপ্ন দেখতে শেখায়। এই বইমেলার দৃষ্টান্তে মনে হয়, বাঙালির ভাষা–সাহিত্য–সংস্কৃতির অমরত্বের একটা গল্পও যেন কোথাও তৈরি হচ্ছে।

ত্রিপুরাতেই প্রথম চালু হল পুলিশি সহায়তা অ্যাপ

নিতাই দে

আগরতলা, ২১ মে

গোটা দেশের মধ্যে প্রথম ত্রিপুরাতেই চালু হল ২৪ ঘণ্টা পুলিশি সহায়তার নতুন মোবাইল অ্যাপ ‘ট্র্যাক মি’। এই ১১২ ইন্ডিয়া অ্যাপের সাহায্যে বিপদে পড়লে সহজেই পুলিশি সহায়তা মিলবে। মহিলা বা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে এই অ্যাপ। বৃহস্পতিবার পুলিশের এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এই অ্যাপের সূচনার কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, বিপদে পড়লেই অ্যাপের মাধ্যমে দ্রুত বার্তা পাঠানো যাবে পুলিশের ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম–এর কন্ট্রোল রুমে। লোকেশন ট্র্যাক করে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন পুলিশকর্মীরা। বাংলাদেশ সীমান্তে ফেন্সিং প্রসঙ্গে তিনি জানান, ত্রিপুরা সরকার আগেই জমির সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছে। রাজ্য ও দেশের স্বার্থে নতুন করে কাঁটাতারের বেড়া এবং মেরামতির ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য পুলিশকে আরও আধুনিক করার প্রক্রিয়া চলছে। নতুন করে পুলিশে নিয়োগের কথাও বলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার আগরতলার কেটিডি সিং পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ছিল প্রশিক্ষিত পুলিশকর্মীদের পাসিং আউট প্যারেড। ৩১৮ জন মহিলা–সহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪৭৬ জন পুলিশকর্মীর অভিবাদন গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি অনুরাগ ধনকড়। অভিবাদন গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্য পুলিশে খুব শিগগিরই ২১৮ জন সাব–ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা হবে। এছাড়া নিযুক্ত হবেন ৯১৬ জন পুলিশ কনস্টেবলও। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য আরও একটি ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর ফলে রাজ্যের নিরাপত্তা–ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হবে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ শিবির: স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল ‘ব্যক্তিত্ব বিকাশ শিবির’। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী। শিবিরের উদ্দেশ্য যুব সমাজের চরিত্র গঠন, নৈতিক শিক্ষা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও দেশপ্রেমের বার্তা তুলে ধরা। এ ধরনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সব সংগঠক, শিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রামপ্রসাদ। তিনি বলেন, ‘স্বামীজির বাণী আজও আমাদের জীবনে শক্তি, সাহস ও আত্মবিশ্বাস জোগায়।’

ত্রিপুরা পুলিশের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং ডিজিপি অনুরাগ ধনকড়। আগরতলায়, বৃহস্পতিবার। ছবি: প্রতিবেদক

তথ্য

১০২টি দ্বীপ নিয়ে তৈরি সুন্দরবন। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ আমলে বন কেটে বসতি গড়ে তোলা হয়।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net

REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81

ডিটেনশন ক্যাম্প নয়, সরাসরি ফেরত: শমীক

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২১ মে

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ — ক্যা) কার্যকর হওয়ার পর থেকেই ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে সন্দেহভাজনদের প্রথমে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করে রাখা হবে বলে মনে করছে একাংশ। যদিও বৃহস্পতিবার সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করে তাদের জন্য সরকারি অর্থ খরচ করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁর কথায়, ‘আটক করে একেবারে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’

বিধানসভা নির্বাচনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারী–মুক্ত করা হবে। ক্ষমতায় আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন কার্যকর করা হয়েছে। শমীক জানান, রাজ্যে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হবে না। তিনি বলেন, ‘ডিটেনশন ক্যাম্পের বিষয়টি কোথা থেকে এল? সেখানে আটকে রেখে কেন তাদের খাওয়াব? সরাসরি আটক করে সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’ তবে তিনি জানান, সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একমাত্র জানাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘দলের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে আমি বলতে পারি, ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট— অর্থাৎ চিহ্নিত করা, নাম মুছে দেওয়া এবং তারপর সরাসরি তার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যারা কোনও এক সময়ে আমাদের দেশকে ভাগ করেছিল, তাদের আমরা ভারতে থাকতে দেব না।’ তিনি বলেছেন, ‘ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করার কথা যারা বলেছিল, তাদের কেন আমরা দেশে থাকতে দেব? কেন প্রবেশ করতে দেব? ভারতীয় মুসলিম সমাজের সঙ্গে আমাদের কোনও বিভেদ নেই। তবে এটা কোনও ধর্মশালা নয়, যার যখন ইচ্ছা ঢুকে পড়বে। এই যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সঙ্কটের মুখে, দেশের জনবসতির ধরন বদলে যাচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধান তো করতে হবে।’

ইবোলা-আতঙ্ক: স্থগিত ভারত-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলন

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২১ মে

ইবোলা সংক্রমণ নিয়ে স্বাস্থ্য–সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে কঙ্গো, উগান্ডা, দক্ষিণ সুদানের মতো দেশ থেকে ভারতে আসা নাগরিকদের ইবোলা রোগের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেল্‌থ সার্ভিসের (ডিজিএইচএস) তরফে জানানো হয়েছে, উপসর্গ দেখা দিলে বা সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের অবিলম্বে জানাতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানকে ইবোলার উচ্চ–ঝুঁকির দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সে–কারণেই এই তিন দেশ থেকে আসা যাত্রীদের ওপর বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে আসা যে–সব ব্যক্তির জ্বর, পেশির যন্ত্রণা, বমি, ডায়েরিয়ার মতো উপসর্গ ২১ দিনেরও বেশি রয়েছে, তাঁদের দ্রুত স্বাস্থ্য দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। এদিকে, ইবোলা–আতঙ্কে স্থগিত করা হয়েছে ভারত–আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলন। ২৮ মে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হয়েছে। সেখানে জ্বর, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা, বমি, ডায়েরিয়া, গলা ব্যথা এবং অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের মতো উপসর্গ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, ইবোলায় আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন রোগীর রক্ত বা শরীরের তরলের সংস্পর্শে এসে থাকলে যাত্রীদের ইমিগ্রেশন সম্পূর্ণ করার আগেই বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য ডেস্কে রিপোর্ট করতে হবে। এ ছাড়া ভারতে আসার ২১ দিনের মধ্যে কারও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি সাম্প্রতিক ভ্রমণের তথ্য জানাতে বলা হয়েছে। ইবোলাকে ‘আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যজনিত জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করেছে হু। এর পরই কেন্দ্রীয় সরকার দেশ জুড়ে নজরদারি ও প্রস্তুতি আরও জোরদার করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ভারতে কোনও ইবোলা–আক্রান্তের খোঁজ মেলেনি বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে।

এদিকে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইবোলা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় ২৮ মে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও চতুর্থ ভারত–আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে দ্রুত বদলে যাওয়া স্বাস্থ্য–পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে আলোচনার পরেই সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চা-বলয়ের সার্বিক উন্নয়নে মিলবে কেন্দ্রীয় সহায়তা

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ২১ মে

চা–বাগানের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক স্তর এবং সরকারি স্তর, দুই ক্ষেত্রেই এই বিষয়ে এক প্রস্থ আলোচনা হয়েছে। চা–বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এই অর্থ খরচ করা হবে। অসমের চা–বাগানের মডেল অনুসরণ করে দার্জিলিং–সহ উত্তরবঙ্গের সমগ্র চা–বলয়ের উন্নয়ন করা হবে।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতিটি ক্ষেত্র ধরে ধরে উন্নয়নের ব্লু–প্রিন্ট তৈরি করছে বিজেপি সরকার। চা–বাগানও ব্যতিক্রম নয়। দিল্লিতে একই সময়ে উপস্থিত দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানা গিয়েছে, অসম মডেল অনুসরণ করে চা–বাগানের সার্বিক উন্নয়ন করতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক প্রস্থ আলোচনা হয়েছে। চা–শ্রমিকদের পরিবারগুলির জন্য জমির দলিল দেওয়া থেকে শুরু করে তাঁদের বাচ্চাদের মধ্যে যাতে স্কুলছুটের হার কমানো যায়, সেই বিষয়ে স্থায়ী সমাধান চায় রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পূর্ণ আর্থিক সহায়তার আশ্বাস মিলেছে। অসমের চা–শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে যেভাবে রাজ্য সরকার জমির দলিল দিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূর্ণ করেছে, সেই পথে হেঁটে দার্জিলিং–সহ উত্তরবঙ্গের চা–শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে জমির দলিল প্রদান করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে চায় বিজেপি সরকার। এছাড়া, অসমের মতো টি–গার্ডেন মডেল স্কুল তৈরির মাধ্যমে তাদের বাচ্চাদের স্কুলছুট কমানো, পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রদান করাও এই পরিকল্পনার অঙ্গ। এর পাশাপাশি চা–শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বাংলার নতুন সরকারের। অসমের মতো উত্তরবঙ্গেও চা–পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চায় রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘চা–বাগান হোক বা যে কোনও ক্ষেত্র— রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন একটি সরকারি প্রক্রিয়া এবং রাজ্য সরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আমরা দল হিসেবে চাই, যাঁরা চা–শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের পাশে সরকারের দাঁড়ানো উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চা–বাগানের শ্রমিক, কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় যে সমস্ত প্রকল্প, যেগুলি পূর্বতন রাজ্য সরকার কার্যকর করেনি, সেগুলি কার্যকর করবে রাজ্যের বর্তমান সরকার।’

মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে মোদি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২১ মে

পাঁচ দেশের সফর শেষ করে দিল্লিতে ফিরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্য। মূলত মন্ত্রকগুলির কাজ এবং সেগুলির মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রতিটি মন্ত্রকের সার্বিক কাজের খতিয়ান পর্যালোচনা করেন তিনি।

এর আগে শেষবার এই ধরনের বৈঠক হয়েছিল ২০২৫ সালের ৪ জুন। খুব শিগগিরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা গিয়েছে, প্রতিটি মন্ত্রকের তরফে এদিনের বৈঠকে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। মন্ত্রকের সচিবরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিগত কয়েক বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয় এবং তার মাধ্যমে মন্ত্রকগুলির কাজ ও পারফরমেন্স বিচার, পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটজনক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে এদিনের বৈঠকে। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ফলে ভারতে অর্থনৈতিক প্রভাব, করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি।

মাদ্রাসা নিয়োগ: রায়দান স্থগিত

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার রায় স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহ্‌র বেঞ্চ সব পক্ষকে এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিত বক্তব্য জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, সরকারের অনুমোদন ছাড়াই মাদ্রাসা পরিচালন কমিটিগুলি কয়েক হাজার শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগ করেছে। তাই তাঁদের বেতনও স্থগিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবি, সংবিধানের ৩০ ধারায় সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়োগের অধিকার তাঁদের রয়েছে।

২৬ মে কেরলে মৌসুমি বায়ু

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২১ মে

দহনজ্বালা জুড়াতে সময়ের আগেই দেশে ঢুকছে বর্ষা। আগামী সপ্তাহে কেরল উপকূলে ঢুকবে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। স্বস্তির বার্তা দিল আবহাওয়া দপ্তর। যদিও চলতি বছর বৃষ্টিপাত সাধারণের চেয়ে কিছু কম হবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে দেশ জুড়ে। উত্তরপ্রদেশের বান্দায় বুধবার ৪৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল। ২০ মে, দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ছিল সেখানে। খুব একটা পিছিয়ে নেই দিল্লি। তাপমাত্রা ৪৪–৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রাজধানীর একাধিক জায়গায় তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। গরমের হাত থেকে রেহাই দিতে দেশে বর্ষা কবে ঢুকছে? জানতে উন্মুখ গোটা দেশ। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, অন্যান্য বছর ১ জুন কেরলে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করে। বর্ষা শুরু হয়। দেশে ৭০ শতাংশ বৃষ্টিপাত ঘটায় মৌসুমি বায়ু। চলতি বছর মৌসুমি বায়ু ২৬ মে কেরল উপকূলে পৌঁছে যাবে। নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক সপ্তাহ আগে বর্ষার আগমন হবে। চলতি মাসের শেষে কেরল উপকূলে পৌঁছোলেও দেশের অন্যান্য প্রান্তে পৌঁছোবে কবে? জানা গেছে, ২–৫ জুনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে বর্ষা ঢুকবে। তবে বর্ষার জন্য দিল্লি এবং উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যকে আরও একটু অপেক্ষা করতে হতে পারে। মোটের ওপর ২৭ জুন নাগাদ রাজধানীতে ঢুকবে বর্ষা।

৬০ বছর পর কংগ্রেস তামিলনাড়ু মন্ত্রিসভায়

সংবাদ সংস্থা
চেন্নাই, ২১ মে

প্রায় ৬০ বছর পর খরা কাটল। কংগ্রেসের। বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ু মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হয়। ২৩ জন বিধায়ক মন্ত্রী পদে শপথ নেন। তাঁদের ভেতর ২ জন, এস রাজেশ কুমার এবং পি বিশ্বনাথন কংগ্রেসের বিধায়ক। রাজেশ কুমার নির্বাচিত হয়েছেন কিল্লিউর থেকে এবং বিশ্বনাথন মেলুরের বিধায়ক। নতুন মন্ত্রীদের ভেতর তিনজন মহিলা। মন্ত্রী হয়েছেন তুতিকোরিনের বিধায়ক শ্রীনাথ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিভিকে প্রধান সি জোসেফ বিজয়ের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়নি এইআইএডিএমকে দলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিধায়কদের। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় টিভিকে। কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সরকার গঠনে টিভিকের পাশে দাঁড়ায় কংগ্রেস।

টাকার দামে পতন ঠেকাতে বাড়তে পারে সুদের হার

আজকালের প্রতিবেদন

ডলারের নিরিখে টাকার দামে পতন ঠেকাতে তৎপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সে জন্য সুদের হার বাড়ানোর কথাও ভাবছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। তাছাড়া কারেন্সি সোয়াপ বা মুদ্রা বিনিময় চুক্তি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে থেকে বেশি ডলারের বিনিয়োগ আনার ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। চলতি সপ্তাহে এক ডলারের দাম পৌঁছেছে ৯৭ টাকায়। এই পতন ঠেকাতে আরবিআইয়ের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা–সহ ব্যাঙ্কের শীর্ষকর্তারা সম্ভাব্য পদক্ষেপ করতে একগুচ্ছ আলোচনা সেরে ফেলেছেন বলে জানিয়েছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র। যে সব পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে তার মধ্যে সুদের হার বাড়ানোর বিষয়টিও রয়েছে। মনিটরি পলিসি নিয়ে আরবিআইয়ের পরবর্তী বৈঠক হওয়ার কথা ৩ থেকে ৫ জুন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই সুদের হার বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, এর পাশাপাশি অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য ডিপোজিট স্কিম চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে সার্বভৌম ডলার বন্ড বিক্রির বিষয়টিও। যদিও শেষ পদক্ষেপ করার বিষয়টি নির্ভর করবে সরকারের ওপর। ২০১৩ সালে একই ধরনের সমস্যা সামাল দিতে এরকমই কয়েকটি পদক্ষেপ করা হয়েছিল। আরবিআইয়ের হিসেব, অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য জমা প্রকল্প চালু করা হলে তা থেকে ৫০০০ কোটি ডলার কোষাগারে আসতে পারে।

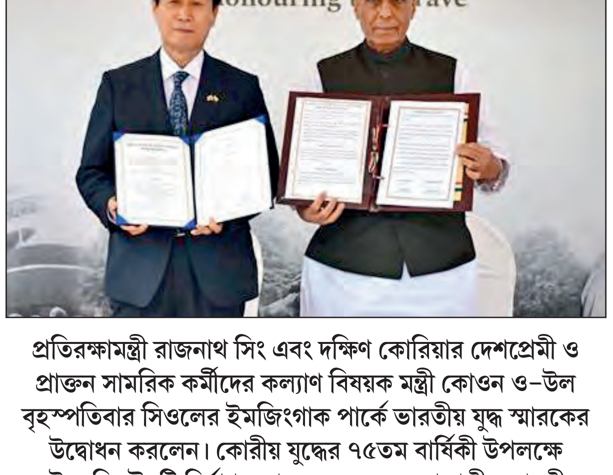

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার দেশপ্রেমী ও প্রাক্তন সামরিক কর্মীদের কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী কোওন ও–উল বৃহস্পতিবার সিওলের ইমজিংগাক পার্কে ভারতীয় যুদ্ধ স্মারকের উদ্বোধন করলেন। কোরীয় যুদ্ধের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬০ প্যারা ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্স এবং কাস্টোডিয়ান ফোর্স অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই)–এর সাহস, আত্মত্যাগের প্রতীক এই স্মারকটি। অনুষ্ঠানে দুই দেশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, সামরিক প্রতিনিধি, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সৈনিক, কূটনীতিক এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছবি: সংগৃহীত

ইন্‌স্টায় তোলপাড় ককরোচ জনতা পার্টির

বৃহস্পতিবার আটকে গেল সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলা ব্যঙ্গাত্মক ডিজিটাল সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’–র এক্স অ্যাকাউন্ট। তার পরেই সামনে এল আরও একটি অ্যাকাউন্ট— ‘ককরোচ ইজ ব্যাক।’ এই আরশোলা দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে বলেন, ‘এটা প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ আগের দিনই অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে যে–ই করুক, সেটা সেমসাইড গোল।’ সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় ঝড় তুলেছিল ব্যঙ্গাত্মক অনলাইন আন্দোলন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি) বা আরশোলা জনতা দল। মাত্র ৫ দিনে ইনস্টাগ্রামে ১ কোটির গণ্ডি পার করে বর্তমানে তাদের ফলোয়ার সংখ্যা ১.৬৮ কোটিতে পৌঁছোয়। নিজেদের ‘অলস ও বেকারদের কণ্ঠস্বর’ বলে যুবকদের সমস্যা ও রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক ইস্তাহারও প্রকাশ করেছে। ডিজিটাল দুনিয়ায় বিষয়টি বিশাল প্রভাব ফেলেছে।

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

ডিজিড্রাইভ ডিস্ট্রিবিউটরস লিমিটেড

DIGIdrive

রেজি অফিস : ৩৩, যশোর রোড, দমদম, কলকাতা – ৭০০ ০২৮
ওয়েব : www.digidrivelimited.com, E-mail id : digidrive.sec@rpsg.in, CIN : L51909WB2022PLC252287

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকায়, অন্যথায় বিবৃত ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	একত্রিত: ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (নিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় (অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে)	১,০৩০	২,১১৬	১,৭৮৬	৫,৬৭৮	৫,৮০৬
২.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাগুলি বিবেচনার আগে]	(১৪১)	৮৫২	৬৫৫	৮২৮	৯৭৪
৩.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাগুলি বিবেচনার পরে]	(২০৭)	৮৪৮	৬৫৫	৭৫৮	৯৭৪
৪.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাগুলি বিবেচনার পরে]	(১৯৯)	৫৭২	৫০৮	৫৩৮	৭৯১
৫.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয়	(২,৬৩৪)	১,১৯৮	(৪,৪০৭)	(২৮১)	৪,৮৮৬
৬.	আদায়ীকৃত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ₹১০/–)	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬
৭.	অন্যান্য ইকুইটি				২৩,৩৩১	২৩,৬১৩
৮.	শেয়ার-পিছু আয় (প্রতিটি ₹১০/–) (বার্ষিকীকৃত নয়) বুনিয়াদি ও মিশ্রিত (₹)	(০.৫১)	১.৪৮	১.৩২	১.৪০	২.০৫

দ্রষ্টব্য:
১. স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য:

(লক্ষ টাকায়, অন্যথায় বিবৃত ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (নিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় (অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে)	৬৯৯	১,৬৯৩	১,১৭৯	৩,৭৬২	৩,৫৮০
২.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাগুলি বিবেচনার আগে]	(১০)	৮৯৯	৫৯৬	৮৯১	৭০৩
৩.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাগুলি বিবেচনার পরে]	(১০)	৮৯৫	৫৯৬	৮৮৭	৭০৩
৪.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাগুলি বিবেচনার পরে]	(৫)	৬১৯	৪৫৪	৬৬৪	৫২৪
৫.	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয়	(২,৪৪৮)	১,২৪৪	(৪,৪৪৯)	(১৬৪)	৪,৬৩২
৬.	আদায়ীকৃত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ₹১০/–)	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬	৩,৮৫৬
৭.	অন্যান্য ইকুইটি				২৩,০৮৭	২৩,২৫২
৮.	শেয়ার-পিছু আয় (প্রতিটি ₹১০/–) (বার্ষিকীকৃত নয়) বুনিয়াদি ও মিশ্রিত (₹)	(০.০১)	১.৬১	১.১৮	১.৭২	১.৩৬

২. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.digidrivelimited.com)–সহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটেও অর্থাৎ, (www.nseindia.com ও www.bseindia.com)উপলব্ধ রয়েছে।
৩. ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের উপরোক্ত নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলগুলি ২১ মে, ২০২৬ তারিখে আয়োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত ও সুপারিশকৃত এবং কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এই ফলাফলগুলি কোম্পানির বিধিবদ্ধ অডিটরগণের 'সীমিত পর্যালোচনা' সাপেক্ষ হয়েছে যাঁরা ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের উপরিলিখিত নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের ওপর অসংশোধিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন পেশ করেছেন।এগুলি নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও দেখা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ মে, ২০২৬

পরিচালকমণ্ডলীর তরফে
কিরণ বান্দ্রেকর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন ১০২৪৫১৩৩

www.strategyadvertising.co.in

Veedol

ভিডল কর্পোরেশন লিমিটেড
[পূর্বে টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড]

''ইউল হাউস'' | ৮, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি | কলকাতা ৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-৭১২৫ ৭৭০০ | ই-মেল: corporate@veedol.com
www.veedolindia.com | www.veedol.com
সিআইএন: এল২৩২০৯ডব্লিউবি১৯২১পিএলসি০০৪৩৫৭

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল-এর নিষ্কর্ষ

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং.	বিবরণ	বলবৎকৃত: ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া তিন মাস (অনিরীক্ষিত)	বলবৎকৃত: ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া বছর (নিরীক্ষিত)	বলবৎকৃত: ৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তিন মাস (অনিরীক্ষিত)	প্রকীকৃত: ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া তিন মাস (অনিরীক্ষিত)	প্রকীকৃত: ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া বছর (নিরীক্ষিত)	প্রকীকৃত: ৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তিন মাস (অনিরীক্ষিত)
১	নির্বাহ হইতে মোট আয়	৪৬৫.৪৪	১৬৬২.৪৫	৪১৭.৬৬	৬১০.৯৮	২১৮৬.২৩	৫৩৫.৪৬
২	কর প্রদানের এবং ব্যাতিক্রমী বিষয় সমূহের পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ	৪৪.০৯	১৪২.৪৯	৪৭.৪০	৬৩.৯০	২৩৮.৪৩	৬৮.৬৯
৩	কর প্রদানের পূর্ববর্তী এবং ব্যাতিক্রমী বিষয় সমূহের পরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ	৪৪.০৯	১৪২.৪৯	৪৭.৪০	৬৩.৯০	২৩৮.৪৩	৬৮.৬৯
৪	কর প্রদানের এবং ব্যাতিক্রমী বিষয় সমূহের পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ	৪৮.৮৪	১৩৫.১৬	৪৪.৯৮	৫৭.৪৬	১৯১.৬২	৫৯.৭০
৫	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট সর্বাঙ্গীন আয়	৫৭.৫৮	১৪৩.১৫	৪৭.২৬	৭৩.২৬	২২০.১২	৬৫.৩৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩.৪০	৩.৪০	৩.৪০	৩.৪০	৩.৪০	৩.৪০
৭	রিজার্ভ(পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে, যা পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে উপস্থাপন করা হয়েছে)	প্রযোজ্য নয়	৭৯০.৬৩	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১০৩২.২১	প্রযোজ্য নয়
৮	শেয়ারবাবদ আয় (প্রতিটি ২/- টাকার) (ক) মূল (₹)	২৮.৭৪	৭৯.৫৩	২৬.৪৭	৩৩.৮১	১১২.৭৫	৩৫.১২
	(খ) তরলীকৃত (₹)	২৮.৭৪	৭৯.৫৩	২৬.৪৭	৩৩.৮১	১১২.৭৫	৩৫.১২

দ্রষ্টব্য
উপরোক্তটি হল সার্কুলার নং: সিআইআর/সিএফডি/এফএসি/৬২/২০১৬ তারিখ ৫ই জুলাই, ২০১৬ দ্বারা সংশোধিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলির নিকট নথিবদ্ধ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাস-এর নিষ্কর্ষ। ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং এক বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.veedolindia.com-এ পাওয়া যাবে।

SCAN TO KNOW MORE
স্থান: মুম্বাই
তারিখ: ২০শে মে, ২০২৬

ভিডল কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
[পূর্বে টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড]
স্বাঃ
(অরিজিৎ বাসু)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ডি আই এন: ০৭২১৫৮৯৪

জেলা

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক | pnb punjab national bank

এআরএমবি: পূর্ব মেদিনীপুর
পদুমবাসান, পোঃ–তমলুক
জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৩৬

সংশোধনী

মেসার্স সিদ্ধেশ্বরী থ্রেড (ক্রম নং ৫) এর সম্পত্তির ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে, যা এই সংবাদপত্রে ০৮.০৫.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যেটি ২৬.০৫.২০২৬ তারিখে সংগঠিত হবে, **সম্পত্তির বিশদ নিম্নলিখিতভাবে পড়তে হবে:**
গ্রাম + পোঃ+মৌজা–সিদ্ধা, থানা–পাঁশকুড়া, সিদ্ধা–১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জে এল নং ২২৭, প্লট নং ১৬০২, এল আর খতিয়ান নং ২৭৪৫, এডিএসআর–পাঁশকুড়া, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।
অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ২২.০৫.২০২৬ **স্বা/– অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

ফর্ম নং সিএএ ২
[কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ২৩০(৩) ধারা এবং কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইজ, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস ২০১৬-এর রুল ৬ ও ৭ অনুসারে]
মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সিএএ) নং ২২/কেবি/২০২৬
সম্পর্কিত বিষয়:
কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা;
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইজ, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস ২০১৬
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
১. হুগলি মিলস প্রোজেক্টস লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১০৫৬–এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিস ৭৬, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা–৭০০০৪৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপরোক্ত অধিক্ষেত্রাধীন;
২. নিয়ন সিনটেক্স অ্যান্ড ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১০৫৬–এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিস ৯, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা–৭০০০৪৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপরোক্ত অধিক্ষেত্রাধীন;
.....আবেদনকারীগণ
হুগলি মিলস প্রোজেক্টস লিমিটেড (ডিমার্জড কোম্পানি)-এর সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং অসুরক্ষিত ঋণদাতাগণের সভার নোটিশের বিজ্ঞাপন এবং নোটিশ
এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, সিএ নং ২২/কেবি/২০২৬-এ ৭ মে, ২০২৬ তারিখের সংশোধিত আদেশ সহ পঠনীয় ২১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের আদেশ অনুসারে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল ("এনসিএলটি"), কলকাতা বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, নির্দেশ দিয়েছেন যে হুগলি মিলস প্রোজেক্টস লিমিটেড (ডিমার্জড কোম্পানি) এবং নিয়ন সিনটেক্স অ্যান্ড ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড (রেজাল্টিং কোম্পানি) (এরপর থেকে সম্মিলিতভাবে **আবেদনকারী কোম্পানিগুলি** হিসাবে উল্লেখিত) এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারধারকগণ ও ঋণদাতাগণের মধ্যে প্রস্তাবিত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, এবং উপযুক্ত মনে হলে, পরিবর্তন সহ বা পরিবর্তন ছাড়া অনুমোদন করার জন্য হুগলি মিলস প্রোজেক্টস লিমিটেড (ডিমার্জড কোম্পানি)-এর সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং অসুরক্ষিত ঋণদাতাগণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত আদেশের অনুসারে এবং তাতে নির্দেশিত অনুযায়ী, এতদ্বারা আরও নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে ডিমার্জড কোম্পানির সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং অসুরক্ষিত ঋণদাতাগণের সভা শনিবার, ২৭ জুন, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) সশরীরে ২৪/১/১, আলিপুর রোড, থার্ড ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০২৭ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ডিমার্জড কোম্পানির সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং অসুরক্ষিত ঋণদাতাগণকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
উক্ত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নিয়মগুলির সাথে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ২৩০ ধারার অধীনে বিবৃতির প্রতিলিপিগুলি সভার তারিখের আগে যেকোনও দিন (শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলি ব্যতীত) সকাল ১০টা ০০ মিনিট (আইএসটি) থেকে বিকাল ০৫টা ০০ মিনিট (ভারতীয় সময়) পর্যন্ত ডিমার্জড কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় ৭৬, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা–৭০০০৪৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে।
ডিমার্জড কোম্পানির সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং অসুরক্ষিত ঋণদাতাগণ সভায় সশরীরে পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকারী, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে বা কোম্পানির দেওয়া প্রক্সি সুবিধার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। হুগলি মিলস প্রোজেক্টস লিমিটেডের সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং অসুরক্ষিত ঋণদাতাগণ উপরোক্ত সভার জন্য ভোট দেওয়ার যোগ্যতা এবং ভোটের মূল্য নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হবে ৩১ আগস্ট, ২০২৫।
প্রক্সি ফর্ম এবং বোর্ডের সার্টিফায়েড টু কপি উক্ত অ্যাক্টের ১১৩ নং ধারাধীনে বডি কর্পোরেটের অথরাইজিং প্রতিনিধির জন্য ডিমার্জড কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সভার শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে জমা দিতে হবে।
মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ উক্ত সভার, যার মধ্যে এর কোনও মুলতবি বা মুলতবিগুলিও অন্তর্ভুক্ত, চেয়ারপার্সন হিসেবে মিঃ বিষ্ণু কে তুলসিয়ান, সি এ (ই: tulsyanvk@gmail.com) এবং স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে মিস তানিয়া ভারানওয়াল (ই: tannya.baranwal@indialaw.in) নিযুক্ত করেছেন। উপর্যুক্ত ব্যবস্থা, যদি সভায় অনুমোদিত হয়, তা মাননীয় এন সি এল টি, কলকাতা বেঞ্চের পরবর্তী অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে।

স্বাঃ/-
বিষ্ণু কে তুলসিয়ান
(সভায় নিযুক্ত চেয়ারপার্সন)
তারিখ: ২০ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

বালুরঘাট-হিলি নতুন লাইন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

শ্রী আশিস বনসাল, জেনারেল ম্যানেজার/নির্মাণ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০ মে, ২০২৬ তারিখে পরিদর্শনের সময় একলাখি-বালুরঘাট এবং বালুরঘাট-হিলি সেকশনে রেল বিভাগের চলমান বিকাশমূলক কাজগুলির একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে বালুরঘাট-হিলি নতুন ব্রডগেজ লাইন প্রকল্পের অধীনে রেল পরিকাঠামো, রেললাইনের অবস্থা, স্টেশন উন্নয়নের কাজ, ব্রিজসমূহ, যাত্রী সুবিধা, পরিচালনগত প্রস্তুতি এবং নির্মাণ কাজের সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ২১ মে, বৃহস্পতিবার, এনআইটি দুর্গাপুরের হাতে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা খরচে তৈরি একটি ১.১ মেগাওয়াট অন–গ্রিড রুফটপ সোলার প্ল্যান্ট তুলে দেওয়া হল পাওয়ারগ্রিডের তরফে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাওয়ারগ্রিডের ডিরেক্টর (অপারেশনস) নবীন শ্রীবাস্তব, এনআইটি দুর্গাপুরের ডিরেক্টর প্রফেসর অরবিন্দ চৌবে–সহ উভয় সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

নিউ মার্কেটে খুন, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিউ মার্কেটে প্রেমঘটিত বিবাদের জেরে এক কিশোরকে খুনের অভিযোগে শশী তেবর নামে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার অমিয় হাজরা লেনে এই খুনের ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম দীপক গুপ্ত। বৃহস্পতিবার ধৃত শশী কুমারকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করে পুলিশ। ধৃতকে ৩ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পড়ে গিয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

ছ'তলায় ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাগান থানা এলাকায়। মৃতের নাম বজরংলাল গুপ্তা (৭২)। তিনি মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ সরণির একটি আবাসনের ছ'তলায় থাকতেন। আবাসনের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এলআইসির মুনাফা বাড়ল

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরে গত অর্থবর্ষের একই মেয়াদের তুলনায় ১৯.২৫% বেশি মুনাফা করল ভারতীয় জীবনবিমা নিগম (এলআইসি)। পরিচালন পর্ষদের তরফে প্রতিটি ইকুইটি শেয়ার–পিছু ১০ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সংস্থার তরফে দেওয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এবছর কর–পরবর্তী মুনাফা হয়েছে ৫৭,৪১৯ কোটি টাকা। নতুন ব্যবসা ৪১.৬৩% বেড়ে ১৪,১৭৯ কোটি টাকা হয়েছে।

ভোটে বিজেপি কর্মীদের উল্লাস।
ফলতায়, বৃহস্পতিবার। ছবি: প্রতিবেদক

৫টা পর্যন্ত ভোট ৮৬.১১ শতাংশ

ফলতায় মহোৎসবের মতো ভোট: মুখ্যমন্ত্রী

গৌতম মণ্ডল
ফলতা, ২১ মে

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮৬.১১ শতাংশ। এই হার আরও কিছুটা বাড়তে পারে। ২৯ এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণের সময় এই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছিল ৯১.৮১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ফলতার ভোট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'এবার ফলতায় মহোৎসবের মতো ভোট হয়েছে।' এদিন সিইও দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস এবং অরিন্দম নিয়োগী। ছিলেন যুগ্ম নির্বাচনী আধিকারিক ড. সুমন্ত রায়। তাঁরাও বলেছেন, 'উৎসবের মেজাতে ভোট হয়েছে। ২৪ মে এই কেন্দ্রের ভোটগণনা।'

এদিন সকাল গড়াতেই এক অন্য ছবি ধরা পড়ল ফলতার বিভিন্ন বুথে। ভোট শুরুর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই দেবীপুর পঞ্চায়েতের ৭৯ ও ৮০ নম্বর বুথ চত্বরে পুরুষ–মহিলাদের একাংশকে গেরুয়া আবির মেখে নাচতে দেখা যায়। ভোটের দিনে কেন এমন উৎসব, সেই প্রশ্নে স্থানীয় ভোটারদের বক্তব্য, বহু বছর পর তাঁরা 'ভয়মুক্ত পরিবেশে' নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা রেখা মণ্ডল, গৌরাঙ্গ মণ্ডলদের অভিযোগ, ২৯ এপ্রিলের ভোটে এই দুটি বুথে ইভিএমে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডার নাম ও পদ্মফুল প্রতীকের ওপর সেলোটেপ মারা ছিল। ফলে বহু ভোটার ভোট দিতে পারেননি। তাঁদের দাবি, 'আমরাও ভোট দিতে পারিনি। আজ ভোট দিতে পেরেছি। মনের মতো প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি। গত ১৫ বছর ফলতায় ঠিকমতো ভোট দিতে পারিনি। আজ স্বাধীনতা পেয়েছি, তাই আনন্দ করছি।' সকাল থেকে ফলতার বিভিন্ন এলাকা ফতেপুর, মল্লিকপুর, কেল্লা, কলাতলাহাট থেকে সহরারহাট সর্বত্রই গেরুয়া পতাকার উপস্থিতি চোখে পড়ে। অন্য দিকে, ২৮৫টি বুথের কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট বা বুথ ক্যাম্প দেখা যায়নি। এমনকী তৃণমূলের দলীয় পতাকাও ছিল না।

রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের অনুপস্থিতি। ইতিমধ্যেই তিনি নিজেকে ভোটের লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। বেলা দু'টো নাগাদ জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী রেজিনা বিবি শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯০ নম্বর বুথে ভোট দেন। এই বুথেরই ভোটার জাহাঙ্গির খান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ভোট দেননি।

ভোটের শেষে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা দাবি করেন, 'এদিন ফলতায় কোথাও বুথ জ্যাম হয়নি। ইভিএমে টেপ বা আতর দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। বুথে তৃণমূলের কোনও এজেন্ট ছিল না। ফলতার মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওরা পাঁচ হাজার ভোটও পাবে না।' অন্য দিকে, সিপিএম প্রার্থী শম্ভু কুর্মি ও কংগ্রেস প্রার্থী আবদুর রোজ্জাক মোল্লা সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, 'মানুষ ভোট দিয়েছেন। জনগণ যে রায় দেবে, তা মাথা পেতে নেব।' এখন নজর আগামী ২৪ মে ভোটগণনার দিকে।

উত্তরে ভারী বৃষ্টি, দক্ষিণে গরম চলবে

নিম্নচাপ, অক্ষরেখা আর ঢুকে পড়া জলীয় বাষ্পের প্রভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে গরম কমার লক্ষণ নেই। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত এই পরিস্থিতি বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২–৪ ডিগ্রি বেশি থাকবে। হাওয়ায় আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে অস্বস্তি হবে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ শুক্রবারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতিভারী, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনি, রবিবারেও একই পরিস্থিতি চলতে পারে।

ডাঃ সন্দীপের বাড়ি ভাঙার নির্দেশ

আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং তাঁর স্ত্রী ডাঃ সঙ্গীতা ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ির অবৈধ অংশ ভাঙার নির্দেশ দিল কলকাতা পুরসভা। পুর নির্দেশিকা অনুযায়ী ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৮৩ বদন রায় লেনের বাড়ি অবৈধ। পুর আইন ১৯৮০ এ ৪০০ (১) ধারায় ডাঃ সন্দীপ ঘোষের বাড়ির অবৈধ অংশ অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, তাঁর বাড়ির ছাদে তৈরি পারগোলা বেআইনি। যেটি আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে পুরসভার বিল্ডিং দপ্তর।

টালা পার্ক দখলমুক্ত করার দাবি রীতেশের

টালা পার্ক দখলমুক্ত করার দাবি জানালেন বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরভবনে গিয়ে পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডের সঙ্গে দেখা করেন। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক জানান, টালা পার্কের এক তৃতীয়াংশ একটা প্রাইভেট কোম্পানি দখল করে রেখেছে। আগে ওই মাঠে অনেক বড় বড় খেলোয়াড়রা খেলাধুলো করেছেন। ওই মাঠ দখলমুক্ত করে আবার ওখানে মর্নিং ওয়াক থেকে শুরু করে খেলাধুলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হোক। রাস্তা দখলমুক্ত হয়ে গেছে। এবার টালা পার্ক মাঠ দখলমুক্ত করা হোক।

পঞ্চায়েতের সদস্যপদে সস্ত্রীক ইস্তফা পবিত্রর

যজ্ঞেশ্বর জানা
নন্দীগ্রাম, ২১ মে

বিজেপির পদে বহাল থেকেও তৃণমূলের টিকিটে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে বিধানসভার প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর, এবার সস্ত্রীক পঞ্চায়েতের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন পবিত্র কর। নন্দীগ্রাম–২ ব্লকের বয়াল–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন পবিত্রর স্ত্রী শিউলি কর। আর পবিত্র কর নিজে ছিলেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর বুথের সদস্য। এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে তাঁরা দলবদল করলেও, পঞ্চায়েতের সদস্যপদ ছাড়েননি। তবে নির্বাচনে পরাজয়ের পর, সম্প্রতি বিডিওর কাছে তাঁরা নিজেদের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। দু'জনেই তাঁদের আবেদনে শারীরিক অসুস্থতার কারণ উল্লেখ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের আবেদন গৃহীত হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট আইন মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এ প্রসঙ্গে তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মেঘনাদ পাল কটাক্ষ করে বলেন, 'চাপে পড়েই এখন তাঁরা পদ ছাড়ছেন। দল ছাড়ার আগেই এটা করা উচিত ছিল।'

পুরসভায় ২৯ কাউন্সিলরের পদত্যাগ

সোহম সেনগুপ্ত

কাঁচরাপাড়া, হালিশহরের পর এবার ভাটপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান–সহ ২৯ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেন বৃহস্পতিবার। জানা গেছে, এই পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৫। তার মধ্যে দু'জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৩৩ জনের মধ্যে ২৯ কাউন্সিলর এদিন ইস্তফা দেওয়ায় এই পুরসভার পুর–পরিষেবা কীভাবে পাওয়া যাবে তা নিয়েই এখন প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভাটপাড়া

ভাটপাড়া পুরসভার উপপুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, ভাটপাড়া ও জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র পড়ছে ভাটপাড়া পুরসভার মধ্যেই। নাগরিক পরিষেবার ব্যর্থতার জন্যই তৃণমূলের পরাজয় হয়েছে এখানে। তার সঙ্গে রয়েছে পুকুর ভরাটের মতো গুরুতর অভিযোগ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য ঘোষণাপত্র

সিআরপিসি ধারা ৮২ দ্রষ্টব্য

যেহেতু আমার কাছে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি **রাকেশ রায়**, মেসার্স ফাতিমা বুকস সাপ্লায়ার্সের প্রোপ্রাইটর, নিবাস: ৩/৩ই, কামারডাঙ্গা রোড, **কলকাতা, সিসি নং ২/১৯ ও ৩৫৯১/১৯ ও ৩৫৮৮/১৯ ও ৩৫৮৭/১৯, ধারা নং ১৩৮ এনআই অ্যাক্ট, থানা: মুখার্জি নগর, দিল্লি**–এর অধীনে অপরাধ করেছেন (বা অপরাধ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে) এবং এর ভিত্তিতে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ফেরত এসেছে যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি **রাকেশ রায়কে** খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং যেহেতু আমার সন্তুষ্টির জন্য এমনটাই দেখানো হয়েছে যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি **রাকেশ রায়** পলাতক (বা উক্ত পরোয়ানা এড়াতে আত্মগোপন করে রয়েছেন)।
এতদ্দ্বারা এই মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি **রাকেশ রায়, সিসি নম্বর ২/১৯ ও ৩৫৯১/১৯ ও ৩৫৮৮/১৯ ও ৩৫৮৭/১৯, ধারা: ১৩৮ এনআই অ্যাক্ট, থানা: মুখার্জি নগর, দিল্লি** সমীপে দায়ের হওয়া উক্ত অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য আগামী ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ বা তার আগে এই আদালত সমীপে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

আদেশানুসারে
অমরদীপ কৌর
DP/6136/NW/2026 **মহামান্য অ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট**
(আদালতের বিষয়) **নর্থ রুম নং ১১৭, রোহিণী কোর্ট, দিল্লি**

West Bengal University of Animal and Fishery Sciences
68, Kshudiram Bose Sarani
Kolkata-700037
NOTIFICATION
e-Tenders are invited for hiring of vehicles and AMC of RO under WBUAFS for details visit **www.wbuafscl.ac.in & www.wbtenders.gov.in**
Registrar

নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন
ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-০৯-এলএমজি-২০২৬-২৭, তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** এসএসই/সিগ/ডিমাপুর/আইসি অধিক্ষেত্রের অধীনে সিগন্যালিং সম্পদসমূহের মেরামত, পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৮২,১০,০৬৩.৯৪ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৩,৬৪,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১১-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ১১-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।
সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE FOR INVITING E-TENDER
E-tenders are invited from Interested Bonafide bidders / Govt. contractors for the work :
1. "Implementation of augmentation and strengthening of water supply scheme within Kandi Municipality under AMRUT 2.0 which includes Construction of one no. 450 cum OHR with Geotechnical investigation & Design of sub-structure, Land Development, Construction of Drain and Approach road, Testing of Soil, Construction of 450 cum CWR with Geotechnical investigation & Design & Electro-Mechanical works, Pump House, and all other allied works complete in all respect, commissioning, trial run and O&M for 5 Years" belonging
NIeT No. : **WBMAD/eNIT-01 of SE(E)/2026-27, Date : 21.05.2026**
Tender IDs : **2026_MAD_5014282_1**
2. "Construction of OHRs with Geotechnical investigation & Design of sub-structure, Boundary wall, Guard Room, Land Development, Approach Road, Masonary Drain, Supplying & laying of Distribution pipe lines (DI-K7 and HDPE) with temporary road restoration… and all other allied works within different zones at Dhuliyan Municipality under AMRUT 2.0." belonging
NIeT No. : **WBMAD/eNIT-02 of SE(E)/2026-27, Date : 21.05.2026**
Tender IDs : **2026_MAD_5014311_1**
Last date of submission : **15.06.2026.** Interested Bonafide bidders are requested to visit : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Superintending Engineer, East Circle, M.E. Dte.

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
Harinavi, 24 Parganas(S)
SHORT TENDER NOTICE
NIT No.: WBMAD/ULB/RSM/ 16 /E-GOV/ SI/2026-27, dated 18.05.26 For details visit: http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

1st Date Corrigendum
NIT No. WBIW/EE/APD/NIT-02(e)/2026-27 Sl. 01
No bids received in the above mentioned Sl of e-NIT No: WBIW/EE/APD/NIT-02(e)/2026-27. Hence bid submission end date and technical bid opening date is changed to 28-05-2026 upto 14:00 hrs. and 29-05-2026 at 14:30 hrs. respectively. All other terms and conditions will remain unchanged. Details of NIT & Tender documents will be available from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Engineer
Alipurduar Irrigation Division
Irrigation and Waterways Directorate

Suraksha
Clinic & Diagnostics

সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক লিমিটেড
CIN: L85110WB2005PLC102265
রেজিস্টার্ড অফিস: ১২/১, প্রেমিসেস নং ০২-০৩২৭, ডিজি ব্লক, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউটাউন, কলকাতা– ৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই-মেল: investors@surakshanet.com | ওয়েবসাইট: www.surakshanet.com | ফোন: (০৩৩) ৬৬০৫ ৯৭৫০

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি
[সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ৪৭(১)(খ) অনুসারে]

বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) আর্থিক ফলাফলগুলি অনুমোদিত হয়েছে।
কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা ইস্যু করা অডিট রিপোর্ট সমেত উপর্যুক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.surakshanet.com**-এ উপলব্ধ এবং নীচের কিউ আর কোড স্ক্যান করেও দেখা যেতে পারে:

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/
ডাঃ সোমনাথ চ্যাটার্জি
চেয়ারম্যান এবং জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00137075
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ মে ২০২৬

যূকো বৈংক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
হুগলি জোনাল অফিস
২১, নিউ জি টি রোড (২ নং ফ্লোর), পোঃঅঃ– উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২২৫৮। ফোন: ০৩৩–২৬৬৪০১৮৬/ ০১৮৯
ই-মেল: zo.hooghly.rec@ucobank.in
পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য সিকিউরিটাইজেশন, রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারার অধীনে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল-৮ এর সহ পঠনীয়)
যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর–সহ পঠনীয় রুল ৮–এর ১৩(১২) ধারায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক, তৎসহ চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচাপাতি, মাশুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত ইউকো ব্যাঙ্ক–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার ৮ নং সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম এবং ঋণ মঞ্জুরকারী শাখার নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী সজ্জিত বাগ,** পিতা– বেচুরাম বাগ, **সহ–ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী পাপিয়া বাগ,** স্বামী: সজ্জিত বাগ, **উভয়ের নিবাস:** গ্রাম– অরবিন্দপুর, পোঃ– আঁটপুর, হুগলি–৭১২৪০৪ **শাখা: জাঙ্গিপাড়া শাখা,** গ্রাম+ পোঃ+ থানা– জাঙ্গিপাড়া, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৪০৪	**নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ স্বত্ব দলিল নং I-৫৩৮/২০০৮, তারিখ ২৪.০৩.২০০৮ সম্বলিত দোতলা আবাসিক ভবন সঙ্গে বাস্তু জমি যার পরিমাণ ০৩ কাঠা ১০ ছটাক ৩.৬ বর্গফুট অথবা ৬ ডেসিমেল অথবা ৬ শতক অথবা ২৬১৩.৬০ বর্গফুট, যা অবস্থিত মৌজা– অরবিন্দপুর, জে এল নং ১৫, তৌজি নং ১৬, আর এস দাগ নং ২০০, সমতুল্য এল আর দাগ নং ২০০, এল আর খতিয়ান নং ২৮১–এর অধীনে, আঁটপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস জাঙ্গিপাড়ার অন্তর্গত, গ্রাম– অরবিন্দপুর, পোঃঅঃ– আঁটপুর, থানা– জাঙ্গিপাড়া, হুগলী– ৭১২৪০৪।** সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– যুধিষ্ঠির মাঝির সম্পত্তি, দক্ষিণ– হারাধন বাগের সম্পত্তি, পূর্ব– যুধিষ্ঠির মাঝির সম্পত্তি, পশ্চিম– রণজিৎ বাগের সম্পত্তি।	ক) ১৭.১২.২০২৫ খ) ১৬.০৫.২০২৬ গ) ২৯.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ₹২৭,৭৭,৪২৯.০০, তার সঙ্গে অ-প্রয়োগকৃত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত ঋণ সুবিধাগুলি হল হোম ইন্টারেস্ট এবং তার উপর চার্জ। ঋণের প্রকৃতি।

স্থান: জাঙ্গিপাড়া **চিফ ম্যানেজার**
তারিখ: ১৬.০৫.২০২৬ **অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক**

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিওন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড
ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান– ৭১৩১০১
ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) –এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**১. (ঋণগ্রহীতা) শ্রী বুধরাম আগরওয়াল,** পিতা– যুগল কিশোর আগরওয়াল; ঠিকানা– পুষ্পাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বিল্ডিং, মালঞ্চ রোড, জুডিও শোরুমের কাছে, খড়্গপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৩০৪ **২. (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতী অঞ্জু দেবী আগরওয়াল,** স্বামী– বুধরাম আগরওয়াল; ঠিকানা– পুষ্পাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বিল্ডিং, মালঞ্চ রোড, জুডিও শোরুমের কাছে, খড়্গপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৩০৪ **৩. (জামিনদার) শ্রী বিকাশ কুমার আগরওয়াল,** পিতা– বুধরাম আগরওয়াল, ঠিকানা– সি১৩১ ১৪৯ পুলিন অ্যাভিনিউ, এয়ারপোর্ট গেট, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০৮১ **শাখা: খড়্গপুর** **শাখার অনুমোদিত আধিকারিক এবং যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** মিঃ দেবকান্ত গুপ্ত, মোবাইল: ৯০৪৬২৫৮১৬৭	'কসমো সিটি' নামক (জি+৮) তলা বিল্ডিংয়ের ৪ তলায় ২ বিএইচকে ৬৬০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং; ৯৫৯.৮১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ই(২২৪৫)–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: সাহা চক, মৌজা– মালঞ্চ, জে এল নং ১৩১, আর এস খতিয়ান নং ১২৪, ১০০, ১৯২ এবং; ১৭০, আর এস প্লট নং ২৮৭, ২৮৮, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬ এবং; ৩৯৫/৬৬২, থানা– খড়্গপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৩০১। সম্পত্তির মালিকানা মিঃ বুধরাম আগরওয়াল–এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– খোলা আকাশ; **দক্ষিণ**– খোলা আকাশ; **পূর্ব**– ফ্ল্যাট–২২৪৪; **পশ্চিম**– খোলা আকাশ।	₹২২,১৬,৭৪০.৭৯ ০৮.০১.২০২৬ অনুযায়ী + ০৮.০১.২০২৬ তারিখ থেকে অপ্রযুক্ত/ অপরিবেবিত সুদ ও অন্যান্য মাশুল	২৫.০৬.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৩৩,৩৮,০০০.০০ / ₹৩,৩৩,৮০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	প্রতীকী	যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৯০৪৬২৫৮১৬৭।
১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই-নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য SCAN HERE
তারিখ: ২২.০৫.২০২৬ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: বর্ধমান **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

এভারেস্টে পর পর দু’বার রাজ্য পুলিশের লক্ষ্মীকান্ত

মলয় সিন্‌হা

আবার এভারেস্টের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সশস্ত্র পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। তিনি প্রথম বাঙালি অসামরিক পর্বতারোহী হিসেবে পর পর দু’বছর সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের রেকর্ড গড়লেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা বেজে ৪০ মিনিটে শিখর স্পর্শ করেন লক্ষ্মীকান্ত। তাঁর জয়ের খবর জানিয়েছে লক্ষ্মীকান্তের পর্বত অভিযানের আয়োজক সংস্থা পাইওনিয়ার অ্যাডভেঞ্চার। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তিনি।

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানার অন্তর্গত মধুরি গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত। চলতি পর্বতারোহণের বসন্ত মরশুমে লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল নেপাল রওনা দিয়েছেন এভারেস্ট–লোৎসে অভিযানে। কিন্তু এভারেস্টে অভিযানের পথ তৈরির কাজ দেরি হওয়াতে লোৎসে অভিযান স্থগিত করে দেন বলে জানা যায়।

অভিযানে যাওয়ার আগে লক্ষ্মী বলেছিলেন, ‘গত বারের অভিজ্ঞতা এবারের অভিযানে আমাকে অনেক সাহায্য করবে।’ পাইওনিয়ার অ্যাডভেঞ্চারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার এই সামিট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পর্বতারোহীদের ভিড় ও আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে বুধবার গভীর রাতে সামিট ক্যাম্প থেকে তাঁরা শিখর আরোহণের উদ্দেশে রওনা হন। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে লক্ষ্মী–সহ আরও ছ’জন বিদেশি আরোহী সাফল্যের মুখ দেখলেন।

লক্ষ্মীকান্তর পরিবার জানান, লক্ষ্মীকান্ত তাড়াতাড়ি সুস্থ ভাবেই ঘরে ফিরুন। এটাই তাঁদের প্রার্থনা। পাহাড় ভ্রমণের নেশা থেকেই পর্বতারোহণের অ্যাডভেঞ্চার শুরু লক্ষ্মীর। পুলিশে যোগদানের পর সার্ভিসের পাশাপাশি বিভিন্ন অভিযানেও অংশ গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সশস্ত্র পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল এভারেস্ট অভিযানে রওনা দিয়েছিলেন চলতি বছরের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল

আজ থেকে ৬০ ঘণ্টা চিংড়িঘাটায় যান নিয়ন্ত্রণ

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, শুক্রবার থেকে ফের শুরু হবে কমলা লাইনের মেট্রো প্রকল্পের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ। তাই চিংড়িঘাটা মোড়ে ৬০ ঘণ্টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ। আজ রাত ৮টা থেকে ২৫ মে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হবে। তাই এই সময়কালে দক্ষিণমুখী রাস্তা বন্ধ থাকবে। পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণমুখী রাস্তা বন্ধ থাকাকালীন সব যানবাহনকে চিংড়িঘাটা ক্রসিং থেকে সাময়িক ভাবে রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, পশ্চিম লেন দিয়ে গাড়ি চলবে এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে নতুন করে তৈরি করা ডিভাইডার কাট–আউট দিয়ে পুনরায় মূল রাস্তায় ফিরিয়ে আনা হবে। সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত সল্টলেক বা নিউ টাউন থেকে আসা গাড়িগুলি চিংড়িঘাটা মোড়ে আর ডানদিকে বাঁক নিতে পারবে না। সেগুলিকে মেট্রোপলিটন মোড় থেকে ঘুরে আসতে হবে। পাশাপাশি, হাডকো বা কাঁকুরগাছি মোড় থেকে কোনও দক্ষিণমুখী পণ্যবাহী যানবাহন চিংড়িঘাটার দিকে আসতে পারবে না।

দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙলেই কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য বিজেপি

সম্বৃতা মুখার্জি

যে কোনও পর্যায়ের কর্মীই হোন, শৃঙ্খলা ভাঙলেই কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের সাফ কথা ‘রাজনীতি করা মানে কেউ মুকুটহীন সম্রাট নন। নিয়ম ভাঙলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে দল।’ এ জন্য দলের সদস্যদের কার্যকলাপের ওপর কড়া নজর রাখছে। জেলায় তৈরি করা হয়েছে ‘শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি’। উল্লেখ্য, ১৭ দিন আগে বিপুল জনাদেশ নিয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু জায়গায় বিজেপি কর্মীদের বিশৃঙ্খলা নজরে এসেছে। ব্যবস্থাও নিতে শুরু করেছে দল। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে স্বাস্থ্য আধিকারিককে হুমকি, হেনস্থা, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সেখানকার চার বিজেপি নেতাকে বুধবার শোকজ করেছিল শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। এদিকে বিজেপির নাম করে ‘মজদুর ইউনিয়ন’ নামে সংগঠন শুরু করায় হুগলির সিঙ্গুরে দলীয় কর্মী অর্ণব চ্যাটার্জিকে শোকজ করেছে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। স্পষ্ট করা হয়েছে, এই কাজ দল অনুমোদন করছে না। দলবিরোধী কাজ করার জন্য তাঁকে এদিন শোকজ করা হয়। সাত দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। ততদিন দলের সবরকম কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তাঁকে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দলীয় সদস্য ও কর্মীরা যাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখেন তার জন্য বার বার বার্তা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। ভোট–পরবর্তী হিংসা, গেরুয়া আবির মেখে, বিজেপির পতাকা নিয়ে বিভিন্ন অটো, টোটো স্ট্যান্ডগুলি থেকে টাকা তোলার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ আসছিল। তাই অন্য দল, বিশেষত তৃণমূল থেকে কোনও কর্মী যাতে বিজেপিতে আসতে না পারেন, তার জন্য তিন মাস বিজেপিতে নতুন যোগদান বন্ধ রাখা হয়েছে। পরপর দু’দিনে দলের নেতা–সদস্যদের শোকজ করার ঘটনা প্রমাণ করল, নিছক কথার কথা নয়, তৎপরতার সঙ্গে কাজও করছে এই কমিটি। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগে বাঘমুন্ডিতে স্বাস্থ্য আধিকারিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির চার স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে। এরপর বুধবার বিজেপির রাজ্য স্তর থেকে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ওই চার নেতা অরুণচন্দ্র মাঝি, রাকেশ মাহাতো, বিজয়মোহন সিং দেও এবং মিঠুন কুমারকে শোকজ করে।

সুজিত বসুর ১৪ দিনের জেল হেফাজত

পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে ৪ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত। এদিন আদালতে সুজিত বসুর বিরুদ্ধে দমদম পুরসভায় ১৫০ জন ব্যক্তির বেআইনি নিয়োগের সরাসরি যোগসূত্র পাওয়ার দাবি করেছে ইডি। বৃহস্পতিবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক সুদীপ্তকুমার দে–র এজলাসে আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিন মামলার শুনানির জন্য সুজিত বসুকে সশরীরে আদালত কক্ষে হাজির করানো হয়েছিল। ইডির আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী দীর্ঘ সওয়ালে জানান, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক আর্থিক লেনদেন হয়েছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, ধৃত নেতা জিজ্ঞাসাবাদের সময় সহযোগিতা করছেন না এবং বহু প্রশ্নের সদুত্তর দিচ্ছেন না। তাঁর আয়ের উৎস, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন এবং নিজের ও পরিবারের নামে থাকা বিপুল সম্পত্তির বিষয়ে সুজিত প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে ইডির দাবি। সুজিত বসুর পক্ষে জামিনের আবেদন জানিয়ে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা সওয়াল করেন। তিনি বলেন, যেখানে সিবিআই এই বিষয়ে চুপ করে রয়েছে, সেখানে ইডি কেন হঠাৎ এতখানি তৎপর হয়ে উঠল। এটি আসলে একটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক গ্রেপ্তারি বলেও তিনি দাবি করেন।

আইটিসির ব্যবসা বাড়াল

আজাকালের প্রতিবেদন

পশ্চিম এশিয়ায় টালমাটাল পরিস্থিতিতেও চলতি বছরের ৩১ মার্চ সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিকে কারবার ১৭.৫% বাড়াল আইটিসি। এর মধ্যে এফএমসিজি সেগমেন্টের বৃদ্ধি হয়েছে ১৫%। কাগজশিল্পে সংস্থার মুনাফা বছরের নিরিখে ২১% এবং ত্রৈমাসিকের নিরিখে ২৪% বেড়েছে। এর আগে সংস্থার তরফে প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের প্রেক্ষিতে ৬.৫০ টাকা অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষিত হয়েছিল। এবার শেয়ার–পিছু চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা হল ৮ টাকা।

ইমামির ডিভিডেন্ড

আজকালের প্রতিবেদন

ব্যবসা বাড়ল ইমামি লিমিটেডের। ২০২৬ আর্থিক বর্ষে তাদের কর–পরবর্তী মুনাফা ৭৭৫ কোটি। ইবিআইটিডিএ ৯৬৪ কোটি টাকা। রাজস্ব বাবদ আয় হয়েছে ৩ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস শেয়ার পিছু অন্তর্বর্তীকালীন ১০ টাকা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি তারা জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের কারণে এই আর্থিক বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা ৫ শতাংশ কমেছে।

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলয়েড হাউস, ৩, এন এস রোড, কলকাতা– ৭০০০০১
ই–মেল: dzmkolkata@mahabank.co.in
legal_cal@mahabank.co.in, recovery_cal@mahabank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নিলাম বিক্রির নোটিস।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নীচের টেবিলে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র–এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **২৯.০৬.২০২৬** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ), বকেয়া অর্থাঙ্ক, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং জানা দায়, দখলের প্রকৃতি, সংরক্ষণ মূল্য, জামানত (ইএমডি) ইত্যাদি তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	বকেয়া অর্থাঙ্ক	জানা দায় সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) দখলের প্রকৃতি খ) সংরক্ষণ মূল্য গ) জামানত (ইএমডি) ঘ) বিড বাড়ানোর মূল্য
১.	**মেসার্স শ্রী মহাবীর স্টোর্স** অংশীদারি ফার্ম, ১৭০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০০০৭ **পার্টনার:** **২. মিঃ আয়ুষ সারাওগি** শ্রাচি গ্রিন উড সোনাটা টাওয়ার ৪, ফ্ল্যাট নং ১২কে, ১২ নং ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া ২ডি, সিটি সেন্টার ২ এর কাছে, ইকো পার্ক, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০১৫৭ **৩. মিঃ কমল কুমার সারাওগি** টাওয়ার ৩, ১১এন গ্রিনউড সোনাটা নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া ২ডি, সিটি সেন্টার ২ এর কাছে, ইকো পার্ক, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০১৫৭ **শাখা:** মিড কর্পোরেট **মোবাইল:** ৭০০৫৩৯৭১০৪	**₹২,৩৬,৪৫,১৯৯/–** (দুই কোটি ছত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো নিরানব্বই টাকা মাত্র) + ০৩.১১.২০২৫ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রযুক্ত সুদ	সামান্য কমবেশি ৯২ ডেসিমেল অর্থাৎ ৫৫.৫৬ কাঠা জমির ওপর নির্মিত ‘মিলেনিয়াম মার্কেট’ নামক ভবনের ৫ নং ফ্লোরে অবস্থিত সামান্য কমবেশি ১০,০০০ বর্গফুট পরিমাণ গোডাউন/আধা বাণিজ্যিক স্পেস নং ৫০৪ সংবলিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বাঁকড়া, জে এল নং ৫৫, এল আর খতিয়ান নং ১২৫১৬, আর এস দাগ নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯, এল আর দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২১৫, বাঁকড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– ডোমজুড়, পিনকোড– ৭১১৪০৩, জেলা– হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– বাঁকড়া মৌজার আর এস দাগ নং ১৭৭ এবং ১৯৯; **দক্ষিণ**– পঞ্চায়েত রোড এবং বাঁকড়া মৌজার আর এস দাগ নং ১৭৪, ১৮১ এবং ১৮২ এর অংশ; **পূর্ব**– বাঁকড়া মৌজার আর এস দাগ নং ১৯৪ এবং ১৯৫; **পশ্চিম**– বাঁকড়া মৌজার আর এস দাগ নং ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫। **দায়ভার: ডি আর টি-১, কলকাতাতে দায়ের করা এস এ (ডায়েরি নং ২৭২৬/২০২৬)**	**ক) গঠনমূলক** **খ) ₹৫,৪৪,০০,০০০/–** (পাঁচ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ₹৫৪,৪০,০০০/–** (চুয়ান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹৩৫,০০০/–**
২.	**মিঃ রাজীব কুমার নেওয়ার (ঋণগ্রহীতা)** বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১০২, এন এস রোড, রিষড়া, হুগলি– ৭১২২৪৮ **মিসেস চঞ্চল নেওয়ার (ঋণগ্রহীতা)** বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১০২, এন এস রোড, রিষড়া, হুগলি– ৭১২২৪৮ **শাখা:** চুঁচুড়া **শাখা প্রবন্ধক:** শুভজিৎ গাঙ্গুলি **মোবাইল:** ৮৯৪৪৮৭৫৬৬৪	**₹১৭,০৭,৯২৩/–** (সতেরো লক্ষ সাত হাজার নশো তেইশ টাকা মাত্র) + ০৯.০৯.২০২৪ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রযুক্ত সুদ	মিঃ রাজীব কুমার নেওয়ার এবং মিসেস চঞ্চল নেওয়ারের মালিকানাধীন জমির অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সহ জি+৩ ভবনে প্রায় ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৬৫৪ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া যুক্ত ফ্ল্যাট নং ১০২, যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২৭, খতিয়ান নং ২৬৭২ এবং ২৮০২ এর অধীনে দাগ নং ৩২১৮ এবং ৩২১৫, হোল্ডিং নং ৩৬, ওয়ার্ড নং ৭, এন এস রোড, রিষড়া পুরসভার এলাকাধীন, থানা– রিষড়া, জেলা– হুগলি– ৭১২২৪৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ফ্ল্যাট নং ১০৩; **দক্ষিণ**– ফ্ল্যাট নং ১০১; **পূর্ব**– সাধারণ করিডোর; **দক্ষিণ**– ভবনের খোলা জায়গা। **দায়ভার: জানা নেই**	**ক) প্রকৃত** **খ) ₹১৬,৬৪,০০০/–** (ষোলো লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ₹১,৬৬,৪০০/–** (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশো টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹১০,০০০/–**
৩.	**মেসার্স রাঠি ব্যাপার অ্যান্ড বিনিময় (পি) লিমিটেড** ঠিকানা: ২৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০০১ **১. মিসেস সারু কঙ্কানি (ডিরেক্টর এবং বন্ধকদাতা)** ২৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০০১ **মিসেস বিমলা দেবী রাঠি (ডিরেক্টর এবং বন্ধকদাতা)** ২৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০০১ **মিসেস বিমলা দেবী রাঠি (ডিরেক্টর এবং জামিনদার)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিসেস উমা কঙ্কানি (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিসেস সারু কঙ্কানি (জামিনদার এবং ডিরেক্টর)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিঃ হরিপদ গুহ (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ১১২/৪, সীতানাথ বোস লেন, হাওড়া – ৭১১১০৬ **মিঃ চম্পালাল রাঠি (প্রয়াত) (বন্ধকদাতা)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিঃ রাজগোপাল কঙ্কানি (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিঃ অনিল কুমার রাঠি (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিঃ বিষ্ণুপদ গুহ (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ১১২/৪, সীতানাথ বোস লেন, হাওড়া – ৭১১১০৬ **শাখা:** এস পি মুখার্জি রোড **শাখা প্রবন্ধক:** সেঁজুতি দাশগুপ্ত **মোবাইল:** ৯৯৭৫১৪৩২১৭	**₹৪,৫৯,০২,৮৮০/–** (চার কোটি উনষাট লক্ষ দুই হাজার আটশো আশি টাকা মাত্র) + ২৪.১১.২০২৫ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রযুক্ত সুদ	**১.** শ্রী হরিপদ গুহ–এর স্বত্বাধীনে সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১০ ছটাক এবং ২২ বর্গফুট জমি, কমবেশি ১৯১২ বর্গফুট এবং আরসিসি কাঠামোযুক্ত একক আবাসিক ভবন, প্রতিটি ফ্লোরের মাপ ৬৪০ বর্গফুট যথা মোট ১২৮০ বর্গফুট সংবলিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০ নং ওয়ার্ড, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১১২/৫/১, সীতানাথ বোস লেন, সালকিয়া, গোলাবাড়ি, হাওড়া – ৭১১১০৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– গীতা রানি দাসের বাড়ি; **দক্ষিণ**– শ্রী বিষ্ণু পদ গুহর বাড়ি; **পূর্ব**– পশুপতি দত্তের বাড়ি; **পশ্চিম**– চলাচলের সাধারণ পরিসর। **দায়ভার: জানা নেই**	**ক) গঠনমূলক** **খ) ₹৫১,৯০,০০০/–** (একান্ন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ₹৫,১৯,০০০/–** (পাঁচ লক্ষ উনিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹২০,০০০/–**
			২. সকল প্রাসঙ্গিক সুবিধা এবং জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সহ বিল্ডিংয়ের সমগ্র থার্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট, মাপ ১৩০০ বর্গফুট যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ২১, জোড়াবাগান, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৬। শ্রী অনিল উমার রাঠির নামে নথিভুক্ত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ললিত মোহন সিংহর প্রেমিসেস; **দক্ষিণ**– খোলা আকাশ; **পূর্ব**– খোলা আকাশ; **পশ্চিম**– সিঁড়ি। **দায়ভার: জানা নেই**	**ক) গঠনমূলক** **খ) ₹৯০,৮০,০০০/–** (নব্বই লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ₹৯,০৮,০০০/–** (নয় লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹২০,০০০/–**
			৩. শ্রীমতী উমা কঙ্কানি–এর স্বত্বাধীনে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং লক্ষ্মী নিবাস অ্যাপার্টমেন্টের সমস্ত প্রাসঙ্গিক সুবিধা সহ সেকেন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ফ্ল্যাট নং ৩। যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৭৩৭/৩, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ৩৩, শিবপুর, হাওড়া – ৭১১১০২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– পূর্ববর্তী বিক্রেতাদের জমি; **দক্ষিণ**– মিউনিসিপ্যাল ড্রেন এরপর শরৎ চ্যাটার্জি রোড; **পূর্ব**– চলাচলের সাধারণ পরিসর; **পশ্চিম**– বাঞ্ছারাম ব্যানার্জির সম্পত্তি। **দায়ভার: জানা নেই**	**ক) গঠনমূলক** **খ) ₹১৯,০০,০০০/–** (উনিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ₹১,৯০,০০০/–** (এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹১০,০০০/–**
			৪. শ্রী বিষ্ণুপদ গুহ–এর স্বত্বাধীনে সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৮ ছটাক ৪ বর্গফুট (১০৮৪ বর্গফুট) জমি এবং প্রতিটি ফ্লোরের ৬৩০ বর্গফুট আচ্ছাদিত একতলা আরসিসি কাঠামোযুক্ত আবাসিক ভবন (অর্থাৎ ১২৮০ বর্গফুট), যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১১২/৪, সীতানাথ বোস লেন, সালকিয়া, গোলাবাড়ি, হাওড়া – ৭১১১০৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– বিক্রেতাদের জমি ও বাড়ি; **দক্ষিণ**– সাধারণ ড্রেন এবং মিসেস উষারানি দাসীর সম্পত্তি; **পূর্ব**– দেবেন দত্তের সম্পত্তি; **পশ্চিম**– চলাচলের সাধারণ পরিসর। **দায়ভার: জানা নেই**	**ক) গঠনমূলক** **খ) ₹২৭,০০,০০০/–** (সাতাশ লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ₹২,৭০,০০০/–** (দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹১০,০০০/–**
৪.	**মেসার্স রাঠি ব্রাদার্স (ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিঃ অনিল কুমার রাঠি (ঋণগ্রহীতা এবং অংশীদার)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিসেস বিমলা দেবী রাঠি (ঋণগ্রহীতা এবং অংশীদার)** **ঠিকানা :** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিঃ অনিল কুমার রাঠি (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিসেস বিমলা দেবী রাঠি (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **মিঃ হরিপদ গুহ (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ১১২/৪, সীতানাথ বোস লেন, হাওড়া – ৭১১১০৬ **মিঃ চম্পালাল রাঠি (প্রয়াত) (বন্ধকদাতা)** **ঠিকানা:** ২সি, লক্ষ্মী নারায়ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬ **শাখা:** এস পি মুখার্জি রোড **শাখা প্রবন্ধক:** সেঁজুতি দাশগুপ্ত **মোবাইল:** ৯৯৭৫১৪৩২১৭	**₹৯,৫৬,৩৪,৬০৯.২৪** (নয় কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছশো নয় টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র) + ১২.১১.২০২৫ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রযুক্ত ভবিষ্যৎ সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	**১.** প্রয়াত চম্পালাল রাঠি এবং বিমলা দেবী রাঠি–এর স্বত্বাধীনে সামান্য কমবেশি ১৫০ বর্গমিটার জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ০৩–০৫৬৯ (ব্লক নং এএ ২ বি-তে পূর্ববর্তী প্লট নং ৩৩৭২), স্ট্রিট নং ০৫৬৯, নিউ টাউন, কলকাতা, থানা– নিউ টাউন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– স্ট্রিট নং ০৫৬৯ (১২ মিটার রাস্তা); **দক্ষিণ**– প্রেমিসেস নং ০৪-৫৬৭; **পূর্ব**– প্রেমিসেস নং ০৫-০৫৬৯; **পশ্চিম**– প্রেমিসেস নং ০১-০৫৬৯। **দায়ভার: জানা নেই**	**ক) গঠনমূলক** **খ) ₹৯০,৮০,০০০/–** (নব্বই লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ₹৯,০৮,০০০/–** (নয় লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹২০,০০০/–**
			২. প্রয়াত চম্পালাল রাঠি–এর স্বত্বাধীনে সামান্য কমবেশি ৭ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ডায়মন্ড হারবার পুরনিগমের ১৫ নং ওয়ার্ড, মৌজা– মাখাল হাট, জে এল নং ৮৮, তৌজি নং ৩৩১ এবং ৩৩২, দাগ নং ৩১৬, খতিয়ান নং ৫, থানা– ডায়মন্ড হারবার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– শ্রীমতী বীণারানি হালদারের চলাচলের সাধারণ পরিসরের জমি; **দক্ষিণ**– স্বরওয়ানি জানার জমি; **পূর্ব**– শ্রী তাপস কাপাতের জমি; **পশ্চিম**– স্বরওয়ানি জানার জমি। **দায়ভার: জানা নেই**	**ক) গঠনমূলক** **খ) ₹১৭,৩০,০০০/–** (সতেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ₹১,৭৩,০০০/–** (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) বিড গুণক: ₹২০,০০০/–**

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কে বিশদে জানতে, অনুগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে দেওয়া ‘https://www.bankofmaharashtra.in/AssetsforSale’ লিঙ্ক এবং https://baanknet.com পোর্টাল দেখুন।

তারিখ: ২০.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ/–
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক

KHADIM

খাদিম ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৭, টাওয়ার ‘সি’, আরডিবি প্রাইমআর্ক টেকপার্ক, ০৮ মেজর আর্টেরিয়াল রোড, ব্লক– এএফ, নিউ টাউন (রাজারহাট)
কলকাতা–৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ওয়েবসাইট: www.khadims.com
ফোন: +৯১ ৩৩ ৪০০৯ ০৫০১; ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ৪০০৯ ০৫০০
ই–মেল: compliance@khadims.com
CIN: L19129WB1981PLC034337

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(টাকার অঙ্ক মিলিয়নে)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র			পুঞ্জীভূত		
		৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ৩ মাস	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ১২ মাস	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত সম্পর্কিত ৩ মাস	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ৩ মাস	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ১২ মাস	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত সম্পর্কিত ৩ মাস
১	চালু কারবার থেকে মোট আয়	৮৬১.৬৬	৩,৭৭৮.৬৭	৯৬৭.৯৫	৮৬১.৬৬	৩,৭৭৮.৬৭	৯৬৭.৯১
২	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে চালু কারবারের নিট মুনাফা [কর ও ব্যতিক্রমী দফাসমূহের আগে]	১৪.৭৪	৬৮.৪৩	৬১.৪৬	১৪.৫৪	৬৮.০৩	৬০.৫৮
৩	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে চালু কারবারে কর–পূর্ব নিট (ক্ষতি)/ মুনাফা [ব্যতিক্রমী দফাসমূহের পরে]	১৪.৭৪	৫০.২৩	৬১.৪৬	১৪.৫৪	৪৯.৮৩	৬০.৫৮
৪	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে চালু কারবারের কর–পরবর্তী নিট মুনাফা	৭.৭৩	৩১.৩৯	৫৫.৩৯	৭.৫৩	৩০.৯৯	৫৪.৫১
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে বন্ধ কারবারে কর–পরবর্তী নিট ক্ষতি	–	–	(৪৫.২৯)	–	–	(৪৫.২৯)
৬	সংশ্লিষ্ট মেয়াদের মুনাফা (৪+৫)	৭.৭৩	৩১.৩৯	১০.১০	৭.৫৩	৩০.৯৯	৯.২২
৭	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মুনাফা (কর–পরবর্তী) এবং অন্যান্য বোধগম্য আয়/ (ক্ষতি) (কর–পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত করে]	৭.২৬	৩৬.৭৩	১০.৯২	৭.০৭	৩৬.৩৪	১০.০৩
৮	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৮৩.৭৮	১৮৩.৭৮	১৮৩.৭৮	১৮৩.৭৮	১৮৩.৭৮	১৮৩.৭৮
৯	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদে)		১,৪৮৭.৩৪			১,৪৮৫.১৩	
১০	ইকুইটি শেয়ার–প্রতি আয় [প্রতিটি ₹১০/– মূল্যের] (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(১) বুনিয়াদি (চালু কারবারের ক্ষেত্রে) (₹)	০.৪২	১.৭১	৩.০১	০.৪১	১.৬৯	২.৯৬
	(২) মিশ্রিত (চালু কারবারের ক্ষেত্রে) (₹)	০.৪২	১.৭১	৩.০১	০.৪১	১.৬৯	২.৯৬
	(৩) বুনিয়াদি (বন্ধ কারবারের ক্ষেত্রে) (₹)	–	–	(২.৪৬)	–	–	(২.৪৬)
	(৪) মিশ্রিত (বন্ধ কারবারের ক্ষেত্রে) (₹)	–	–	(২.৪৬)	–	–	(২.৪৬)
	(৫) বুনিয়াদি (চালু ও বন্ধ কারবারের ক্ষেত্রে) (₹)	০.৪২	১.৭১	০.৫৫	০.৪১	১.৬৯	০.৫০
	(৬) মিশ্রিত (চালু ও বন্ধ কারবারের ক্ষেত্রে) (₹)	০.৪২	১.৭১	০.৫৫	০.৪১	১.৬৯	০.৫০

দ্রষ্টব্য:

১. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ মোতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের বিশদ এবং সংক্ষিপ্তসার ২০ মে, ২০২৬ আয়োজিত সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এই নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.khadims.com)–সহ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং বিএসই–এর ওয়েবসাইটেও (www.bseindia.com) উপলব্ধ রয়েছে। এটি নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও দেখা যাবে।

২. কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর অপরাপর প্রাসঙ্গিক সংস্থানসমূহ ও ৬৬ নং ধারা–সহ পঠনীয় ২৩০ থেকে ২৩২ নং ধারাধীনে কোম্পানি ও কেএসআর ফুটওয়্যার লিমিটেড (‘কেএফএল’) এবং এদের নিজ নিজ শেয়ারধারক ও ঋণদাতাগণের স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্টের (‘স্কিম’) প্রেক্ষিতে ১ মে, ২০২৫ থেকে বলবৎক্রমে কোম্পানি তার বিতরণ ব্যবসাকে কেএফএল–এ একটি চালু সংস্থা রূপে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং উক্ত স্কিম অনুসারে ১ এপ্রিল, ২০২৫ হল নিযুক্তির তারিখ।

উক্ত স্কিম কার্যকর হওয়ায় নিযুক্তির তারিখের ভিত্তিতে কোম্পানি তার বিতরণ ব্যবসার পরিসম্পদ ও দায়সমূহ কেএফএল–এর অনুকূলে স্থানান্তর করেছে। তদনুসারে, কোম্পানি তার হিসাবখাতের বই থেকে এরূপ পরিসম্পদ ও দায়সমূহের চলতি অর্থমূল্য মুছে দিয়েছে। স্থানান্তরিত দায়ের চলতি অর্থমূল্যের ওপর স্থানান্তরিত পরিসম্পদগুলির অতিরিক্ত চলতি অর্থমূল্য (কেএফএল–তে বিনিয়োগের চলতি অর্থমূল্য, যা মুছে দেওয়া হয়েছে, তা অন্তর্ভুক্ত করে) বাবদ ₹৮৮২.১৩ মিলিয়ন এই অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলে উক্ত স্কিম অনুসারে ক্যাপিটাল রিজার্ভ এবং রিটেইনড আর্নিংস–এর সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে।

উক্ত স্কিম অনুসারে, কেএফএল ১০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির শেয়ারধারকদের (রেকর্ড ডেট অর্থাৎ, ৭ জুন, ২০২৫ অনুসারে) প্রতি প্রতিটি ₹১০/– অভিহিত মূল্যে সম্পূর্ণরূপে আদায়ীকৃত ১,৮৩,৭৮,৩৮২ সংখ্যক নতুন ইকুইটি শেয়ার বণ্টন করেছে। উক্ত স্কিম অনুসারে, কেএফএল–তে ₹০.১০ মিলিয়ন অর্থমূল্যের বিনিয়োগ কোম্পানি বাতিল করেছে এবং তদনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে বলবৎক্রমে এটি আর কোম্পানির সম্পূর্ণত–স্বত্বাধীন সম্পূরক সংস্থা নয় এবং সেই কারণে উপরোক্ত পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলে কেএফএল–এর পরিসংখ্যানগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়। ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস)–এর প্রয়োজনীয়তার শর্ত অনুসারে, বিচ্ছিন্নকরণ নিযুক্তির তারিখ অবধি কোম্পানির বণ্টন ব্যবসা সম্পর্কিত কারবারগুলির ফলাফলগুলি এখানে ‘বন্ধ করে দেওয়া কারবার’ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলত, তুলনীয় মেয়াদসমূহ ও ৩১শে মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরে কোম্পানির আর্থিক ফলাফলসমূহ সেইমতো উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. ভারত সরকার ২১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে চারটি শ্রমবিধি— কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯; ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০; কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, ২০২০ এবং অকুপেশনাল সেফটি, হেল্থ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড, ২০২০ প্রজ্ঞাপিত করেছে, যা ২৯টি বিদ্যমান শ্রম আইনকে একত্রিত করেছে। বিধিমালার পরিবর্তনের ফলে আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক খসড়া কেন্দ্রীয় বিধিমালা এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQs) প্রকাশ করেছে। ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা মেনে এবং উপলব্ধ সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে, কোম্পানি এই পরিবর্তনগুলোর ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রকাশ করেছে। এই প্রভাবের গুরুত্ব এবং এটি যে প্রবিধান–চালিত ও এককালীন প্রকৃতির, তা বিবেচনা করে কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলে এই অতিরিক্ত প্রভাবকে ‘ব্যতিক্রমী দফা’–র অধীনে ‘নতুন শ্রমবিধির বিধিবদ্ধ প্রভাব’ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। মূলত মজুরির সংজ্ঞায় পরিবর্তনের কারণে গ্র্যাচুইটি এবং ছুটির নগদীকরণ সুবিধা বাবদ ১৮.২০ মিলিয়ন টাকার এই অতিরিক্ত প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। কোম্পানি কেন্দ্রীয়/ রাজ্য বিধিমালা চূড়ান্তকরণ এবং শ্রমবিধির অন্যান্য দিক সম্পর্কে সরকারের তরফে স্পষ্টীকরণের ওপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেই অগ্রগতির ভিত্তিতে যথাযথ হিসাবরক্ষণ প্রভাব প্রদান করবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০ মে, ২০২৬

পরিচালকমণ্ডলীর জন্য ও তরফে
সিদ্ধার্থ রায় বর্মন
একজিকিউটিভ চেয়ারম্যান
DIN: 00043715

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিওএন)/এস/গার্ডেন রিচ- ৭০০০৪৩, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: নিম্নোক্ত টেন্ডারটি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারটি বন্ধ হবে নির্ধারিত তারিখে ১২:০০ টায়: **ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর: ৪৬৩৯-জিআরসি-সিই-সি-এসও-২১-২০২৬; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ডেপুটি সিই/সিওএন/II/খড়গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এক্তিয়ারাধীন এলাকায় গোরুমহিসানি ইয়ার্ডের বিদ্যমান ইয়ার্ড রিমডেলিং-এর কাজ এবং স্টেশন বিল্ডিং ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিবিধ কাজ; **আনুমানিক মূল্য:** ₹ ৪৪.৮৭ কোটি; **বিড সিকিউরিটি:** ₹ ৮৯,৭৪,৮০০.০০ এবং **সমাপ্তির সময়কাল:** ১৮ মাস; **বন্ধের তারিখ:** ১৮-০৬-২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে তাঁদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: "অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশ নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।" (PR-208)

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites offline Tender for the work of - Temporary erection of basic Infrastructure (CIVIL PART) in the accommodation place for CAPF in connection with ensuing West Bengal Assembly Election 2026 at different places under Indas P.S under Bishnupur Division, P.W.D. in the District of Bankura. Short NIT No: 09 of 2026-2027 of EE/BD/PWD; Last date of submission of tender paper 22.05.2026 up to 2.00 pm. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://wbpwd.gov.in and also collected from this Office. Sd/- Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte.

NOTICE FOR INVITING E-TENDER

E-tenders are invited from interested bonafide bidders/ Govt. contractors for the work "Construction of Proposed 11 TPD Municipal Waste Processing Plant, other ancillary works and Construction of security room, control room, office room, other ancillary works and Construction of internal roads, drain, compound filling, other ancillary works for proposed 11 TPD Municipal Waste Processing Plant under SWM project within Beldanga Municipality".

NIeT No : WBMAD/eNIT-03 of SE(E)/2026-27, Date: 21.05.2026

Tender IDs :2026_MAD_5014310_1

Last date of submission : 15.06.2026

Interested bonafide bidders are requested to visit **https://tenders.wb.gov.in**

Superintending Engineer
East Circle, M.E. Dte

ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক / Indian Overseas Bank

इंडियन ओवरसीज़ बैंक — आपकी प्रगति का सच्चा साथी — Indian Overseas Bank — Good people to grow with

ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত শাখাগুলির জন্য নতুন প্রস্তাবিত শাখা প্রেমিসেস খোলার উদ্দেশ্যে ভাড়ায় বাণিজ্যিক প্রেমিসেসের বিশেষত গ্রাউন্ড ফ্লোরের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে:

অবস্থান	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
দিনহাটা	রাজ্যের নাম: **পশ্চিমবঙ্গ** জেলার নাম: **কোচবিহার** থানার নাম: **দিনহাটা** পিন কোড: **৭৩৬১৩৫**

শর্তাবলি:
১) প্রেমিসেস বিশেষত গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং পার্কিং এলাকার সুবিধাযুক্ত হতে হবে।
২) আনুমানিক ১৩০০–১৫০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া।
৩) প্রেমিসেস বিশেষত ওপরে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট অবস্থানের মধ্যে হতে হবে।
৪) এটিএম স্পেস সহ প্রেমিসেস হলে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকরা সম্পূর্ণ বিবরণ সহ আবেদন করতে পারেন (শুধুমাত্র **www.iob.in**–এ উপলব্ধ ফরমাট অনুযায়ী অথবা নিকটবর্তী আইওবি শাখা থেকেও আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে) এবং তা চিফ ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, রিজিওনাল অফিস, ১ ও ২ নং ফ্লোর, ওজাস মল, স্টেশন ফিডার রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৫–এর কাছে **প্রকাশনার তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ০১.০৬.২০২৬** তারিখের মধ্যে পাঠাতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
ব্যাঙ্কের তরফে কোনও দালালি দেওয়া হবে না।
আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **www.iob.in**
আবেদনপত্র এবং বিস্তারিত শর্তাবলি আমাদের ওয়েবসাইট **www.iob.in/Tenderlist.aspx** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
তারিখ: ২২.০৫.২০২৬ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

ফর্ম নং সি এ এ ২

[কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ২৩০(৩) ধারা এবং দ্য কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইজ, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস ২০১৬-এর রুল ৬ ও ৭ অনুসারে]

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের সম্মুখে

কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সি এ এ) নং ২৬/কেবি/২০২৬

বিষয়:
কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা;
এবং
বিষয়:
দ্য কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইজ, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস ২০১৬
এবং
বিষয়:
১. কারিওয়ালা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানিজ অ্যাক্ট-এর অধীনে ০২.০১.১৯৮৯ তারিখে নিগমিত একটি কোম্পানি এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর অর্থের আওতাভুক্ত একটি কোম্পানি, যার কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর U17121WB1989PLC045882 এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় জে-১৫ ব্লক ইপি সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা– ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপর্যুক্ত এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে অবস্থিত;
২. কারিওয়ালা ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর অধীনে ০৩-০৪-২০২৪ তারিখে নিগমিত একটি কোম্পানি, যার কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর U70200WB2024PTC269656 এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় জে-১/৫ ব্লক ইপি সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটি, সেচ ভবন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপর্যুক্ত এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে অবস্থিত;

.....আবেদনকারীগণ

কারিওয়ালা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ডিমার্জড কোম্পানি)-এর ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার এবং আনসিকিওর্ড পাওনাদারদের সভার নোটিস ও নোটিসের বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, সি এ নং ২৬/কেবি/২০২৬-এ ২১.০৪.২০২৬ তারিখের আদেশের সঙ্গে পঠিত ০৭.০৫.২০২৬ তারিখের সংশোধনী আদেশের মাধ্যমে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল ("এন সি এল টি"), কলকাতা বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, নির্দেশ দিয়েছেন যে কারিওয়ালা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ডিমার্জড কোম্পানি) এবং কারিওয়ালা ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড (রেজাল্টিং কোম্পানি) (এরপর থেকে সম্মিলিতভাবে **আবেদনকারী কোম্পানিগুলি** হিসাবে উল্লেখিত) এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডার ও পাওনাদারদের মধ্যে প্রস্তাবিত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, এবং উপযুক্ত মনে হলে, পরিবর্তন সহ বা পরিবর্তন ছাড়া অনুমোদন করার জন্য কারিওয়ালা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ডিমার্জড কোম্পানি)-এর ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার এবং আনসিকিওর্ড পাওনাদারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত আদেশের অনুসরণে এবং তাতে নির্দেশিত অনুযায়ী, এতদ্বারা আরও নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে ডিমার্জড কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভা শনিবার, ২০ জুন, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময়) সশরীরে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় জে-১৫ ব্লক ইপি সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ডিমার্জড কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত আদেশের অনুসরণে এবং তাতে নির্দেশিত অনুযায়ী, এতদ্বারা আরও নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে ডিমার্জড কোম্পানির অসুরক্ষিত পাওনাদারদের সভা শনিবার, ২০ জুন, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময়) সশরীরে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় জে-১৫ ব্লক ইপি সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ডিমার্জড কোম্পানির আনসিকিওর্ড পাওনাদারদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নিয়মগুলির সাথে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ২৩০ ধারার অধীনে বিবৃতির প্রতিলিপিগুলি সভার তারিখের আগে যেকোনো দিন (শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলি ব্যতীত) সকাল ১০টা ০০ মিনিট (আই এস টি) থেকে বিকাল ০৫টা ০০ মিনিট (ভারতীয় সময়) পর্যন্ত ডিমার্জড কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় জে-১৫ ব্লক ইপি সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা– ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ডিমার্জড কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার এবং আনসিকিওর্ড পাওনাদারগণ সভায় সশরীরে পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকারী, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে বা কোম্পানির দেওয়া প্রক্সি সুবিধার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। কারিওয়ালা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার এবং অসুরক্ষিত পাওনাদারদের উপর্যুক্ত সভার জন্য ভোট দেওয়ার যোগ্যতা এবং ভোটের মূল্য নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হবে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
বডি কর্পোরেটগুলির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের অনুমোদন করার জন্য অ্যাক্টের ১১৩ ধারা অনুসারে সমস্ত প্রক্সি ফর্ম এবং বোর্ড রেজোলিউশনের প্রত্যয়িত সত্য প্রতিলিপি সভার শুরুর অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে ডিমার্জড কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
মাননীয় এন সি এল টি, কলকাতা বেঞ্চ উক্ত সভার, যার মধ্যে এর কোনো মুলতবি বা মুলতবিগুলিও অন্তর্ভুক্ত, চেয়ারপার্সন হিসেবে অ্যাডভোকেট শ্রী সৌরভ জৈন এবং স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে শ্রী সন্দীপ কুমার কেজরিওয়াল, সি এস-কে নিযুক্ত করেছেন। উপর্যুক্ত ব্যবস্থা, যদি সভায় অনুমোদিত হয়, তা মাননীয় এন সি এল টি, কলকাতা বেঞ্চের পরবর্তী অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে।

স্বাঃ/-
সৌরভ জৈন
তারিখ: ১৯.০৫.২০২৬ **সভার চেয়ারপার্সন**

ভিডল কর্পোরেশন লিমিটেড

[পূর্বে টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড]

সিআইএন: এল২৩২০৯ডব্লিউবি১৯২১পিএলসি০০৪৩৫৭
রেজিস্টার্ড অফিস: ইউল হাউস, ৮, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন: ০৩৩-৭১২৫ ৭৭০০ | ই-মেল: corporate@veedol.com
ওয়েবসাইট: www.veedolindia.com; www.veedol.com

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০২৫-২৬ এবং বুক ক্লোজার এবং রেকর্ড ডেট-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর পর্ষদ (বোর্ড) বুধবার, ২০শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত, ৩৫৪তম সভায়, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য, কোম্পানির সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে, ২ টাকা ফেস ভ্যালুর প্রতি শেয়ার পিছু ১১০০% অর্থাৎ ২২ টাকা হিসাবে চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে যা বুধবার, ২৪শে আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর ১০৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। ১০৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের সুপারিশকৃত লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।
২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য, চূড়ান্ত লভ্যাংশ পাওয়ার উদ্দেশ্যে যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণ করার জন্য কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর পর্ষদ ১৭ই জুলাই ২০২৬ (শুক্রবার) কে রেকর্ড ডেট হিসেবে নিশ্চিত করেছে। কোম্পানীর রেজিস্টার অব মেম্বারস্ এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার/বুক, ১৮ই আগস্ট, ২০২৬ (মঙ্গলবার) থেকে ২৪শে আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
উপরোক্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত বিবরণ www.veedolindia.com, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com–এ পাওয়া যাবে, যদি থাকে।

পর্ষদের অনুমত্যানুসারে
ভিডল কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
(পূর্বে টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড)
স্বাঃ/-
(অভিজিৎ টিকেকার)
কোম্পানি সেক্রেটারি এন্ড হেড - লিগাল এন্ড সিএসআর
এসিএস ২০২১৩

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: ২০শে মে, ২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank

इंडियन बैंक — Indian Bank — इलाहाबाद — ALLAHABAD

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সাঁইথিয়া শাখা

সোনাপট্টি, রেলওয়ে স্টেশন রোড, সাঁইথিয়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩১২৩৪

যেহেতু:
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাঁইথিয়া শাখা–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা মিঃ সুব্রত দাস,** পিতা– শ্রী অরুণ দাস এবং **মিসেস মানা দাস,** স্বামী– মিঃ সুব্রত দাস, **উভয়ের ঠিকানা:** ৪ নং ফ্লোর ফ্ল্যাট নং বি (দক্ষিণমুখী), পোঃঅঃ এবং থানা– সাঁইথিয়া, জেলা– বীরভূম, পিন–৭৩১২৩৪ (পশ্চিমবঙ্গ)–এর প্রতি **০৫.০২.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন,** যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক **₹২৩,৭২,১০৪.০০** (তেইশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশো চার টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৯ মে, ২০২৬** তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **₹২৪,৩৬,২৬১.০০** (চব্বিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুশো একষট্টি টাকা মাত্র) এবং এর ওপর উদ্ভূত সুদ সমেত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাঁইথিয়া শাখা**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
'সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারা ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থানগুলির প্রতি আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যেখানে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা আছে।'

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

'চৌধুরী হাইটস' নামক পাঁচ তলা (জি+৪) বিল্ডিংয়ের ৪ নং ফ্লোরে দক্ষিণমুখী ১২২৭.১৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি সাউথ–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর কে রোড, সাঁইথিয়া, মৌজা– সাঁইথিয়া, হোল্ডিং নং ৯৭৫, ওয়ার্ড নং ১৬, হস-প্যাক্স নার্সিং হোমের কাছে, জে এল নং ৯৫, সাবেক দাগ নং ২৮৩০/৪২৬৫, এল আর দাগ নং ৪৭৩৯, খতিয়ান নং ৯৩১৪, সাঁইথিয়া পুরসভা, পোঃঅঃ এবং থানা– সাঁইথিয়া, জেলা– বীরভূম, পিন–৭৩১২৩৪ (পশ্চিমবঙ্গ)। ২৯.১১.২০০৮ তারিখের রেজিস্ট্রি দলিল নং I-১০১৫৮ অনুযায়ী **সম্পত্তির মালিকানা মিঃ সুব্রত দাস,** পিতা– অরুণ দাস এবং মিসেস মোনা দাস, স্বামী– সুব্রত দাস–এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– অন্য ফ্ল্যাট; দক্ষিণ– খোলা আকাশ; পূর্ব– যৌথ পরিসর ও সিঁড়ি; পশ্চিম– খোলা আকাশ।

তারিখ: ১৯.০৫.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: সাঁইথিয়া ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এইউ স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

AU SMALL FINANCE BANK — A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

(তফসিলভুক্ত একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক)
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৯–এ, ধুলেশ্বর গার্ডেন, অজমেঢ় রোড, জয়পুর–৩০২০০১, রাজস্থান (ভারত)
[CIN: L36911RJ1996PLC011381]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্টটি এনপিএ হওয়ায় অনুমোদিত আধিকারিক 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'–এর ১৩(২) ধারাধীনে নীচের টেবিলে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/ বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদারগণ (একত্রিতরূপে 'ঋণগ্রহীতাগণ' হিসেবে উল্লিখিত)–এর প্রতি ৬০ দিনের দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পুরোপুরি জমা না করলে, সেই অর্থাঙ্ক এখানে নীচে বর্ণিত বন্ধক রাখা সম্পত্তিগুলি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি নিলামের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হবে। সেই কারণে, ঋণগ্রহীতাগণ রূপে আপনাদের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ ও খরচাপাতি সমেত সম্পূর্ণ ঋণের অর্থাঙ্ক পুরোপুরি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ও ১৪ নং ধারার সংস্থানাধীনে, এখানে নীচে বর্ণিত বন্ধক রাখা সম্পত্তিগুলি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি বিক্রির জন্য দখল নেওয়ার পূর্ণ অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে।
ঋণগ্রহীতাগণ অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন, উক্ত অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১৩) নং ধারার শর্ত অনুযায়ী, এই নোটিস প্রাপ্তির পরে সুরক্ষিত ঋণদাতার আগাম লিখিত অনুমোদন ছাড়া এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তরে আপনাদের প্রতি নিষেধ করা হচ্ছে।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩(৫)–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থানের প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, যা অনুযায়ী নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগেই এখানে নীচে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়ে তাঁরা তাঁদের সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং উক্ত মেয়াদের পরে সেই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক
লোন অ্যাকাউন্ট নং: ২৩০৬২৬২৫৫৫২৯৮৮১১, মেসার্স ওরিয়েন্ট কোট, ইহার প্রোপ্রাইটর মিঃ রাহুল চৌধুরির মাধ্যমে (ঋণগ্রহীতা), মিঃ রাজেশ চৌধুরি, পিতা মিঃ রামছবিলা চৌধুরি (বন্ধকদাতা/জামিনদার)	১৫.৫.২০২৬ ₹৪০,৬০,২৮১/– (চল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার দুশো একাশি টাকা মাত্র), ১৫.০৫.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে

বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
রেহানাবন্ধনের তফসিল:
বর্তমান ও ভবিষ্যতেক ইনভেন্টরি ও বহি ঋণের রেহানাবন্ধনের মাধ্যমে একচ্ছত্র এবং প্রথম দাখিলা।
বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির তফসিল:
আবাসিক সম্পত্তির বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাঠামো সহ ৬.৫ ডেসিমেল যথা ২৮৩১ বর্গফুট জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার অবস্থান: মৌজা–আয়েশপুর, জে এল নং ৯, খতিয়ান নং ১০৩০, আর এস দাগ নং ৭৪৭ এবং এল আর দাগ নং ৫৮১, বেরোহি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা–হরিণঘাটা, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। মালিক মিঃ রাজেশ চৌধুরি।
চৌহদ্দি: পূর্ব: রাস্তা; পশ্চিম: সঞ্জয় ঘোষের ফাঁকা জমি; উত্তর: নীলিমা চৌধুরির ফাঁকা জমি; দক্ষিণ: রাস্তা।

তারিখ: ২১.০৫.২০২৬; স্থান: জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ **অনুমোদিত আধিকারিক, এইউ স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! — punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, কলকাতা নর্থ

৩ নং ফ্লোর, ডিডি–১১, সল্ট লেক সেক্টর–১, কলকাতা–৭০০০৬৪। ই–মেল: cs8266@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লট নং	ই–নিলামের তারিখ	ই–নিলামের সময়সীমা
১ থেকে ৮	০৮.০৬.২০২৬	সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচের টেবিলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
১.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মেসার্স ঘোষ ট্রেডারস প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী রূপা ঘোষ পাল, স্বামী– শ্রী কল্পতরু পাল, ১০/৯, অটলবিহারী সরকার রোড, পোঃঅঃ– নৈহাটি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ শ্রীমতী রূপা ঘোষ পাল, স্বামী– শ্রী কল্পতরু পাল, ১০/৯, অটলবিহারী সরকার রোড, পোঃঅঃ– নৈহাটি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নং: ০১০৫০০৮৭০০০০৩০৬৪	সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ৩৫ বর্গফুট মাপের জমি এবং এর উপরিনির্মিত দোতলা পাকা কাঠামো নিয়ে গঠিত ভূসম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– নৈহাটি, জে এল নং ৩, রে সা নং ২১, তৌজি নং ৬৩০, আর এস দাগ নং ১৪৯৬ (অংশ) ও ১৫০১ (অংশ), এল আর দাগ নং ২৪৬৯ ও ২৪৮৩, এল আর খতিয়ান নং ৮৪০২, থানা– নৈহাটি, নৈহাটি পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ড, ১০/৯, অটলবিহারী সরকার রোড, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩১৬৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– শ্রী দুর্গাপদ বৈরাগী, শ্রী পরিতোষ পাল, শ্রীমতী সুমতি দাসী ও শ্রী সতীশ দাসের জমি ও বাড়ি; দক্ষিণ– ১২ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর; পূর্ব– মিত্রপাড়া ব্রাঞ্চ লেন; পশ্চিম– আর এস দাগ নং ১৪৯৬ (অংশ)। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৬.০৩.২০২৩ খ) ₹৫৪,৪১,২৭০.৪২ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১৫.০৬.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২৫.৯০ লক্ষ খ) ₹২.৫৯ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত
২.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মেসার্স শ্রী সারদা এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: শ্রী শঙ্করলাল দত্ত ১/২এ, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৪ মেসার্স শ্রী সারদা এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: শ্রী শঙ্করলাল দত্ত ৭, রামগোপাল ঘোষ রোড, কাশীপুর, কলকাতা–৭০০০০২ শ্রী শঙ্করলাল দত্ত পিতা– বিনোদ বিহারী দত্ত ১/২এ, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৪ অ্যাকাউন্ট নং: ০০৭৫২৫০২০১১৭৯	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০৫ বর্গফুট, এতে অন্তর্ভুক্ত ৩টি বেডরুম, কিচেন, বাথরুম, প্রথম ও মেজানিন ফ্লোরে, তৎসহ উক্ত তিনতলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গ্যারাজ স্পেস, প্রেমিসেস নং ১/২এ, হোল্ডিং নং ৭১, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট, পোঃঅঃ ও থানা– শ্যামপুকুর, কলকাতা পুরনিগমের ১২ নং ওয়ার্ড, কলকাতা–৭০০০০৪, ২০০৯ সালের দান দলিল নং I–২১১০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক শ্রী শঙ্কর দত্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট; দক্ষিণ– কে সি দাসের বাড়ি; পূর্ব– হরিপদ দত্ত দিগারের বাড়ি; পশ্চিম– জয়ন্ত বিশ্বাসের বাড়ি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৩.১০.২০২২ খ) ₹৯২,৩৯,৬৫৯.৬২ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ২৯.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৩০.৩৯ লক্ষ খ) ₹৩.০৩ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত
৩.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মেসার্স ব্লু ফ্লেম এইচপি গ্যাস এজেন্সি অংশীদারগণ: মিসেস সীমা কাঞ্জিলাল এবং মিঃ মানস কাঞ্জিলাল ৭৬এইচ, সাউথ সিঁথি রোড, পোঃঅঃ– ঘুঘুডাঙ্গা, দমদম, কলকাতা–৭০০০৩০ মিসেস সীমা কাঞ্জিলাল (মেসার্স ব্লু ফ্লেম এইচপি গ্যাস এজেন্সির অংশীদার), ৭৬এইচ, সাউথ সিঁথি রোড, পোঃঅঃ– ঘুঘুডাঙ্গা, দমদম, কলকাতা–৭০০০৩০ মিঃ মানস কাঞ্জিলাল (মেসার্স ব্লু ফ্লেম এইচপি গ্যাস এজেন্সির অংশীদার), ৭৬এইচ, সাউথ সিঁথি রোড, পোঃঅঃ– ঘুঘুডাঙ্গা, দমদম, কলকাতা–৭০০০৩০	সম্পত্তি নং ১: মোট ৯৩ ডেসিমেলের মধ্যে সামান্য কমবেশি ১২ (বারো) কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং ৭, খতিয়ান নং ১৪২, এল আর খতিয়ান নং ১০০০, ১১৩৮, ১১৬, ১৭৩, ৩৪৫ ও ৪৪০, মৌজা– ফিঙ্গা, জে এল নং ৪, রে সা নং ১০৭, পরগনা– কলিকাতা, তৌজি নং ১৭২, থানা– নিমতা, উত্তর দমদম পুরসভার এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ৩, এডিএসআর– কাশীপুর দমদম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং I–০২৬৫৮/২০০৯ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রী মানস কাঞ্জিলাল এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– ৬ ফুট + ৬ ফুট = ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– ৬ ফুট + ৬ ফুট = ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– অন্যের জমি; পশ্চিম– অন্যের জমি। সম্পত্তি নং ২: বিক্রেতা নং ১ থেকে ৩ এর ৪ কাঠা ১৪ ছটাক, জমির উত্তর–পশ্চিম কোণে বিক্রেতা নং ৪ থেকে ৬ এর ৫ ছটাক ১৭ বর্গফুট, বিক্রেতা নং ৭ থেকে ১০ এর ০ ছটাক ৩০ বর্গফুট এবং বিক্রেতা নং ৭ থেকে ১০ এর উত্তর–পূর্ব কোণে ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট মিলিয়ে সর্বমোট সামান্য কমবেশি ৬ (ছয়) কাঠা ০ (শূন্য) ছটাক ২২ (বাইশ) বর্গফুট মাপের জমি, দাগ নং ৭, খতিয়ান নং ১৪২, এল আর খতিয়ান নং ১০০০, ১১৩৮, ১১৬, ১৭৩, ৩৪৫, ৪৪০ ও ৭৮৫, মৌজা– ফিঙ্গা, জে এল নং ৪, রে সা নং ১০৭, পরগনা– কলিকাতা, তৌজি নং ১৭২, থানা– নিমতা, নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ৩ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, এডিএসআর– কাশীপুর দমদম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং I–০৩৩/২০১০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক শ্রীমতী সীমা কাঞ্জিলাল, স্বামী– শ্রী মানস কাঞ্জিলাল। হস্তান্তরিত জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মানস কাঞ্জিলালের জমি এবং ১৪ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর; দক্ষিণ– আমির আলির জমি; পূর্ব– সেলিম শেখের জমি; পশ্চিম– সাহানারা বিবি, রশিদ আলি মণ্ডল, নুর মহম্মদ ও অন্যদের জমি। [সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৬.০৩.২০২২ খ) ₹৪৮,৬৬,৩১৫.১৯ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ৩১.০৫.২০২২ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৯০.২০ লক্ষ খ) ₹৯.০২ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত
৪.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) শ্রীমতী কুসুম বাউরি, স্বামী– শ্রী সঞ্জয় বাউরি, ফ্ল্যাট ৩বি, ৩ নং ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫, কেদার চ্যাটার্জি লেন, পোঃঅঃ– পর্ণশ্রী, কলকাতা–৭০০০৩৪ শ্রীমতী কুসুম বাউরি, মেসার্স লিবাজ ক্রিয়েশনসের প্রোপ্রাইটর, ই৪–১৬২, নিউ শ্রীমা প্রপার্টিজ রোড, পোঃঅঃ– মহেশতলা, কলকাতা–৭০০১৪১ শ্রীমতী কুসুম বাউরি, মেসার্স লিবাজ ক্রিয়েশনসের প্রোপ্রাইটর, ই৩–৮৯, শ্রীমা প্রপার্টিজ, জলকল মহেশতলা, পোঃঅঃ– মহেশতলা, কলকাতা–৭০০১৪১ অ্যাকাউন্ট নং: ১৪৩২২০এনসি০০০০০১৬৬	সামান্য কমবেশি ০৬ কাঠা ০৪ ছটাক ২০ বর্গফুট বাস্তু জমির ওপর নির্মিত জি+৩ তলা ভবনের ৩ নং ফ্লোরের দক্ষিণ–পশ্চিম ভাগে দুটি বেডরুম, একটি কিচেন কাম ডাইনিং, একটি টয়লেট, একটি ডব্লুসি ও একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৪৯৫ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বা সামান্য কমবেশি ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ২ বিএইচকে আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৫, মৌজা– বেহালা, জে এল নং ২, পরগনা– বালিয়া, তৌজি নং ৩৪৬, আর এস নং ৮৩, সি এস খতিয়ান নং ১৪১৫ ও ১৪১৭, সি এস দাগ নং ৬৯৮৬, সমতুল্য আর এস খতিয়ান নং ৬২৩৬, আর এস দাগ নং ৮৪১৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, অ্যাসেসি নং ৪১১৩০০৯০০০৬৬, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৫, কেদার চ্যাটার্জি লেন, থানা– বেহালা, বর্তমানে পর্ণশ্রী, কলকাতা–৭০০০৩৪, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– আর এস দাগ নং ৮৪১৪ এর অংশ; দক্ষিণ– প্রেমিসেস নং ৫বি, কেদার চ্যাটার্জি লেন এবং দাগ নং ৬৯৮৫; পূর্ব– সি এস প্লট নং ৮৪১১; পশ্চিম– কেদার চ্যাটার্জি লেন। ২০২৩ সালের কনভেয়ান্স দলিল নং I–১৩৪৯ অনুযায়ী সম্পত্তিটি শ্রীমতী কুসুম বাউরির নামে রয়েছে। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১০.০১.২০২৫ খ) ₹৩০,২৬,৩৫০.৩৮ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৮.০৫.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৩৩.৫০ লক্ষ খ) ₹৩.৩৫ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত
৫.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) শ্রী কার্তিক ঘোষ, ১৪, শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ডি–১, যাদব দাস লেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হাওড়া, পিন–৭১১১০২ শ্রী কার্তিক ঘোষ, গোচটি, পশ্চিম মেদিনীপুর দাসপুর ২, খড়্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১৪৮ শ্রীমতী কেয়া ঘোষ, ১৪, শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ডি–১, যাদব দাস লেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হাওড়া, পিন–৭১১১০২ শ্রীমতী কেয়া ঘোষ, গোচটি, পশ্চিম মেদিনীপুর দাসপুর ২, খড়্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১৪৮ শ্রী অমর ঘোষ, ৩ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ডি–১, যাদব দাস লেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হাওড়া, পিন–৭১১১০২ শ্রী অমর ঘোষ, গোচটি, পশ্চিম মেদিনীপুর দাসপুর ২, খড়্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১৪৮ অ্যাকাউন্ট নং: ০৯৫২০০এনসি০০০১৪৫১০, ০৯৫২০০এনসি০০০১৪৫২৯ এবং ০৯৫২০০এনসি০০০১৪৫৩৮	সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৭ ছটাক ২৬ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখের সমানাধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত 'শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক জি+৪ তলা ভবনের ৩ নং ফ্লোরের উত্তর ভাগে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৫৮৮ বর্গফুট), তৎসহ ভবনের যাবতীয় সাধারণ এলাকা ও সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকারের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– শিবপুর, শিট, জে এল নং ১, থানা– শিবপুর, এল আর দাগ নং ২৯, এল আর খতিয়ান নং ৯৪১, ২২৮, ২৫৭, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৭ নং ওয়ার্ডের এক্তিয়ারাধীন, হোল্ডিং নং ১৪, যাদব দাস লেন, হাওড়া, পিন–৭১১১০২, এডিএসআর– হাওড়া। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১৪/১, যাদব দাস লেন; দক্ষিণ– যাদব দাস লেন; পূর্ব– ১৫/১, যাদব দাস লেন; পশ্চিম– ১৩/১, যাদব দাস লেন। এআরএ–I, কলকাতা সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ১৯০১–২০১৮, পৃষ্ঠা নং ২২৮৯৯২ থেকে ২২৯০৩৩–তে নথিভুক্ত ২০১৮ সালের দলিল নং ১৯০১০৫৫০৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক শ্রী কার্তিক ঘোষ এবং শ্রীমতী কেয়া ঘোষ। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৪.০২.২০২৫ খ) ₹২৯,২৫,৮০১.০৭ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৮.০৫.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২০.৮০ লক্ষ খ) ₹২.০৮ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত
৬.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) শ্রী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা– শ্রী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪/৪২, ১ নং মতিলাল কলোনি, দমদম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০০২৮ শ্রী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা– শ্রী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হোল্ডিং নং ৫৭২/১, ওয়ার্ড নং ২২, বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটি, ৪৪৭/বি, নেতাজি কলোনি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বরানগর, কলকাতা–৭০০০৯০ অ্যাকাউন্ট নং: (১) ০০৭৫২০এনসি০০০০০১০৪ এবং (২) ০০৭৫২০এনসি০০০০০১০৪	সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৪ ছটাক ২০ বর্গফুট বাস্তু জমির ওপর নির্মিত লিফটের সুবিধাবিহীন সম্পূর্ণ খাড়া ৩ তলা ভবনের (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ২৭০০ বর্গফুট) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এলওপি নং ৪৪৭/বি, এস পি নং ৬০৯, সি এস প্লট নং ৬৩৭ (অংশ), জে এল নং ৮, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৭৪০, মৌজা– নৈনান, এল আর খতিয়ান নং ২, থানা– বরানগর, বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির ২২ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ৫৭২/১, ৪৪৭/বি, নেতাজি কলোনি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা এবং এর অ্যাসেসি নং ১২০১২০২০০৪৬১৩, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ। এআরএ–III, কলকাতা সমীপে নথিভুক্ত ২০২২ সালের দলিল নং I–৬৩৪০/২০২২ অনুযায়ী সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– রাস্তা; দক্ষিণ– ই পি নং ৪৪৭৪; পূর্ব– ই পি নং ৪৪৮ ও ৪৪৯; পশ্চিম– দাগের জমি, রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৬.০৮.২০২৪ খ) ₹৫১,৪৩,১৮১.০০ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ২১.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৫৩.৩০ লক্ষ খ) ₹৫.৩৩ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত
৭.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) শ্রীমতী রেণুকা মাঝি, স্বামী– গোপাল মাঝি (ওরফে প্রয়াত গোপাল চন্দ্র মাঝি), ১০এন, কৃষ্ট (কৃষ্ণ) মল্লিক লেন, বেলগাছিয়া, কলকাতা–৭০০০৩৭ শ্রী মৃণাল কান্তি মাঝি, পিতা– গোপাল মাঝি (ওরফে প্রয়াত গোপাল চন্দ্র মাঝি), ১০এন, কৃষ্ট (কৃষ্ণ) মল্লিক লেন, বেলগাছিয়া, কলকাতা–৭০০০৩৭ শ্রী রজনী কান্ত মাঝি, পিতা– গোপাল মাঝি (ওরফে প্রয়াত গোপাল চন্দ্র মাঝি), ১০এন, কৃষ্ট (কৃষ্ণ) মল্লিক লেন, বেলগাছিয়া, কলকাতা–৭০০০৩৭ মেসার্স জনতা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কস, প্রোপ্রাইটর: প্রয়াত গোপাল মাঝি (ওরফে প্রয়াত গোপাল চন্দ্র মাঝি), পিতা– প্রয়াত শরদিন্দু মাঝি, ৭৩এ, ক্ষুদিরাম বসু সরণি, বেলগাছিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৭ মেসার্স জনতা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কস, প্রোপ্রাইটর: প্রয়াত গোপাল মাঝি (প্রয়াত মৃত গোপাল চন্দ্র মাঝি), পিতা– প্রয়াত শরদিন্দু মাঝি, ৭৫এ, ক্ষুদিরাম বসু সরণি, বেলগাছিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৭ মেসার্স জনতা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কস, প্রোপ্রাইটর: প্রয়াত গোপাল মাঝি (ওরফে প্রয়াত গোপাল চন্দ্র মাঝি), পিতা– প্রয়াত শরদিন্দু মাঝি, ১০এন, কৃষ্ট (কৃষ্ণ) মল্লিক লেন, বেলগাছিয়া, কলকাতা–৭০০০৩৭ শ্রীমতী উমা মাঝি, পিতা– পিতা– গোপাল মাঝি (ওরফে প্রয়াত গোপাল চন্দ্র মাঝি), ১০এন, কৃষ্ট (কৃষ্ণ) মল্লিক লেন, বেলগাছিয়া, কলকাতা–৭০০০৩৭ অ্যাকাউন্ট নং: (১) ০০৮২২৫০০০০০২৮ এবং (২) ০০৮২২০ইজি০০০০০০৭৫	সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের জমিতে ১১০০×৩ = ৩৩০০ বর্গফুট আয়তনের তিনতলা আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১০এন, কৃষ্ণ মল্লিক লেন, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, ডিভিশন–১, সাব ডিভিশন–৭, হোল্ডিং নং ২৩, ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম, থানা– উল্টাডাঙা, এডিএসআর শিয়ালদহ–এর অধিক্ষেত্রাধীন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ০৩ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– বেলগাছিয়া, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বই নং I–, সিডি ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২৭০৮ থেকে ২৭২৮–তে নথিভুক্ত ২০০৯ সালের দলিল নং I–৬২১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক গোপাল চন্দ্র মাঝি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১২ ফুট চওড়া কৃষ্ণ মল্লিক লেন; দক্ষিণ– অনাথ দেব এস্টেটের সম্পত্তি; পূর্ব– ১০পি, কৃষ্ণ মল্লিক লেন। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ২৬.০৬.২০২৪ খ) ₹৪৫,৭১,৯০৯.৩৫ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১১.০৫.২০২৬ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৫২.৪০ লক্ষ খ) ₹৫.২৪ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত
৮.	শাখা: এআরএমবি কলকাতা নর্থ (৮২৬৬০০) মিঃ বিষ্ণু প্রামাণিক, পিতা– প্রয়াত গোষ্ঠ প্রামাণিক, জোকা নবপল্লী, শান্তি পল্লী, থানা– ঠাকুরপুকুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১০৪ মিসেস তাপসী প্রামাণিক, জোকা নবপল্লী, শান্তি পল্লী, থানা– ঠাকুরপুকুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১০৪ অ্যাকাউন্ট নং: (১) ০৯৫৬০০৯৯০০০০০১১০ এবং (২) ০৯৫৬০০এনসি০০০০৪৫৯৩	৮ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য এজমালি অধিকার সমেত নিম্নোক্ত ২ কাঠা ৬ ছটাক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কালুয়া, জে এল নং ২২, আর এস নং ৩৩৬, খতিয়ান নং ৭১২, দাগ নং ৮৫৪, জোকা, নবপল্লী, শান্তি পল্লী, থানা– ঠাকুরপুকুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১০৪, ২০০৩ সালের বিক্রয় দলিল নং I–২৪৭১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ বিষ্ণু প্রামাণিক, পিতা– প্রয়াত গোষ্ঠ প্রামাণিক। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– দাগ নং ৮৫৪ সংবলিত অবশিষ্ট জমি; দক্ষিণ– দাগ নং ৮৫৪ সংবলিত অবশিষ্ট জমি; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর; পশ্চিম– দাগ নং ৮৫৬ সংবলিত জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১০.১০.২০২২ খ) ₹২৫,৪৮,৮৭৪.৩৫ + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১৬.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৩১.৫০ লক্ষ খ) ₹৩.১৫ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **https://baanknet.com/** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com/ এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।
৫. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি এবং তার বিবরণ সম্পর্কে পরিদর্শন এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব বিডারদের ওপরেই বর্তাবে। নিলামে তোলা সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলির পরিদর্শনে আগ্রহী বিডারদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নথিপত্র এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত সাইটে এসে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কের জানা অন্য কোনও দায়ভার: জানা নেই। অনুমোদিত আধিকারিক বা ব্যাঙ্ক ই–নিলামকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও প্রকার চার্জ, লিয়েন, দায়ভার বা অন্য কোনও ধরনের বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। ইচ্ছুক বিডারকে সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি–সহ অস্থাবর সম্পত্তির দায়ভার সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. সুরক্ষিত সম্পত্তি নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে বিক্রি করা হবে না।
৭. সফল বিডারকে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ), জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক বাদ দিয়ে, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তফসিলভুক্ত কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা ইস্যু করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে 'দি অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক'–এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত অর্থাঙ্ক ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং অনুমোদিত আধিকারিক সম্পত্তি নতুনভাবে নিলাম/ বিক্রির স্বাধীনতা পাবেন এবং খেলাপকারী বিডারের বাজেয়াপ্ত অর্থাঙ্ক ও সম্পত্তির ওপর কোনও দাবি থাকবে না।
৮. সফল বিডার দ্বারা ব্যাঙ্ককে বিক্রয়মূল্য প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১–এর ধারা ১৯৪–১এ অধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং টিডিএস শুধুমাত্র সফল বিডারকে অবশিষ্ট ৭৫% বিড পরিমাণ/ সম্পূর্ণ বিড পরিমাণ জমা দেওয়ার সময় করতে হবে।
৯. অনুমোদিত আধিকারিক যদি গ্রহণযোগ্য না মনে করেন, তবে যে কোনও বিড গ্রহণ বা সমস্ত বিড বাতিলের অথবা কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত/ বাতিল/ মুলতবি/ বন্ধ করার বা নিলামের শর্তাবলি পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।
১০. বিড জমা দেওয়া এবং ই–নিলাম বিক্রয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আগে ই–নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, **অনুগ্রহপূর্বক এখানে যোগাযোগ করবেন: শ্রী বিবেকানন্দ ঝা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং: ৯৪৭৫৫৫৮৯৬৩; শতাব্দী রায়, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৯৮৩১২৮৫৯৪২; কৃষ্ণেন্দু সরকার, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৯১০৮২৬৩৯৩; চন্দন হালদার, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৩৩৫৮৮৯২২২।**

তারিখ: ২২.০৫.২০২৬; স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা**

০৮.০৬.২০২৬ তারিখের নিলামের ক্ষেত্রে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে লট নং ১ থেকে ৮–এর ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পঞ্জাব নैশনল বैंক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিও এসএএম, সার্কল অফিস, কলকাতা নর্থ, সল্ট লেক সেক্টর-১, ব্লক-ডিডি-১১, কলকাতা-৭০০০৬৪,
ই-মেল: COKOLNORTHSAM@PNB.BANK.IN

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লট নং	ই-নিলামের তারিখ	ই-নিলামের সময়সীমা
১ থেকে ৮	০৮.০৬.২০২৬	সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচের টেবিলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিশদ
১	ক) ডানলপ ব্রিজ পূর্বতন ওবিসি (০৮১৮১০) খ) মেসার্স এস এস ট্রেডিং প্রোপ্রাইটর:-শ্রী সুরজিৎ পোড়েল প্রেমিসেস নং ১ নওদাপাড়া রোড (সাউথ), আড়িয়াদহ, কলকাতা ৭০০০৫৭ শ্রী সুরজিৎ পোড়েল, প্রেমিসেস নং ১ নওদাপাড়া রোড (সাউথ), আড়িয়াদহ, কলকাতা ৭০০০৫৭	সামান্য কমবেশি ১২১ বর্গফুট আয়তনের একতলার একটি দোকানের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১, সাউথ নওদাপাড়া রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা ৭০০০৫৭, মৌজা- আড়িয়াদহ-কামারহাটি, নিজ-গ্রাম- আড়িয়াদহ, থানা- বেলঘরিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে এল নং ১, আর এস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, দাগ নং ৩৫১৫, ৩৫১৬, ৩৫১৭ এর অন্তর্ভুক্ত, খতিয়ান নং ১১১০ এর অধীনে, কামারহাটি পুরসভার সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং ৪৮০ (পুরানো) নতুন ১১৫৫/১। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- সাধারণ চলাচলের রাস্তা এবং তার পরে মায়া রানি পোড়েলের সম্পত্তি; দক্ষিণ- বি এল ঘোষ রোড এবং শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ ও অন্যান্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- মায়ারানি পোড়েলের সম্পত্তি; পশ্চিম- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১০.১২.২০১১ খ) ₹৬,৪২,৮২৪.৩০/- ৩১.১২.২০০৯ অনুসারে + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ২৫.০৬.২০১২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৫,২৮,০০০/- খ) ₹৫৩,০০০/- গ) ₹১০,০০০/-	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	ক) শাখা অফিস: উল্টোডাঙ্গা (০০৭৯২০) খ) শ্রী গৌরব পাল, পিতা- গৌতম পাল, ১৩-এ/৪৭, আরিফ রোড, মুচিবাজার, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০০৬৭ শ্রী গৌরব পাল, পিতা- গৌতম পাল, মেসার্স ওয়েল টেক ইন্ডিয়া, ১/১এ/১, জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৭০০০৬৭ শ্রীমতী মৌসুমী পাল, পিতা- অজিত কুমার পালচৌধুরী, মেসার্স ওয়েল টেক ইন্ডিয়া, ১/১এ/১, জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৭০০০৬৭ শ্রীমতী মৌসুমী পাল, পিতা- অজিত কুমার পালচৌধুরী, ১৩-এ/৪৭, আরিফ রোড, মুচিবাজার, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০০৬৭ শ্রী গৌরব পাল, পিতা- গৌতম পাল, ফ্ল্যাট নং ৪ই, ফ্লোর নং ৪, ব্লক ১বি৭, থানা- কাশীপুর, পোঃঅঃ- পিঠাপুকুর, ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০২ শ্রীমতী মৌসুমী পাল, পিতা- অজিত কুমার পালচৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ৪ই, ফ্লোর নং ৪, ব্লক ১বি৭, থানা- কাশীপুর, পোঃঅঃ- পিঠাপুকুর, ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০২	জি+4 তলা বিল্ডিং এর অবিভক্ত সমানুপাতিক জমির ভাগ-সহ ব্লক ১বি৭, প্রিসিঙ্কট-১০-এর অধীনে ৪ নং ফ্লোরে ৪ই নং একটি ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫১ বর্গফুট যাতে ১টি বেডরুম, ১টি বসার/খাওয়ার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি শৌচালয়, ১টি বারান্দা রয়েছে, তৎসহ ব্লক ১বি৭-তে আনুমানিক ২৪২৪ বর্গফুট আয়তনের একটি দু চাকার পার্কিং স্পেস নং টিডব্লিউ৩১-এর সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সাতুলি, জে এল নং ৪৯, এল আর খতিয়ান নং ২১২৯, ২১৬৬ এবং ২১৭৫, এল আর / আর এস দাগ নং ১৩৬০(পি), ১৩৬১/২২৪৬(পি), ১৩৬২(পি), ১৩৬৩(পি), ১৩৬৪(পি), ১৩৬৫, ১৩৬৬(পি), ১৩৬৭(পি), ১৩৫৯(পি), ১৩৭০(পি), ১৩৬৮(পি) এবং ১৪২২(পি), থানা- কাশীপুর (পূর্বে ভাঙড়), পোঃঅঃ- পিঠাপুকুর, ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভাঙড় বি এল এবং এল আর ও অফিসে প্রয়াত গৌতম পাল, পিতা- প্রয়াত অজিত কুমার পালের নামে রেকর্ড করা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- আর এস দাগ নং ১৩৬০(পি) এবং ১৩৬১(পি); দক্ষিণ- ১২ মিটার চওড়া সাধারণ চলাচলের রাস্তা; পূর্ব- আর এস দাগ নং ১৩৬৩, ১৩৬২ এবং ১৩৬৪; পশ্চিম- দাগ নং ১৩৫৯, ১৩৬৬, ১৩৬৭ এবং ১৩৭০। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৪.০২.২০২৩ খ) ₹৯,৬১,৭৮৫.৪২/- ১৩.০২.২০২৩ অনুসারে + পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০৩.০৭.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৬,৯০,০০০/- খ) ₹৭০,০০০/- গ) ₹১০,০০০/	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	এসএ নং ৯৭১/২০২৩, আইএ নং ২৫৯/২০২৪, আই এ নং ২৬০/২০২৪
৩	ব্রাঞ্চ অফিস বিরাটি (সল আইডি : ১৫২১২০) মেসার্স জে এম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোঃ- মহঃ আবুল হোসেন মহঃ আবুল হোসেন, মেসার্স জে এম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রোপ্রাইটর পিতা মহঃ আবু তালেব, মহঃ আবু তালেব, পিতা রমজান আলি, মহঃ জাফর আলি, পিতা রমজান আলি, সকলের ঠিকানা: গ্রাম-পূর্ব ইছাপুর, পোঃ-কদম্বগাছি, থানা বারাসত, দত্তপুকুর, এফ পি স্কুল, কদম্বগাছি, কলকাতা-৭০০১২৫	নিম্নোক্তের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: নিম্নোক্ত জমি এবং একতলা বাড়ি, মৌজা- পূর্ব ইছাপুর, দক্ষিণ পাড়া, পোঃঅঃ- কদম্বগাছি, থানা- দত্তপুকুর, কলকাতা-৭০০১২৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রে সা নং ১৩৩, জে এল নং ১১১, সাবেক তৌজি নং ১৪৬, হাল ১২, আর এস খতিয়ান নং ৪১২, এল আর খতিয়ান নং ৭১০, আর এস/ এল আর দাগ নং ৩৯৫, কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত, ডাঙ্গা জমি (ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাস্তু জমি), পরিমাপ- ৩.২৫ শতক অর্থাৎ, ০২ কাঠা, স্বত্বাধিকারী মহঃ আবু তালেব, পিতা- মহঃ রমজান আলি, ২০০৯ সালের বিক্রয় দলিল নং ৬৯৬৪ অনুযায়ী এবং ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট মাপের জমি যার স্বত্বাধিকারী (১) মহঃ আবু তালেব এবং (২) মহঃ জাফর আলি, উভয়ের পিতা- মহঃ রমজান আলি, ১৯৯৪ সালের বিক্রয় দলিল নং I-৮২৬ অনুযায়ী। চৌহদ্দি: উত্তর- আসরব আলির ফাঁকা জমি; দক্ষিণ- আবু তালেব এবং রোশন আলির বাড়ি; পূর্ব- ১৭ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; পশ্চিম- ইয়াসিন আলির বাড়ি। [সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলাধীন]	ক) ২২.০৬.২০২১ খ) ₹১৩,৫৪,৮২০.০০ + উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১৬.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৯,৯০,০০০/- খ) ₹১,৯৯,০০০/- গ) ₹১০,০০০/-	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	ক) বৌবাজার (সল আইডি ০২৯২১০) খ) মিঃ মহিবর মোল্লা, পিতা মরহুম খোদাবক্স মোল্লা, গ্রাম চিনিপুকুর, পোঃঅঃ সোনেপুর, থানা কাশীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৩৫ মিঃ মহিবর মোল্লা, পিতা মরহুম খোদাবক্স মোল্লা, জুনায়েদ আয়ুর্বেদ সেবা কেন্দ্র, চিনিপুকুর মোড়, পোঃঅঃ সোনেপুর, থানা কাশীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৩৫	সামান্য কমবেশি ০৩ ডেসিমেল জমির ওপর নির্মিত বিল্ডিং এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, মৌজা- রামপুর, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪২০, ৪২১, এল আর খতিয়ান নং ২৬৭, জে এল নং ৬৪, তৌজি নং ৫৮৬, থানা- কাশীপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, এ ডি এস আর ভাঙড়, ২০১৮ সালের দলিল নং I-১৬২১০১২৭৭, বই নং ১, ভলিউম নং ১৬২১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৫১৩৪৪ থেকে ৫১৩৭০ অনুযায়ী মহিবর মোল্লার নামে নিবন্ধিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- হোসেন আলি মোল্লার সম্পত্তি এবং অংশত সাধারণ চলাচলের রাস্তা; দক্ষিণ- মহিবর মোল্লার সম্পত্তি; পূর্ব- দিদারবক্স মোল্লার সম্পত্তি; পশ্চিম- মহিবর মোল্লার সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০৫.০৮.২০২৫ খ) ₹৭,১৩,২৩৮.১৮/- + উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১৬.১২.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৫,৬২,০০০/- খ) ₹৫৭,০০০/- গ) ₹১০,০০০/-	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	ক) কলকাতা বাগুইআটি (সল আইডি ৭৮৭০০০) খ) মহঃ ইসরাইল, পিতা মহঃ ভুল্লু, ৮৩ই/১বি/এইচ/২৭, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা ৭০০০৩৭ মহঃ ইসরাইল, পিতা মহঃ ভুল্লু, ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫ম তলা, সাতগাছি, হোল্ডিং নং ১৮৫, বাপুজি কলোনি, থানা দমদম, কলকাতা ৭০০০২৮	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ৬ ছটাক ৩৮ বর্গফুট জমির ওপর নির্মিত, টাইলস ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সহ, সামান্য কমবেশি ৪২৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, সামান্য কমবেশি ৪৭১ বর্গফুট কভারড এরিয়া অর্থাৎ সামান্য কমবেশি ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট পঞ্চম ফ্লোরে ১ টি শোবার ঘর, ১ টি ডাইনিং কাম রান্নাঘর, ১ টি শৌচালয়, ১ টি বারান্দা সম্বলিত ৫বি নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দক্ষিণ দমদম পুরসভার সীমানার মধ্যে, মৌজা- সাতগাছি, আর এস দাগ নং ১৬৫৫(পি) এর অংশ, ই/পি নং ১৪৭ এবং ১৪৮, এস পি নং ১৬৪ এবং ১৬৫ এর অন্তর্ভুক্ত, জে এল নং ২০, হোল্ডিং নং ১৮৫, বাপুজি কলোনি, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা- দমদম, এ ডি এস আর কাশীপুর এর এক্তিয়ারভুক্ত, দমদম, কলকাতা ৭০০০২৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, ২০২৪ সালের বিক্রয় দলিল নং I-১৫০৬০৩১৭৫, বই ১, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৪, পৃষ্ঠা ৯৯৪১৪ থেকে ৯৯৪৪৩ অনুযায়ী নিবন্ধিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- ২০ ফুট চওড়া বাপুজি কলোনি রোড; পূর্ব- বিনয় সরকারের জমি; পশ্চিম- হীরালাল সরকারের জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ২৯.১০.২০২৫ খ) ₹১৯,১০,৬২২.৩৭/- + উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ৩১.০১.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২০,৫২,০০০/- খ) ₹২,০৬,০০০/- গ) ₹১০,০০০/-	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬.	ক) কলকাতা গড়পার (সল আইডি ১৯৬৩০০) খ) প্রয়াত পার্থ সেনের আইনি উত্তরাধিকারীগণ (যেহেতু মৃত), গ্রাম এবং পোঃঅঃ তিলুড়ি, থানা শালতোড়া জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২২১৫৩ প্রয়াত পার্থ সেনের আইনি উত্তরাধিকারীগণ (যেহেতু মৃত), শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, এ/১৪৬, সেন্ট্রাল রোড, এইচ বি টাউন, সোদপুর, বিজয়পুর ক্লাব, কলকাতা ৭০০১১০ মিঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, ৫/এ, বৈদ্য পাড়া, ৩৬জি বারাসাত রোড, ৩০ গোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১১১	বহুতল বিল্ডিং এর ৪র্থ ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৭৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ২টি শোবার ঘর, ১ টি রান্নাঘর, ১ টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি শৌচালয় এবং ১টি বারান্দা সম্বলিত ডি নং একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার নাম এবং ধরন শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট যার স্থিতি ও বিবরণ: পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩১ এর অধীনে, মৌজা- সোদপুর, জে এল নং ৮, স্কিম প্লট নং ১৪৬, ব্লক এ, সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে আর এস প্লট নং ৮৪৪ এর অংশ, খতিয়ান নং ৯৪১, থানা- খড়দহ, এ ডি এস আর সোদপুর এর এক্তিয়ারভুক্ত, হোল্ডিং নং ১৯, সেন্ট্রাল রোড, এইচ বি টাউন, সোদপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড- ৭০০১১০। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- স্কিম প্লট নং ১৪৫ দ্বারা; পূর্ব- স্কিম প্লট নং ১৫৪ দ্বারা; দক্ষিণ- স্কিম প্লট নং ১৪৭ দ্বারা; পশ্চিম- ৩০ ফুট চওড়া এইচ বি টাউন সেন্ট্রাল রোড দ্বারা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ০৮.০২.২০২৩ খ) ₹১৬,০১,৭৪৭.০০/- + উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ০২.০৫.২০২৩ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ₹১৭,৪৬,০০০/- খ) ₹১,৭৫,০০০/- গ) ₹১০,০০০/-	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭.	ক) সল্টলেক সেক্টর ১ শাখা (সল আইডি ০৯৫২০০) খ) শ্রী রোহিত খন্ডেলওয়াল, পিতা গোপাল দাস খন্ডেলওয়াল, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট ফার্স্ট ফ্লোর, এ ই ৪, রবীন্দ্র পল্লী, কেষ্টপুর, প্রফুল্ল কানন, কলকাতা ৭০০১০১, শ্রীমতি সোনাল খন্ডেলওয়াল, স্বামী রোহিত খন্ডেলওয়াল, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট ফার্স্ট ফ্লোর, এ ই ৪, রবীন্দ্র পল্লী, কেষ্টপুর, প্রফুল্ল কানন, কলকাতা ৭০০১০১, শ্রী রোহিত খন্ডেলওয়াল, পিতা গোপাল দাস খন্ডেলওয়াল প্রেমিসেস নং ৩১৪, পি এন মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড, ওয়ার্ড নং ১১৬, কলকাতা ৭০০০৫৩, শ্রীমতি সোনাল খন্ডেলওয়াল, স্বামী রোহিত খন্ডেলওয়াল, প্রেমিসেস নং ৩১৪, পি এন মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড, ওয়ার্ড নং ১১৬, কলকাতা ৭০০০৫৩	সামান্য কমবেশি ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ১৮ বর্গফুট বাস্তু জমির ওপর নির্মিত তিন তলা বিল্ডিং এর সম্পূর্ণ ফার্স্ট ফ্লোরে আনুমানিক ৯৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট দুটি শোবার ঘর, একটি লিভিং কাম ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি শৌচালয় এবং একটি বারান্দা সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের (৪ বছরের পুরানো) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: কে এম সি (এস এস ইউনিট) এর সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১১৬, মৌজা- ইটালঘাটা, জে এল নং ১০, আর এস নং ১৮৫, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৩, আর এস খতিয়ান নং ১১৪ এর অন্তর্ভুক্ত আর এস দাগ নং ১৮৫ এবং ১৮৬, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস- বেহালা, প্রেমিসেস নং ৩১৪, পি এন মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড, কলকাতা ৭০০০৫৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (এস)। সম্পত্তিটি রোহিত খন্ডেলওয়ালের নামে আছে এবং ২০২০ সালের বিক্রয় দলিল ১-১৯০৪০২৩০২, বই ১, ভলিউম নং ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ১২০৭৫৭ থেকে ১২০৭৯৫ অনুযায়ী নিবন্ধিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- লালন কুমার ঝায়ের জমি ও বাড়ি দ্বারা; দক্ষিণ- ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের রাস্তা দ্বারা; পূর্ব- প্রধান চন্দ্র মাহালীর জমি দ্বারা; পশ্চিম- সুন্দর কোয়েনের জমি ও বাড়ি দ্বারা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ২৯.১০.২০২৫ খ) ₹২৯,৪৩,০৫৬.০০/- + উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ২২.০১.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩২,১০,০০০/- খ) ₹৩,২১,০০০/- গ) ₹১০,০০০/-	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮.	ক) বরানগর (সল আইডি ০০৭৮২০) খ) শ্রী প্রহর চ্যাটার্জি, পিতা শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জি, প্রেমিসেস নং ৭১, ফ্ল্যাট নং এ২, অতুল কৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন, বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৬ শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত পঞ্চানন চ্যাটার্জি, প্রেমিসেস নং ৭১, ফ্ল্যাট নং এ২ অতুল কৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৬, শ্রী প্রহর চ্যাটার্জি, পিতা শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জি, হোল্ডিং নং ৪৩৫, প্রেমিসেস নং ০৮, পরম্পরা অ্যাপার্টমেন্ট, শিব চন্দ্র সার্বভৌম লেন, কলকাতা ৭০০০৩৬, শ্রী প্রহর চ্যাটার্জি, পিতা শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জি, ১২/১, নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রিট, পোঃঅঃ এবং থানা বরানগর, কলকাতা ৭০০১০৮, শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত পঞ্চানন চ্যাটার্জি, ১২/১, নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রিট, পোঃঅঃ এবং থানা বরানগর, কলকাতা ৭০০১০৮ শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত পঞ্চানন চ্যাটার্জি, হোল্ডিং নং ৪৩৫, প্রেমিসেস নং ০৮, পরম্পরা অ্যাপার্টমেন্ট, শিব চন্দ্র সার্বভৌম লেন, কলকাতা ৭০০০৩৬	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১০ ছটাক আয়তনের বাস্তু জমির ওপর নির্মিত বিল্ডিংয়ের উত্তর পূর্ব দিকে প্রথম ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৭৫০ বর্গফুট আয়তনের (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচালয়, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং এবং একটি বারান্দা সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: বরানগর পুরসভার অধীনে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এডিএসআর কাশীপুর দমদম অফিসের অন্তর্গত, মৌজা- বরানগর, খতিয়ান নং ১৫২৯, দাগ নং ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩২৯, ৫৩৩১, ৫৩৩৪, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, জে এল নং ৫, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, প্রেমিসেস নং ৮, শিব চন্দ্র সার্বভৌম লেন, পোঃঅঃ এবং থানা- বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৬। প্রহর চ্যাটার্জি এবং শ্যামল চ্যাটার্জির নামে ২০১৪ সালের কনভেয়ান্স দলিল নং ০৬৫০৬, বই নং ১, ভলিউম নং ৩১, পৃষ্ঠা ২১৮ থেকে ২৪৫ অনুযায়ী সম্পত্তিটি নিবন্ধিত। বিল্ডিংটির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন; দক্ষিণ- ২৮, এ কে ব্যানার্জী লেন এবং ৭, এস সি এস লেন; পূর্ব- ৬/১, ৬/২, ৬/১/১, এস সি এস লেন; পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০৭.০৮.২০২৫ খ) ₹৫,৩৪,৪৩৬.২৬ + উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ২৪.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৭,১৪,০০০/- খ) ₹১,৭২,০০০/- গ) ₹১০,০০০/-	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **https://baanknet.com/** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com/** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।
৫. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি এবং তার বিবরণ সম্পর্কে পরিদর্শন এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব বিডারদের ওপরেই বর্তাবে। নিলামে তোলা সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলির পরিদর্শনে আগ্রহী বিডারদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নথিপত্র এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত সাইটে এসে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কের জানা অন্য কোনও দায়ভার: জানা নেই। অনুমোদিত আধিকারিক বা ব্যাঙ্ক ই-নিলামকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও প্রকার চার্জ, লিয়েন, দায়ভার বা অন্য কোনও ধরনের বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। ইচ্ছুক বিডারকে সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি-সহ অস্থাবর সম্পত্তির দায়ভার সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. সুরক্ষিত সম্পত্তি নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে বিক্রি করা হবে না।
৭. সফল বিডারকে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ), জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক বাদ দিয়ে, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তফসিলভুক্ত কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা ইস্যু করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে 'দি অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক'-এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত অর্থাঙ্ক ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং অনুমোদিত আধিকারিক সম্পত্তি নতুনভাবে নিলাম/ বিক্রির স্বাধীনতা পাবেন এবং খেলাপকারী বিডারের বাজেয়াপ্ত অর্থাঙ্ক ও সম্পত্তির ওপর কোনও দাবি থাকবে না।
৮. সফল বিডার দ্বারা ব্যাঙ্ককে বিক্রয়মূল্য প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪-১এ অধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং টিডিএস শুধুমাত্র সফল বিডারকে অবশিষ্ট ৭৫% বিড পরিমাণ/ সম্পূর্ণ বিড পরিমাণ জমা দেওয়ার সময় করতে হবে।
৯. অনুমোদিত আধিকারিক যদি গ্রহণযোগ্য না মনে করেন, তবে যে কোনও বিড গ্রহণ বা সমস্ত বিড বাতিলের অথবা কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত/ বাতিল/ মুলতবি/ বন্ধ করার বা নিলামের শর্তাবলি পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।
১০. বিড জমা দেওয়া এবং ই-নিলাম বিক্রয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক এখানে **যোগাযোগ করবেন: শ্রী রাজেশ সিং, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল: ৭৪৬৩০৯৫১১১, শ্রী অজিত কুমার পাণ্ডে, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৪০৬০১৫৫৪৪, শ্রীমতী সোমদত্তা এন মজুমদার, ম্যানেজার, মোবাইল: ৮৭৯৪৯৩৯১৮৩, সঞ্জিত দে, ম্যানেজার, মোবাইল: ৯০০২৪৪৫৭২০।**

তারিখ: ২২.০৫.২০২৬; স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা**

০৮.০৬.২০২৬ তারিখের নিলামের ক্ষেত্রে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে লট নং ১ থেকে ৮-এর ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

মেসার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক Lochhipur & Sijua (MIN_JH_35A) Sand Mine, MIN_JH_35B_I Sand Mine and MIN_JH_35B_II Sand Mine ২৮.০৫.২০২৬ তারিখের জনশুনানির জন্য 'আজকাল' পত্রিকায় গত ০৮.০৫.২০২৬ তারিখে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে শুনানির স্থান ছাপা হয়েছিল 'গোপিবল্লভপুর ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসের কার্যালয়, বেলিয়াবেড়া ঝাড়গ্রাম জেলার অধীন, পশ্চিমবঙ্গে' এখন **'বিনপুর-১ ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসের প্রাঙ্গণ, লালগড় ঝাড়গ্রাম জেলার অধীন, পশ্চিমবঙ্গে'** পড়তে হবে।

সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('উক্ত রুলসমূহ')-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) ('উক্ত অ্যাক্ট')-এর ১৩(১২) ধারার সংস্থানাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ট্রাস্টগুলির ট্রাস্টিরূপে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কার্যরত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে নীচের টেবিলে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং জনসাধারণের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে 'যেখানে আছে, যেমন আছে ও যা কিছু আছে' ভিত্তিতে এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)-এর নাম	এলএএন নং/ ট্রাস্টের নাম/ ব্যাঙ্কের নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
ঋণগ্রহীতা: মিজানুর শেখ সহ-ঋণগ্রহীতা: অস্মিনতারা খাতুন এবং শাহানুর শেখ	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ২০০০৭৮২০০০০০৩১ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹৬,১০,১৬৭.৬৭ (ছয় লক্ষ দশ হাজার একশো সাতষট্টি টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা মাত্র), ২৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ২৫.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ৩০.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- নদিয়া, থানা- চাকদহ, জে এল নং ১১৬, মৌজা- তেঁতুলবেড়িয়া, আরএস ও এলআর দাগ নং ৭২৮ ও ৭২৯, এলআর খতিয়ান নং ৪১৮/১, গ্রাম পঞ্চায়েত- রাউতারি, পরিমাপ কমবেশি ১৫ ডেসিমেল			
ঋণগ্রহীতা: কিয়ামত আলি শেখ সহ-ঋণগ্রহীতা: নুরজাহান বিবি	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ৭১১৮০০০০০০১৫৩৮ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹৪,০৬,৫১৬.৫৭ (চার লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো ষোলো টাকা এবং সাতান্ন পয়সা মাত্র), ৩০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ৩১.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ৩০.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ৯ ডেসিমেল যার সুপার-বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি ৬৫৬ বর্গফুট যা অবস্থিত মৌজা- পূর্ব পণ্ডিতপুর, জে এল নং ৩৮, তৌজি নং ০৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৫৭, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৬৪০, জেলা- নদিয়া, থানা- ধুবুলিয়া, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ (দলিল অনুযায়ী): পূর্ব দিকে- চলাচলের সাধারণ পরিসর; পশ্চিম দিকে- দাতার সম্পত্তি; উত্তর দিকে- দাতার সম্পত্তি; দক্ষিণ দিকে- মদন মণ্ডল ও অন্যদের সম্পত্তি, ৮ ফুট চওড়া			
ঋণগ্রহীতা: লিটন শিকদার সহ-ঋণগ্রহীতা: অপর্ণা শিকদার	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ৭১১৯০০০০০০৯৯৭৪ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹১২,৫৪,৩৫৩.৬০ (বারো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো তিপ্পান্ন টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র), ০৭.১১.২০২৩ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৮.১১.২০২৩ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ১৪.১২.২০২৩	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা অবস্থিত প্লট নং ১৩৫৬ অধীনে এলআর খতিয়ান নং ৪৮৫৩, জে এল নং ১২৬, মৌজা- আসাননগর, গ্রাম পঞ্চায়েত- আসাননগর অধীনে থানা- ভীমপুর জেলা নদিয়ায়, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, উক্ত জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- নির্মল সরকারের ফাঁকা জমি; পূর্ব- কানন বালা বিশ্বাস, পশ্চিম- কানাইলাল মণ্ডল			
ঋণগ্রহীতা: সুরঞ্জিৎ ঘোষ সহ-ঋণগ্রহীতা: সান্ত্বনা ঘোষ এবং প্রসেনজিৎ ঘোষ	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ২০০০৭৮১০০০০৪৭৮ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹৮,৮৬,৯৮৯.০২ (আট লক্ষ ছিয়াশি হাজার নশো ঊননব্বই টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র), ২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ২২.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২১.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা অবস্থিত জেলা- নদিয়া, থানা এবং এডিএসআর- রানাঘাট, জে এল নং ১৫৩, মৌজা- আনুলিয়া, তৌজি নং ৩৫৫০, আরএস দাগ নং ১৭৩ অনুরূপ আরএস খতিয়ান নং ৫৯৪, এলআর দাগ নং ২৫১ অনুরূপ এলআর খতিয়ান নং ৭৫৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৮১০, আনুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা তৎসহ এর ওপর অবস্থিত একটি একতলা বাড়ি, পরিমাপ কমবেশি ৪৭০ বর্গফুট পাকা মেঝে সহ এবং উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ (দলিল অনুযায়ী): পূর্ব দিকে- শিমু কর্মকারের বাড়ি, উত্তর দিকে- উত্তম কর্মকারের জমি; দক্ষিণ দিকে- ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিম দিকে- নির্মল কর্মকারের বাড়ি			
ঋণগ্রহীতা: ইলিয়াস মণ্ডল সহ-ঋণগ্রহীতা: তনুজা মণ্ডল	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ২০০০৭৮২০০০০০৩৬ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹১২,৯৮,৫৪০.৩২ (বারো লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র), ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত ভিটি জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ১০৬৯৬ ডেসিমেল যা অবস্থিত মৌজা- নরপতি পাড়া, দাগ নং ১৭৩, এলআর খতিয়ান ১৯৮, জে এল নং ১০৩, তৌজি নং ১২, গ্রাম পঞ্চায়েত- ছোট জাগুলিয়া, জেলা- নদিয়া, থানা- চাকদহ, পিনকোড- ৭৪১২৪৮, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, যার চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ইলিয়াস মণ্ডলের জমি, দক্ষিণ- নজরুল ইসলাম খানের জমি, পূর্ব- সাইদুল মণ্ডলের জমি, পশ্চিম- ইলিয়াস মণ্ডলের জমি			
ঋণগ্রহীতা: আজিজুল মণ্ডল সহ-ঋণগ্রহীতা: সালমা বিবি মণ্ডল	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ৭১১৮০০০০০১৫৪৮১ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹৮,৪২,২৫৫.৪৬ (আট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দশো পঞ্চান্ন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র), ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২০
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ১৩ ডেসিমেল যা অবস্থিত মৌজা উত্তর দত্তপাড়া, আরএস ও এলআর দাগ নং ২৯৮, ২৫০২, ২৫৯৩ এলআর খতিয়ান ২১৮, তৌজি নং ১৩, জে এল নং ২৫, গ্রাম পঞ্চায়েত- মোল্লাবেলিয়া, জেলা নদিয়া, থানা- হরিণঘাটা, পিনকোড- ৭৪১২৪৯, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যার চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- বিলাল মণ্ডলের জমি, দক্ষিণ- ফয়জল মণ্ডলের জমি, পূর্ব- বিক্রেতাদের জমি, পশ্চিম- বিক্রেতাদের জমি			
ঋণগ্রহীতা: মারুফুল মণ্ডল সহ-ঋণগ্রহীতা: আবুল হোসেন মণ্ডল	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ২০০০৭৮২০০০০১৯৭ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹৭,১৯,৭২৩.১৬ (সাত লক্ষ উনিশ হাজার সাতশো তেইশ টাকা এবং ষোল পয়সা মাত্র), ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০১.১০.২০২৩ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২৫.১০.২০২৩	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির মালিকানা: মারুফুল মণ্ডল নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ৭ ডেসিমেল যা অবস্থিত প্লট নং ১৮৬৮ অধীনে এলআর খতিয়ান নং ১১২০, জে এল নং ২৬, মৌজা- মিত্রপুর, মোল্লাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হরিণঘাটা জেলা নদিয়ায়, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭৪১২২২, উক্ত জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ- রাস্তা; পূর্ব- ফাঁকা জমি; পশ্চিম- অন্যের সম্পত্তি			
ঋণগ্রহীতা: উত্তম শিকদার সহ-ঋণগ্রহীতা: সোনালি শিকদার	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ২০০০৭৮১০০০০৬২৯ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹১০,৭৬,২৭৯.৪২ (দশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুশো ঊনআশি টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা অবস্থিত জেলা- নদিয়া, থানা- ধানতলা, এসআরও- রানাঘাট, তৌজি নং ৩৩৭, জে এল নং ৭৭, মৌজা- মাজদিয়া, খতিয়ান নং ৬৬৫, ৬৬৭, ১৯৬, ৪৪৬, প্লট নং ১৩২০ ও ১৩২০/১৯৬৭, পরিমাপ প্রায় ৯ ডেসিমেল, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- রহম মণ্ডল দিগর, দক্ষিণ- আশিষ শিকদার, পূর্ব- বিমল মণ্ডলের জমি; পশ্চিম- মন্মথ শিকদারের জমি			
ঋণগ্রহীতা: আরিশ ইমরান সহ-ঋণগ্রহীতা: নুরজাহান হালদার	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ৭১১৮০০০০০১৭৩৯৮ এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	₹৮,৫৩,৮১৮.৮৯ (আট লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশো আঠারো টাকা এবং ঊননব্বই পয়সা মাত্র), ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৯.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৯ মে, ২০২৬
সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ কমবেশি ২ ডেসিমেল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি ২০০ বর্গফুট যা অবস্থিত মৌজা- চণ্ডীরামপুর, আরএস ও এলআর দাগ ০৬-৯৬৪, এলআর খতিয়ান ৩২৩ জে এল নং ৬, তৌজি নং ১৩, গ্রাম পঞ্চায়েত- বিরহী- জেলা- নদিয়া, থানা- হরিণঘাটা, পিন- ৭৪১২৪৫ রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তর- গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলের জমি, দক্ষিণ- ১০ ফুট পাকা রাস্তা, পূর্ব- গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলের জমি, পশ্চিম কাঁচা রাস্তা			

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি এআরসিআইএল-এর আইনি দখলে রয়েছে এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১৩) নং ধারাধীনে এআরসিআইএল-এর আগাম লিখিত অনুমোদন ছাড়া উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) বা কোনও ব্যক্তি, এই নোটিস প্রাপ্তির পরে উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও লেনদেনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে বা দায় ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি-সহ ওপরে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে এআরসিআইএল-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্বাঃ-
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
(ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২.০৫.২০২৬

Arcil Premier ARC

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: U65999MH2002PLC134884, ওয়েবসাইট: www.arcil.co.in

রেজিস্টার্ড অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০০২৮। ফোন: +৯১ ২২ ৬৬৫৮ ১৩০০;
শাখা অফিস: রুম নং ১০০১, ফ্লোর নং ১০, সিগনেট টাওয়ার, ডিএন ২, সেক্টর V সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ। টেলিফোন: ০৩৩ ৪৮২২৬৬০৮,

স্টার নয়, গল্পের চরিত্র হতে চেয়েছি: কুণাল ঠাকুর

আবু ধাবি থেকে মুম্বই— অভিনয়ের স্বপ্ন নিয়ে পথচলা, বাধার পাহাড় পেরিয়ে মায়ানগরীতে জায়গা পাওয়া। আর কী স্বপ্ন দেখেন কুণাল ঠাকুর? সম্পর্ক, কাজ নিয়ে অকপট অভিনেতা। শুনলেন শ্যামশ্রী সাহা

■ কুণাল ঠাকুর

কাট টু কাট

কেমন আছেন 'রাকা'?

● দারুণ আছি।

যখন কেউ আপনাকে চরিত্রের নামে ডাকে, কেমন লাগে?

● শুটিংয়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, আপনি যখন রাকা বলে ডাকলেন, আমিও কয়েক মুহূর্তের জন্য ফ্ল্যাশব্যাকে চলে গিয়েছিলাম। আমার চরিত্র রাকা লাইমলাইটে আর কুণাল ঠিক তার পিছনে। সব অভিনেতারই তো এমন স্বপ্ন থাকে।

কিন্তু আমার তো মনে হয় রাকা আর কুণাল একদম বিপরীত?

●ঠিক বলেছেন। এক্সট্রিমলি অপোজিট। ছোটবেলায় আমি খুব বাধ্য ছিলাম, তা নয়। মাঝে মাঝেই ক্লাস বাঙ্ক করতাম। স্কুলে শাস্তি পেতাম, ক্ষমা চেয়ে চিঠিও দিতে হয়েছে। কিন্তু রাকা কোচের বাধ্য ছাত্র। কোচের সামনে মাথা নিচু করে কথা বলে।

আবুধাবি থেকে মুম্বইয়ে— বাড়ির মত ছিল?

● অনেক কষ্ট করে রাজি করাতে হয়েছে। বলেছিলাম একটা বছর আমাকে অভিনয় করতে দাও। কিন্তু এক বছরে কিছুই করতে পারিনি। দু'বছর কাজ পাওয়ার চেষ্টা করেছি। সেভিংসে যা ছিল, সেখান থেকেই খরচ করতে হয়েছে। খুব খারাপ একটা ফেজ ছিল। চেষ্টা ছাড়িনি। তাই তো এই ন'বছরে এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি, যেখানে কাস্টিং ডিরেক্টররা আমাকে ভাল অভিনেতা মনে করেন। আমাকে কাস্ট করছেন।

ভাল অভিনেতা কিন্তু কাজ পাচ্ছে না, যেমনটা রাকার সঙ্গে হয়েছিল, আপনিও সেরকম পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন?

● হ্যাঁ। অনেকবার। আমার মনে হয়, অনেক অভিনেতাকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। রাকার মতো আমিও সহজে কিছু পাইনি। রাজনীতির শিকার হয়েছি।

'গ্লোরি'র রাকা হয়ে উঠতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে নিশ্চয়ই?

● আন্তর্জাতিক স্তরের বক্সারদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। ওদের কথা শুনেছি। সিলেকশন না হওয়ার কষ্ট, অন্য কেউ জায়গা নিয়ে নিলে কতটা খারাপ লাগে সবটাই জেনেছি। অনুভব করার চেষ্টা করেছি। প্রচুর খেতে হয়েছে ওজন বাড়ানোর জন্য।

মডেলিং-এর জগৎ আর অভিনয়ের জগৎ কতটা আলাদা?

● ভয়ঙ্কর পার্থক্য। মডেলিং-এ তো কোনও চরিত্র হয়ে উঠতে হয় না। শুধু জামাকাপড় পরে অ্যাটিটিউড নিয়ে ওয়াক করতে হয়। জাস্ট ৫ মিনিটের কাজ। তবে এটা ঠিক, মডেলিং থেকে ক্যামেরার সামনে কীভাবে কাজ করতে হয়, সেটা শিখেছি। এটা না করলে অভিনয়ের জগতে আসতে পারতাম না। অনেক কিছু শিখেছি। চ্যালেঞ্জ নিতে এখন ভয় পাই না।

'কবীর সিং' কি আপনার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট?

● বিগ টার্নিং পয়েন্ট। সফল না হলে অভিনয় ছেড়ে অন্য কিছু করতে হত। সন্দীপ স্যারের (সন্দীপ বঙ্গা) সঙ্গে মিটিংটা খুব আন্তরিক ছিল। এই ছবিটা করার আগে আমি আবুধাবি ফিরে গিয়েছিলাম। দু'বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু করতে পারিনি, হতাশ ছিলাম। ফেরার আগে ঠিক করেছিলাম এবার কিছু করতেই হবে। আর তখনই অফার আসে। ছবিটা যখন সফল হল, বুঝতে পারলাম, ঈশ্বরের হাত আছে মাথার উপরে। এবার আমাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। আরও শিখতে হবে।

শুটিং ফ্লোরে আপনার বাবা এসেছিলেন, বাবাকে দেখে আপনিও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন, পুরনো কথা মনে পড়ে গিয়েছিল?

● 'গ্লোরি'র সেটে কতদিন পরে বাবার সঙ্গে দেখা। এর আগে বাবা কখনও শুটিং ফ্লোরে আসেননি। বাবার সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগই পেতাম না। খুব খুশি হয়েছিলাম।

রাকা 'রাফ অ্যান্ড টাফ', কিন্তু কুণাল তো খুব রোমান্টিক, যেভাবে মুক্তিকে প্রপোজ করেছিলেন...

● আরে আপনি কী করে জানলেন? জানেন মুক্তির নামের মধ্যেই কিন্তু আমি আছি।

কীভাবে?

● এম ইউ কে টি আই-- এই কে, টি তো কুণাল ঠাকুর। সত্যিই বাস্তবে আমি খুব রোমান্টিক। মুক্তিও ঠিক আমার মতো। ওর সঙ্গে একটা ছবির সূত্রে আলাপ। এরপর কাজের চাপে অনেকটা সময় কেটে যায়,মাঝে মাঝে কথা হত। তখন মুক্তির একটা শুটিং চলছিল, নিম করোলি বাবার দর্শন করে আমরা দিল্লি চলে গেলাম। একটা গার্ডেন বুক করেছিলাম। সঙ্গে ছিল ফ্রুট ওয়াইন আর সামনে আমার ভালবাসা। ব্যস, মনের কথা বলে দিলাম।

মহিলা অনুরাগীদের তো মন ভেঙে দিলেন?

● আমার কাছে তো মেয়েদের থেকে বেশি ছেলেদের মেসেজ আসে।

কী বলছেন?

● সত্যিই। 'হাই ডিয়ার', 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই'-- এরকম প্রচুর মেসেজ পাই। আমার ফলোয়ারসদের মধ্যে ছেলেই বেশি।

ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার বন্ধু আছে?

●কয়েকজন বন্ধু আছে। আমি মনে করি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হলে প্রোডিউসার, ডিরেক্টরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হয়। এখানে তো অভিনেতার অভাব নেই, কিন্তু ডিরেক্টর, প্রোডিউসাররাই বুঝতে পারেন কোন চরিত্রে কাকে মানাবে। ওঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে মনে রাখতে পারেন।

এখন তো সবাই ট্র্যাকে থাকার জন্য সমাজমাধ্যমকেই বেছে নেন?

● দেখুন যাঁরা রিল বানান, আমার কাছে তারা অভিনেতা নন, কনটেন্ট ক্রিয়েটর, তবে এটাও সত্যি সোশ্যাল মিডিয়া স্ট্রং না হলে অভিনেতারাও পিছিয়ে পড়েন।

কী মনে হয় এখন চরিত্র বাছাই করে কাজ করার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন?

● নিশ্চয়ই। এরকম একটা চরিত্রের অফার এসেছিল, যেটা করতে মন চাইছিল না। করিনি। এমন চরিত্র যেখানে মহিলাদের অপমান করা হচ্ছে, সেরকম চরিত্রে কখনওই কাজ করব না। চরিত্রটাকে তো বাস্তব করে তুলতে হবে। তাতে দর্শক আমাকে ঘৃণা করবেন। আমি দর্শকের ভালবাসা পেতে চাই, আর এই ধরনের চরিত্রকে প্রোমোটও করতে চাই না। আবেগ, ভালবাসা, সততা, বিচ্ছেদ- এগুলো আমার শক্তি।

আপনি যে স্বপ্ন নিয়ে মুম্বই এসেছিলেন, কতটা পৌঁছতে পারলেন?

● স্টার হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি। চেয়েছিলাম গল্পের চরিত্র হয়ে উঠতে। ভাল কাজ করতে যাতে দর্শক আমাকে মনে রাখেন। ২৭-২৮ বছরে শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। এই বয়সে অনেক অভিনেতা স্টার হয়ে যান। অনেকে কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে যান। সেদিক থেকে আমি ভাগ্যবান, এই সময়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছি। পরিচিতি পেয়েছি। বিয়ে করার সাহস পেয়েছি। ছবিতেও কাজ করছি।

কুইনস–এ মিমির প্রথম ঝলক

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-এ আসছে মিমি চক্রবর্তীর নতুন সিরিজ 'কুইনস'। পরিচালনায় নির্ঝর মিত্র। এই সিরিজের ঘোষণা চলতি বছরের শুরুতেই হয়ে গিয়েছিল। সিরিজে থাকছে এক প্রতিশোধের গল্প। মিমিকে দেখা যাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে। আগামী ১২ জুন হইচই-এ মুক্তি পাচ্ছে এই সিরিজ। আজকাল টেলিভিশনে প্রকাশ্যে সিরিজে মিমির চরিত্রের প্রথম ঝলক। গল্পে স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। টলিপাড়ার অন্দরের খবর, অভিনেতা রাহুল দেব বসুকে দেখা যাবে এই চরিত্রে। এই প্রথম মিমির সঙ্গে জুটি বাঁধছেন রাহুল। ইতিমধ্যেই শুটিং শুরু হয়েছে এই সিরিজের। এর আগেও নির্ঝরের পরিচালনায় কাজ করেছেন মিমি। 'ডাইনি' সিরিজে তাক লাগিয়েছিলেন অভিনেত্রী। অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে উঠতে আগেও পর্দায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু খবর, এবার নির্ঝরের পরিচালনায় ধরা দেবেন এক অন্য মিমি।

প্রসঙ্গত, সিরিজে মিমি ছাড়াও প্রতিশোধ নিতে দেখা যাবে অভিনেত্রী পায়েল দেকে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দুর্বার শর্মা, অর্ণ মুখোপাধ্যায় ও যুধাজিৎ সরকার।

■ মিমি চক্রবর্তী

দূরদর্শনে কেয়ার অফ কমেডি

টেলিভিশনের পর্দায় স্ট্যান্ডআপ কমেডি শো এখন প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। সেই হাসির রসদ ফিরিয়ে আনছে দূরদর্শন অর্থাৎ ডি ডি বাংলা। রিয়্যালিটি শো-এর নাম 'কেয়ার অফ কমেডি'। সঞ্চালনার দায়িত্বে দেখা যাবে অভিনেতা সৌম্য মুখার্জিকে। এই প্রথমবার কোনও শো-এ সঞ্চালকের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। এই কমেডি শো পরিচালনায় রয়েছেন নন্দিনী চ্যাটার্জি, নির্দেশনায় কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি।

জানা যাচ্ছে, শো-এর বিচারকের ভূমিকায় থাকবেন অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য ও অভিনেত্রী মিমি দত্ত। অন্যদিকে, বিশেষ পর্বে অতিথি বিচারক হিসেবেও দেখা যাবে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, পিঙ্কি ব্যানার্জিকে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে শুটিং। পরিচালক নন্দিনী আজকাল টেলিভিশনকে বলেন, "কমেডি রিয়্যালিটি শো ডি ডি বাংলায় এই প্রথমবার আনছি আমরা। বহু বছর আগে 'রঙ্গরস' নামে একটি স্ট্যান্ডআপ কমেডি শো হত। এই শো-টি সপ্তাহে দু'দিন সম্প্রচারিত হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে আসবেন প্রতিযোগীরা। পয়লা জুলাই থেকে আসছে এই শো।" নির্দেশক কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জির কথায়, "এই শো আপাতত ৭৪ পর্বে ভাবা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে আসবেন প্রতিযোগীরা। মজার বিষয় হল, এটা সত্যি সত্যিই আট থেকে আশির শো। এখানে সবচেয়ে বর্ষীয়ান প্রতিযোগীর বয়স আশি আর সবচেয়ে খুদে প্রতিযোগীর বয়স আট। বিভিন্ন পেশার মানুষ এই শো-এ যোগ দিয়েছেন।"

■ সৌম্য, মিমি ও অম্বরীশ

এখনও কুয়াশা ঢাকা

পাহাড়ি বাঁকে মৃত্যুরহস্য। কোন সত্যির খোঁজ করল 'কুহেলি'? সিরিজ দেখে লিখছেন পরমা দাশগুপ্ত

ওয়েব ওয়েভ

পাহাড়ি স্বাদের হত্যারহস্য থ্রিলারপ্রেমী বাঙালি দর্শকের কাছে এখন আর নতুন কিছু নয়। নতুন নয় সম্পর্কের অলিগলি ধরে হাঁটা অপরাধের গল্পও। তবে দুইয়ের ঠাসবুনোট আর জমাটি অভিনয়ের মিশেলে যদি দর্শককে শেষ পর্যন্ত টানটান অপেক্ষায় বসিয়ে রাখা যায়, তবে মার্কশিটে ভাল নম্বর দিতে হয় বইকি! সেখানেই মন কাড়ছে 'কুহেলি'। অদিতি রায়ের পরিচালনায় এই সিরিজে আগাগোড়া দুর্দান্ত সঙ্গত দিয়ে গিয়েছে ড্রোন শটে ধরা পাহাড়ি বাঁক আর ছবির মতো দৃশ্য। গল্পের শুরু রঙ্গিত এলাকার কুহেলি থানায় কর্মরত এসপি রানা সিংহের (কৌশিক সেন) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায়। একাদশতম বিবাহবার্ষিকীর রাতেই এমন ঘটনায় রানার বিধ্বস্ত স্ত্রী রাধিকা (সুস্মিতা দে)-কে বরাবরের মতোই আগলে রাখে তার দিদি দেবিকা (ঋদ্ধিমা ঘোষ) এবং বোন ইশিকা (অঙ্গনা রায়)। ঘটনার তদন্তভার নেয় ডিএসপি অগ্নি (প্রিয়াঙ্কা সরকার)। সঙ্গী ওই থানারই কনস্টেবল হরিণ হাতি (দুর্বার শর্মা)। তিন বোনকে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসতে থাকে নানা রকম তথ্য। ফ্ল্যাশব্যাকে দর্শকেরও পরিচয় হতে থাকে ভীষণ রকম নিষ্ঠুর, আদ্যন্ত শভিনিস্ট আলফা মেল রানার সঙ্গে। জানা হয়ে যেতে থাকে, স্ত্রী ও দুই শ্যালিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক কোন খাতে বইছিল। ইতিমধ্যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানিয়ে দেয় আত্মহত্যা নয়, খুন হয়েছে রানা। এদিকে, তার মদের আসরের সঙ্গী সিকান্দার (শুভ্রজিৎ দত্ত) বারবারই দাবি করতে থাকে, ইশিকাই আততায়ী। সে কি ঠিক কথা বলছে? নাকি অগ্নির তদন্তে কুয়াশার পরত সরিয়ে বেরিয়ে পড়বে অন্য কোনও সত্যি? শেষমেশ কি ধরা যাবে আততায়ীকে? সে সব নিয়েই গল্প এগিয়েছে সাত পর্বের এই সিরিজের। মিনিট কুড়ি-বাইশের ছোট্ট ছোট্ট পর্ব। টানটান, নির্মেদ। জমাটি পরিচালনা আর এডিটিংয়ের মুন্সীয়ানায় টিম 'কুহেলি'র তাই নিঃসন্দেহে কুর্নিশ প্রাপ্য।সিরিজের কুশীলব যদি হন বলিষ্ঠ অভিনেতারা, তবে দর্শকমনে তা দাগ কাটতে বাধ্য। প্রথমবার ওটিটি পর্দায় পা রেখেই মন কেড়েছেন টেলিপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা। নরমসরম, ভীরুস্বভাব রাধিকা তাঁর হাত ধরেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। ডিএম-এর স্ত্রী, পেশায় স্কুলটিচার, ব্যক্তিত্বময়ী দেবিকাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন ঋদ্ধিমাও। ঈশিকা হিসেবে বেশ লাগে অঙ্গনাকেও। অভিনয়ের জেল্লায় ঝকঝকে স্মার্ট ডিএসপি হিসেবে দারুণ লাগে প্রিয়াঙ্কাকেও। পুরুষ চরিত্ররাই বা কম যাবেন কেন! যথারীতি দুর্দান্ত কৌশিক। সিকান্দারকে জমাটি করে গড়েছেন শুভ্রজিৎও। এবং যাঁর কথা আলাদা করে বলতেই হয়, তিনি দুর্বার। তাঁর জন্যই রহস্যভেদের জটিলতাকে যখনতখন দুর্বার গতিতে কমেডিরসে সিক্ত করেছে হরিণ হাতি। তবে খামতির খাতায় কয়েকটা ছোটখাটো বিষয় থেকেই যায়। যেমন, পাহাড়ি জনপদে ছোট্ট ক্যাফের মালিক ইশিকার আচার-আচরণ যেন বেশ খানিকটা ওভার দ্য টপ-ই বলা চলে। ইদানীং রানার মতো একই ধাঁচের চরিত্রে কৌশিকও এবার একটু স্টিরিওটাইপড হয়ে উঠছেন। তা ছাড়া, এসপি পদমর্যাদার অফিসারের কথাবার্তার ধরন এমন পাড়ার মস্তানসুলভ হবে কেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। তিন বোন বা রানার চরিত্র কেন তাদের নির্দিষ্ট পথ ধরে হাঁটে, তার আরও একটু বর্ণনা থাকলেও মন্দ হত না। সিরিজের ক্লাইম্যাক্স ইঙ্গিত দিচ্ছে, আরও একটা সিজন আসবে এই কাহিনিতে। সে জন্যই কি তবে ছেঁড়া ছেঁড়া সুতো রেখে দিলেন পরিচালক-কাহিনিকার? সময় বলবে।

■ সিরিজ কুহেলির একটি দৃশ্য

রে টিং সে টিং

বেঙ্গল টপার খেতাব কার?

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে টিআরপি তালিকার শীর্ষে ছিল 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। কিন্তু এই সপ্তাহে বাংলা সেরার খেতাব হাতছাড়া হল এই ধারাবাহিকের। অন্যদিকে, নম্বর বাড়ল 'পরশুরাম আজকের নায়ক' এবং 'প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি'র। চলতি সপ্তাহে বেঙ্গল টপার হল কোন ধারাবাহিক? এ সপ্তাহে বেঙ্গল টপারের খেতাব ধরে রেখেছে 'পরশুরাম আজকের নায়ক' এবং 'প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি' ধারাবাহিকের প্রথম ১৫ মিনিট। দুই ধারাবাহিক যুগ্ম ভাবে পেয়েছে ৪.৯। এই সপ্তাহে বেশ অনেকটাই নম্বর বেড়েছে দুই মেগার। দ্বিতীয় স্থানে সামান্য কম নম্বর নিয়ে রয়েছে 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। পল্লবী শর্মার এই ধারাবাহিক পেয়েছে ৪.৮। 'পরিণীতা' এই সপ্তাহেও তৃতীয় স্থানে নিজের জায়গা টিকিয়ে রেখেছে। পেয়েছে ৪.৭ নম্বর। পারুলের ব্যবসা এবং তাতে শিরিনের ষড়যন্ত্র নিয়ে গল্প এখন টানটান পর্যায়ে। চতুর্থ স্থানে 'জোয়ার ভাঁটা'। নিশা গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে গল্প এখন টানটান। এই ধারাবাহিক চলতি সপ্তাহে পেয়েছে ৪.৩। পঞ্চম স্থানে একসঙ্গে ৪টি ধারাবাহিক রয়েছে। হ্যাঁ। একদিকে যেমন নতুন ধারাবাহিক 'ঘূর্ণি' সেরা পাঁচে উঠে এসেছে, তেমনই 'কুসুম' পাঁচ নম্বরে নিজের জায়গা ধরে রেখেছে। সঙ্গে 'প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি' ধারাবাহিকের শেষ ১৫ মিনিট এবং 'গঙ্গা'ও রয়েছে এই স্থানে। পেয়েছে ৪.২। ৪.১ পেয়ে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছে 'ও মোর দরদিয়া'। সপ্তম স্থানে একসঙ্গে রয়েছে তিনটি ধারাবাহিক। 'প্রতিজ্ঞা', 'সংসারের সংকীর্তন' পেয়েছে ৪ নম্বর। একই নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে 'কনে দেখা আলো'। বলাই বাহুল্য সাড়ে ৯ থেকে সাড়ে ১০ টার স্লটের তিনটি ধারাবাহিক একে অন্যকে কড়া টক্কর দিচ্ছে। অষ্টম স্থানে রয়েছে 'লক্ষ্মী ঝাঁপি', 'ও মোর দরদিয়া'র শেষ পনের মিনিট এবং 'কমলা নিবাস'। তিন ধারাবাহিক পেয়েছে ৩.৩ নম্বর। নবম স্থানে 'শুধু তোমারই জন্য' এবং 'রাঙামতি তীরন্দাজ' ধারাবাহিকের প্রথম পনেরো মিনিট রয়েছে। পেয়েছে ২.৬ নম্বর। তালিকায় দশ নম্বরে উঠে এসেছে 'সাত পাকে বাঁধা'। রাহুল মজুমদার এবং সম্পূর্ণা রক্ষিত অভিনীত ধারাবাহিকটির প্রাপ্ত নম্বর ২.২।

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

RPSG VENTURES

RPSG Ventures Limited

CIN : L74999WB2017PLC219318

Registered Office: CESC House, Chowringhee Square, Kolkata - 700 001

Tel: (033) 2225 6040; Fax: (033) 2225 3495, Email ID: rpsgventures@rpsg.in; Website: www.rpsgventuresltd.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	Three Months Ended		Year Ended	
	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Total Income from operations	2,936.48	2,552.80	11,364.75	9,645.06
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	59.59	98.14	376.79	365.43
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	61.08	98.14	276.29	374.24
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after exceptional items)	(72.00)	12.32	1.66	164.43
Total comprehensive income for the period	(22.26)	(7.18)	(45.58)	204.37
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	33.09	33.09	33.09	33.09
Other Equity as per latest audited Balance Sheet			2,472.67	2,630.01
Earnings Per Share (EPS) (Face value of Rs.10 each) (Rs.)				
Basic - Profit attributable to owners of the equity	(17.38)*	(3.96)*	(41.70)	(14.82)
Diluted - Profit attributable to owners of the equity	(17.38)*	(3.96)*	(41.70)	(14.82)
* not annualised				

Notes :

1. Additional information on Audited Standalone Financial Results :

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	Three Months Ended		Year Ended	
	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Total Income from operations	316.62	234.76	533.44	415.87
Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	231.64	178.45	245.95	199.41
Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	231.64	178.45	245.95	199.41
Net Profit for the period after Tax (after exceptional items)	169.71	134.08	180.09	148.37
Total comprehensive income for the period	140.53	132.16	150.37	144.05

2. The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2026 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2026, are available on Stock Exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and on the Company's website (**www.rpsgventuresltd.com**). The Full Results can be accessed by scanning the QR Code provided below:

Place: Kolkata
Date: 21st May, 2026

By Order of the Board
Sudip Kumar Ghosh
Whole-time Director
DIN: 09070464

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

ব্র্যাবোর্ন রোড শাখা
৪, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা–৭০০০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার প্রতি সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা দ্বারা জারিকৃত দাবি বিজ্ঞপ্তি:

নোটিসের তারিখ/ অ্যাকাউন্টের নাম/ এনপিএর তারিখ	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুবিধার ধরন ও প্রকৃতি / সীমা / সুদের হার / অনাদায়ী বকেয়া	জামিনচুক্তি–সহ জামানতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ মিঃ আয়ুষ সারাওগি এনপিএর তারিখ: ০১.০৫.২০২৬	মিঃ আয়ুষ সারাওগি ফোর্থ ফ্লোর, ২৩ ব্র্যাবোর্ন রোড, রাধাবাজার, কলকাতা ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	(হাইপো) টার্ম লোন সীমা: ₹১,৭৬,০০,০০০.০০/– সুদের হার: প্রযোজ্য সুদের হার ৮.৮৫% (যেটি আরবিআই রেপো রেট ৬.৫০%, মার্ক আপ ২.৬৫%, ক্রেডিট স্প্রেড ০.৩৫%, রিস্ক প্রিমিয়াম ০.০৫% এর যোগফল) অর্থাঙ্ক: ₹১,৭০,৫৭,৬৭০/– ১২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী অপরিষেবিত সুদ ₹৪,৩৫,০১৮.৩৭ টার্ম লোন সীমা: ₹৪৬,৬৪,০০০.০০/– সুদের হার: প্রযোজ্য সুদের হার ৮.৮৫% বার্ষিক, (যেটি আরবিআই রেপো রেট ৬.৫০% (বর্তমান), মার্ক আপ : ২.৬৫% (বর্তমান), ক্রেডিট স্প্রেড ০.৩৫% (বর্তমান), রিস্ক প্রিমিয়াম ০.০৫% (বর্তমান) এর যোগফল) অর্থাঙ্ক: ₹৪৫,৪৮,৯২৫/– ১২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী অপরিষেবিত সুদ ₹১,১৩,২৯৯.০০ মোট অর্থাঙ্ক: ₹২,২১,৫৪,৯১২.৩৭ ১২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী	১. এলডিওসি - ১৪৪(বি) ঋণচুক্তি, তারিখ: ২৫.০৬.২০২৪ ২. এলডিওসি - ১৭ বি সম্মিলিত রেহানাবন্ধন চুক্তি, তারিখ: ২৫.০৬.২০২৪ ৩. নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির জন্য সমবন্ধক ঘোষণাপত্র, তারিখ: ০৩.০৮.২০২৪: ১. সামান্য কমবেশি ৫৭৩.১৩৫ ডেসিমেল জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ 'প্যানাচে' প্রজেক্টে ২০ তলায় ৫–২০ডি নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ইউনিট যার কার্পেট এরিয়া সামান্য কমবেশি ৯৩৩ বর্গফুট, বেসমেন্টে ২টি ঢাকা গাড়ি পার্কিং স্পেস নং বি৫–১৬ এবং বি৫–১৯, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মহিষবাথান, জে এল নং ১৮, তৌজি নং ১৪৫, এল আর দাগ নং ৪৬৯/৫৯৯, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫৪৭ এবং ৫৪৮, এল আর খতিয়ান নং ১৬২৫, ১৬৩৪, ১৬৫৭, ১৩৫৮, ১৩৬১, ১৩৬৫, ১৩৭৪, ১৬৩০, ১৩৬৪, ১৬২৯, ১৩৭০, ১৩৬৭, ১৬১৬, ১৬২০, ১৩৬৯, ১৬২৪, ১৬১১, ১৬১৩, ১৬২২, ১৬৩২, ১৬১৪, ১৩২৩, ১৬০০, ১৬১৮, ১৬০৫, ১৩৭৭, ১৫৯৩, ১৬০৩, ১৫৯২, ১৫৯৪, ১৬০১, ১৫৯৬, ১৬০৭, ১৩৭৩, ১৩৫৫, ১৬২৭, ১৩৫৬, ১৩৬২, ১৩৬৬, ১৩৫৪, ১৬৩১, ১৬২৮, ১৬১০, ১৬১৯, ১৬১৭, ১৩৬৩, ১৩৭৬, ১৬২৬, ১৬৩৩, ১৩৬০, ১৩৬৮, ১৩৬২, ১৩৭২, ১৬১৫, ১৬১২, ১৬২১, ১৬২১, ১৬২৩, ১৬০৯, ১৩৭৮, ১৫৯৭, ১৫৯৮, ১৫৯৪, ১৫৯৯, ১৬০২, ১৬০৪, এবং ১৬০৬, থানা– পূর্ব বিধাননগর, বিধাননগর পুরনিগমের অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর: মেইন অ্যাকসেস রোড; দক্ষিণ: অন্য কোম্পানির (শাপুরজি) মালিকানাধীন প্লট; পূর্ব: অন্য কোম্পানির (আইডিয়ালি) মালিকানাধীন প্লট; পশ্চিম– মেইন অ্যাকসেস রোডের অংশ, অন্যান্য ব্যক্তিদের মালিকানাধীন প্লট। ২. সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ২ ছটাক ৩৩ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ তার উপর অবস্থিত জি+৩ বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে ৭৮.২১২ বর্গমিটার ফ্লোর এরিয়া, ১০৭০ সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ২টি ঢাকা গাড়ি পার্কিং স্পেস এর সমবন্ধক, যার সাথে আসা-যাওয়ার উদ্দেশ্যে মূল রাস্তার দিকে নিয়ে যাওয়া প্রেমিসেস এর সামনের খোলা জায়গা উপভোগ করার একচেটিয়া নিরঙ্কুশ অধিকার এবং উক্ত ভবনের সাধারণ অংশগুলি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মামুদপুর, জে এল নং ৭, আর এস দাগ নং ২৬১, আর এস খতিয়ান নং ২৫, প্রেমিসেস নং ৩১, সংহতি কো–অপারেটিভ কলোনি, থানা–বেহালা, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ১১৬, বরো নং ১৩, এডিএসআর বেহালা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭০০০৩৪। চুক্তি অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– প্রেমিসেস নং পি ২৭ সেনহাটি কলোনি; দক্ষিণ– প্রেমিসেস নং পি ২৩ সেনহাটি কলোনি; পূর্ব– ৬০৯৬ (২০-০) চওড়া কেএমসি রোড; পশ্চিম– ২৫ নং প্লটের অংশ। প্রকৃত অনুযায়ী: উত্তর– অন্যান্য ভবন; দক্ষিণ– অন্যান্য ভবন; পূর্ব– রাস্তা; পশ্চিম– অন্যান্য ভবন প্ল্যান অনুযায়ী ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তর– খোলা; দক্ষিণ– খোলা; পূর্ব– খোলা; পশ্চিম– সিঁড়ি

ওপরে উল্লেখমতো চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তী সুদ সমেত আমাদের শাখা থেকে নেওয়া উপরিলিখিত ঋণের সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধে আপনি/ আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। ওপরের টেবিলে উল্লেখমতো বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এই ব্যাঙ্ক আপনার/ আপনাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে আপনার/ আপনাদের ঠিকানায় প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই কারণে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনার/ আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে যার অন্যথা হলে এখানে ওপরে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর তফসিলে প্রদত্ত সংস্থান মোতাবেক জামিনস্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগে এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আইনের যে কোনও সংস্থানের অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু–সহ এই ব্যাঙ্কের অধিকার রক্ষায় উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার ১৩ নং উপধারার সংস্থানের প্রতি আমরা আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে ওপরের ১ নং পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ বা এর কোনও অংশ আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনওভাবে (কারবারের সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে) হস্তান্তরে আপনার/ আপনাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। আমরা এটাও উল্লেখ করছি যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) নং ধারায় উল্লিখিত সংস্থানগুলির উল্লঙ্ঘন উক্ত অ্যাক্টের ২৯ নং ধারাধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তদুপরি আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার প্রতিও আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে সম্পত্তি বিক্রির জন্য প্রকাশ্য নিলাম/ দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ/ টেন্ডার/ ব্যক্তিগত চুক্তির নোটিস প্রকাশের তারিখের আগে আপনি/ আপনারা যে কোনও সময় যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও ব্যাঙ্কের তরফে কৃত যাবতীয় খরচাপাতি সমেত পুরো বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নিতে পারেন। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, ওপরে উল্লিখিত নোটিস প্রকাশের পরে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের অধিকার আর উপলব্ধ হবে না।

প্রকাশের তারিখ: ২২.০৫.২০২৬

দিলীপ কুমার যাদব, চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: বারাসত
৫৪, কে এন সি রোড, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৪

যেহেতু:
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেড়াচাঁপা শাখা–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **মেসার্স গোপাল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: পলাশ ঘোষ,** গ্রাম– বেড়াচাঁপা, পোঃঅঃ– দেবালয়, থানা– দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৪; **পলাশ ঘোষ (প্রোপ্রাইটর–বন্ধকদাতা),** পিতা– প্রয়াত গোপাল ঘোষ, গ্রাম– বেড়াচাঁপা, পোঃঅঃ– দেবালয়, থানা– দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৪; **পঙ্কজ ঘোষ (জামিনদার),** পিতা– প্রয়াত গোপাল ঘোষ, গ্রাম– বেড়াচাঁপা, পোঃঅঃ– দেবালয়, থানা– দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৪–এর প্রতি **১৬.১২.২০২৫ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক বাবদ **১১.১১.২০২৫** তারিখের ভিত্তিতে **₹১,০৯,৪৪,৯৩২.০০** (এক কোটি নয় লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নশো বত্রিশ টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৯ মে, ২০২৬** তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **১১.১১.২০২৫** তারিখের ভিত্তিতে **₹১,০৯,৪৪,৯৩২.০০** (এক কোটি নয় লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নশো বত্রিশ টাকা মাত্র) এবং এর ওপর উদ্ভূত সুদ সমেত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

‘সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারা ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থানগুলির প্রতি আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যেখানে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা আছে।’

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

সামান্য কমবেশি ৩.৭৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তার ওপর যে কোনও নির্মাণ সহ অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কাউকেপাড়া, জে এল নং ৬৪, তৌজি নং ১১, খতিয়ান নং ৬৩৮, নতুন এল আর খতিয়ান নং ৬১৫২ (www.banglarbhumi.gov.in–এর রেকর্ড অনুযায়ী **পলাশ ঘোষের নামে**), আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬২২ (পরিমাণ ১ ডেসিমেল) এবং আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬৪৪ (পরিমাণ ২.৭৫ ডেসিমেল), থানা– দেগঙ্গা, বেড়াচাঁপা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এ ডি এস আর– দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–এর অফিসে নিবন্ধিত বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ৯, পৃষ্ঠা ২২০৫ থেকে ২২৩০, ২০১১ সালের দলিল নং ০৩১০৯ অনুসারে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী):** উত্তর– রামপদ ঘোষের সম্পত্তি; দক্ষিণ– যৌথ পরিসর; পূর্ব– রাম প্রসাদ ঘোষের সম্পত্তি; পশ্চিম– লক্ষ্মণ ঘোষের সম্পত্তি। **সম্পত্তির মালিকানা পলাশ ঘোষ,** পিতা– প্রয়াত গোপাল ঘোষ–এর নামে।

তারিখ: ১৯.০৫.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: বারাসত (উত্তর ২৪ পরগনা) — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

EVEREADY GIVE ME POWER, GIVE ME RED

এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L31402WB1934PLC007993
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেইনি পার্ক, কলকাতা–৭০০০১৯
টেলিফোন: ৯১-৩৩-২৪৫৫-৯২১৩, ৯১-৩৩-২৪৮৬-৪৯৬১; ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২৪৮৬-৪৬৭৩
ই–মেল:investorrelation@eveready.co.in;ওয়েবসাইট:www.eveready.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11/2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ১৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সংবাদপত্রের প্রকাশনার ধারাবাহিকতায়, কোম্পানি **ফিজিক্যাল শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি এককালীন বিশেষ জানালা** অফার করতে পেরে আনন্দিত, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্রে ঘাটতি, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনও কারণে বাতিল বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

এই বিশেষ জানালাটি ১ বছরের জন্য খোলা থাকবে, যা ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত চলবে। এই সুবিধা সেই ট্রান্সফার অনুরোধগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে যেখানে শেয়ার ট্রান্সফার ডিড ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে সম্পাদিত হয়েছিল, সেগুলি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং আসল শেয়ার সার্টিফিকেটটি উপলব্ধ রয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই উইন্ডো চলাকালীন, পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত শেয়ার শুধুমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে ইস্যু করা হবে এবং ট্রান্সফার রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের ট্রান্সফার অনুরোধ কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস (আরটিএ)-এর কাছে জমা দিতে পারেন। পুনরায় জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

মিসেস শম্পা ঘোষ রায় কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড ২ রেইনি পার্ক, কলকাতা–৭০০০১৯ টেলিফোন: (০৩৩) ২৪৮৬ ৪৯৬১/২৪৫৫ ৯২১৩ ই–মেল: investorrelation@eveready.co.in	মহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ফ্লোর নং ৫, কলকাতা–৭০০০০১ টেলিফোন: (০৩৩) ২২৪৮ ২২৪৮ ই–মেল: contact@mdplcorporate.com

ওপরের বিষয়গুলির পাশাপাশি এবং আমাদের পূর্ববর্তী ২০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের সংবাদপত্র প্রকাশনার ধারাবাহিকতায়, শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি পুনরায় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের (এমসিএ) অধীন ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির একটি উদ্যোগ "১০০ ডেজ ক্যাম্পেন–সক্ষম নিবেশক"–এর দিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে, যা ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত চলবে, যার অধীনে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের তাদের অপরিশোধিত/দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এই প্রচার অভিযানের লক্ষ্য হল শেয়ারহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, যোগাযোগের তথ্য ও নমিনেশন আপডেট করা সহ কেওয়াইসি আনুষ্ঠানিকতাগুলি সময়মতো সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করা, এবং কোনও অপরিশোধিত বা দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করার প্রক্রিয়াকে সহজতর করা যাতে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির বিধান অনুসারে আইইপিএফ–এ এই ধরনের লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারগুলির স্থানান্তর এড়ানো যায়।

যে সব শেয়ারহোল্ডার ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি, তারা তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করে উক্ত লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন। কেওয়াইসি ফর্মগুলি আরটিএ–এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ: https://mdpl.in/downloads.php

প্রেরণের মাধ্যম:
ডাকযোগে– মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১–এর ঠিকানায় সেলফ-অ্যাটেস্টেড এবং তারিখ যুক্ত ফিজিক্যাল কপি পাঠাতে হবে, অথবা
ই–মেল যোগে– রেজিস্টার্ড ই–মেল আইডি থেকে স্বাক্ষরিত নথিপত্র investorrelation@eveready.co.in; contact@mdplcorporate.com ঠিকানায় পাঠাতে হবে;
ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডাররা যারা তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি, তারা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাদের বিবরণ আপডেট/পরিবর্তন করে তা দাবি করতে পারেন।
শেয়ারহোল্ডারদের ওপরের বিষয়গুলি নোট করতে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই প্রচার অভিযান সফল করতে, অনুগ্রহ করে ৯ জুলাই, ২০২৬–এর মধ্যে আপনাদের নথিপত্র জমা দিন। ১০০ দিনের প্রচার অভিযান "সক্ষম নিবেশক" সংক্রান্ত আরও কোনও সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে investorrelation@eveready.co.in এবং contact@mdplcorporate.com ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
কলকাতা — শম্পা ঘোষ রায়
২২ মে, ২০২৬ — কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার

এক্সপ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড
xproindia
CIN: L25209WB1997PLC085972
রেজিস্টার্ড অফিস: বড়জোড়া–মেজিয়া রোড, পোঃঅঃ– ঘুটগড়িয়া, তহসিল– বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০২
ফোন: +৯১ ৯৭৭৫ ৩০১৭০১; **ই–মেল:** cosec@xproindia.com; **ওয়েবসাইট:** www.xproindia.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফল সংক্রান্ত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত বছর	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
		নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	১৩৪৩৬.৭১	৫০৫৪৯.২৩	১৫৮২১.৪৫
২	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের আগে]	১৭৫৮.৯০	৩০৩৪.৭৩	৮৮০.০২
৩	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নিট মুনাফা [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	১৭৫৮.৯০	৩০৩৪.৭৩	৮৮০.০২
৪	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নিট মুনাফা [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	১৩২৪.৭৪	১৯৫৫.৮৯	৬৫৭.৪৬
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা এবং কর–পরবর্তী অন্যান্য বোধগম্য আয় ধরে]	২২৬৩.৭২	৩৭৪৩.৯২	৪৯১.৪৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৩৪৭.০৪	২৩৪৭.০৪	২২৩০.০৪
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি		৭৩৬২৩.৪৬	
৮	শেয়ার–পিছু আয় [প্রতিটি ₹১০/– মূল্যের] (বার্ষিকীকৃত নয়) (₹)			
	বুনিয়াদি	৫.৬৪*	৮.৪৬	২.৯৫*
	মিশ্রিত	৫.৬৪*	৮.৪৫	২.৯২*

দ্রষ্টব্য:
১. নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

ক্রম নং	বিবরণ	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক	৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত বছর	৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
		নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	১৩৪৩৬.৭১	৫০৫৪৯.২৩	১৫৮২১.৪৫
২	কর–পূর্ব মুনাফা [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের আগে]	১৫৯৬.৩৩	৪১৩০.৯৬	১১৫১.১২
৪	কর–পূর্ব মুনাফা [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	১৫৯৬.৩৩	৪১৩০.৯৬	১১৫১.১২
৪	কর পরবর্তী মুনাফা	১১৬২.১৭	৩০৫২.১২	৯২৮.৫৬
৫	মোট বোধগম্য আয়	৯৭১.০৩	২৯১০.২৬	৯৪৭.৯৬

২. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ মোতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট (এনএসই–এর www.nseindia.com এবং বিএসই–এর www.bseindia.com)–সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটেও (www.xproindia.com) উপলব্ধ রয়েছে।

পর্ষদের জন্য ও তরফে
নতুন দিল্লি — সি ভাস্কর
২০ মে, ২০২৬ — ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস খড়্গপুর এসএএম ডিপার্টমেন্ট
৪ নং ফ্লোর, এমএস টাওয়ার–২, এইচপি পেট্রোল পাম্পের কাছে, অটওয়াল রিয়েল এস্টেট, ওটি রোড, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৩০৫। ই–মেল: cokgpsam@pnb.bank.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

অ্যানেক্সার ‘বি’
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময় সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের পরিমাণ
১	**ক) মাদপুর (৩২০৯০০)** **খ) অমল কুমার রাউত এবং বিশ্বনাথ রাউত** **অ্যাকাউন্ট নং: ৩২০৯০০এনসি০০০৮২৯৪২** **গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিঃ অমল কুমার রাউত,** পিতা– প্রয়াত গৌরহরি রাউত, গ্রাম– গোপীনাথপুর, পোঃঅঃ– রাধাকৃষ্ণপুর, থানা– পিংলা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৪০ **সহ–ঋণগ্রহীতা: মিঃ বিশ্বনাথ রাউত,** পিতা– প্রয়াত গৌরহরি রাউত, গ্রাম– গোপীনাথপুর, পোঃঅঃ– রাধাকৃষ্ণপুর, থানা– পিংলা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৪০	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– গোপীনাথপুর, থানা– পিংলা, জে এল নং ২৭, এল আর খতিয়ান নং– হাল ৫২/১, পরিমার্জিত খতিয়ান নং ৪/১, প্লট নং– সাবেক ও হাল ১৬৬, পরিমাপ– ৬.৬৯০ ডেসিমেল (বাস্তু), দলিল নং I–৩৬৯৩/২০১৭ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক মিঃ অমল কুমার রাউত,** পিতা– গৌরহরি রাউত। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– বিষ্ণুপদ রাউতের বাড়ি; **দক্ষিণ**– কংক্রিটের তৈরি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্ব**– মালিকের জমি; **পশ্চিম**– অন্যের জমি।	**ক) ১৪.০৬.২০২১** **খ) ₹১২,৬২,৩৫৯.০০** (বারো লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশো উনষাট টাকা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৭.০৯.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹৪,২৭,০০০.০০** **খ) ₹৪২,৭০০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	**ক) দাঁতন (০১৮৯২০)** **খ) মেসার্স মা শীতলা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: নিমাই দাস ও মমতা দাস ও নিমাই দাস** **অ্যাকাউন্ট নং: ০১৮৯২৫০৮০০৫১৭, ০১৮৯২৫০০২০২৬৯, ০১৮৯৩০৭২১৮০০৬, ০১৮৯৩০৭২২৬১০২, ০১৮৯২৫০৮০০৬২০** **গ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা শীতলা এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: নিমাই দাস,** গ্রাম– কুঞ্জপুর, পোঃঅঃ– গাজিপুর, থানা– দাঁতন, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৬ **প্রোপ্রাইটর ও ঋণগ্রহীতা: মিঃ নিমাই দাস,** পিতা– কাঙ্গালা দাস, গ্রাম– কুঞ্জপুর, পোঃঅঃ– গাজিপুর, থানা– দাঁতন, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৬ **সহ–ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিসেস মমতা দাস,** স্বামী– নিমাই দাস, গ্রাম– কুঞ্জপুর, পোঃঅঃ– গাজিপুর, থানা– দাঁতন, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৬ **জামিনদার: মিঃ সনাতন জানা,** গ্রাম– নাগপাড়া, গাজিপুর, থানা– দাঁতন, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৬	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কুঞ্জপুর, শালিকাঠ ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জে এল নং ১১৭, এল আর খতিয়ান নং ৪৭৩, এল আর প্লট নং ২৫৪, জমির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল (প্রকৃতি– বাস্তু), **সম্পত্তির স্বত্বধারক মিসেস মমতা দাস,** ০৯.০৩.২০১৫ তারিখের দান দলিল নং I–৭৩৫/২০১৫ অনুসারে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– মালিকানাধী সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– ঢালাই রাস্তা; **পূর্ব**– শঙ্কর প্রসাদ দাস; **পশ্চিম**– পঞ্চানন ঘোড়াই।	**ক) ১২.০৩.২০২৫** **খ) ₹২১,৩৬,৫১১.১১** (একুশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো এগারো টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৭.০৯.২০২৫** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹২৭,৩৩,০০০.০০** **খ) ₹২,৭৩,৩০০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**ক) পিংলা (০৬৯৬২০)** **খ) শ্রী রঞ্জিত রায়** **অ্যাকাউন্ট নং: ০৬৯৬২০এনসি০০০০০০৭৭** **গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: শ্রী রঞ্জিত রায়,** পিতা– আদিত্য রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ– মালিগ্রাম, থানা– পিংলা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৪০, মোবাইল: ৭৫৪৭৯০০৩৪২ জামিনদারগণ: **মিঃ লক্ষ্মণচন্দ্র রায়,** গ্রাম ও পোঃঅঃ– মালিগ্রাম, থানা– পিংলা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৪০ **মিঃ নন্দ দুলাল রায়,** গ্রাম ও পোঃঅঃ– মালিগ্রাম, থানা– পিংলা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৪০ **ছবি বনুয়া,** গ্রাম– কেলেয়ারা, লক্ষ্মীবাড়ি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৫৫ **প্রমথ রায়,** গ্রাম– কেলেয়ারা, লক্ষ্মীবাড়ি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৫৫	জমি ও বাড়ির সমবন্ধক, মৌজা– মালিগ্রাম, জে এল নং ১৯৯, এল আর খতিয়ান নং ১০৬৯৯, হাল এল আর প্লট নং ২৩৮৭, দলিল নং ১০১৮০৩৪৭০/২০১৯, দলিলের তারিখ– ০৬.১১.২০১৯, থানা– পিংলা, এডিএসআর– পিংলা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর। **সম্পত্তির মালিক: শ্রী রঞ্জিত রায়।** **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– বিধান রায়; **দক্ষিণ**– তপন সামন্ত; **পূর্ব**– নারায়ণ সামন্ত; **পশ্চিম**– ওমপ্রকাশ রায়।	**ক) ১৭.০৯.২০২৫** **খ) ₹১১,৯২,৭৪৮.০০** (এগারো লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ, অন্যান্য চার্জ ও খরচ **গ) ১৮.১১.২০২৫** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹৩০,০৮,৭০০.০০** **খ) ₹৩,০০,৮৭০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	**ক) পাঁচগেড়িয়া (২১৭৮০০)** **খ) মিসেস রিনা জানা পাল** **অ্যাকাউন্ট নং: ২১৭৮০০৮৭০০০০৪৫২৪, ২১৭৮০০জেই০০০০০০২১** **গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিসেস রিনা জানা পাল,** স্বামী– উৎসব পাল, ডেবরা বাজার (হাইপীঠ), ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১২৬ **জামিনদার: মিঃ উৎসব পাল,** পিতা– মৃণাল কান্তি পাল, ডেবরা বাজার (হাইপীঠ), ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১২৬	নিম্নোক্ত বাস্তু জমির সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা– অর্জুনি, জে এল নং ৩৩৩, আর এস প্লট নং ৪৪৯, এল আর আর প্লট নং ৪৪৯, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৩, খানামোহন ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– অর্জুনি, থানা– ডেবরা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১২৬, জমির পরিমাপ ৬ ডেসিমেল (প্রকৃতি– বাস্তু, কনভার্সন সার্টিফিকেট অনুসারে)। দান দলিল নং ১০০৬০২৫৫৭/২০১৭ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বধারক রিনা জানা পাল।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– জহর মাইতির সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– মৃণাল পালের সম্পত্তি; **পূর্ব**– ১৬ ফুট চওড়া পিএমজিএসওয়াই রাস্তা; **পশ্চিম**– মৃণাল পালের সম্পত্তি।	**ক) ১৭.০২.২০২৫** **খ) ₹১৪,৪৭,৭১৫.৯৬** (চোদ্দ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশো পনেরো টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৯.০৪.২০২৫** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹১৩,৫০,০০০.০০** **খ) ₹১,৩৫,০০০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	**ক) রূপনারায়ণপুর (২৫৯৯০০)** **খ) মিসেস রুখসার বেগম** **অ্যাকাউন্ট নং: ১৬১০২১০০০০১৩৪** **গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিসেস রুখসার বেগম,** স্বামী– শেখ বাদশাহ, গ্রাম– রবীন্দ্র পল্লী, পাঁচবেড়িয়া, ওয়ার্ড নং ৩, পোঃঅঃ– ইন্দা, থানা– খড়্গপুর লোকাল, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৩০১	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা– খাগড়া, সাঁকোয়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– খড়্গপুর লোকাল, জে এল নং ৪০২, আর এস খতিয়ান নং ১৫৮, এল আর খতিয়ান নং ২১০, প্লট নং ২৬৮, পরিমাপ ০১.২০ ডেসিমেল (বাস্তু), ২৪.১০.২০১৬ তারিখের দান দলিল নং ৭৪২৬/২০১৬ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বধারক মিসেস রুখসার বেগম,** স্বামী– শেখ বাদশাহ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– মালিকানাধীন ফাঁকা জমি; **দক্ষিণ**– ১০ ফুট চওড়া মোরাম রাস্তা; **পূর্ব**– শেখ মুস্তাফা সিরাজের ফাঁকা জমি; **পশ্চিম**– শেখ বাদশাহ’র ফাঁকা জমি।	**ক) ০২.১২.২০২১** **খ) ₹৩,০৮,৭৯৪.০০** (তিন লক্ষ আট হাজার সাতশো চুরানব্বই টাকা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২১.১০.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹৪,৫৪,০০০.০০** **খ) ₹৪৫,৪০০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	**ক) কেশিয়াড়ি (২৩২২০০)** **খ) সৌম্য পট্টনায়ক** **অ্যাকাউন্ট নং: ২৩২২০০এনসি০০০০২৩২৯** **গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিঃ সৌম্য পট্টনায়ক,** পিতা– প্রবীর কুমার পট্টনায়ক, গ্রাম– খান্ডরুই, পোঃঅঃ– তুরকাগড়, থানা– দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১৪৪৫	জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা– বিনোদপুর, জে এল নং ৩২৮, এল আর খতিয়ান নং ৩৪৭, জমির পরিমাপ– ০৬ ডেসিমেল, পোঃঅঃ– বেলদা, বেলদা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৪২৪। ২১.০৭.২০২২ তারিখের দলিল নং ৭২১৬ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক সৌম্য পট্টনায়ক।** **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– ১০ ফুট চওড়া মোরাম রাস্তা; **দক্ষিণ**– ড্রেন; **পূর্ব**– ১০ ফুট চওড়া মোরাম রাস্তা; **পশ্চিম**– খাল।	**ক) ২০.১১.২০২৫** **খ) ₹১০,২৭,৩৬৬.৬২** (দশ লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশো ছেষট্টি টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ ও চার্জ **গ) ২৪.০৩.২০২৬** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹১৭,১৪,০০০.০০** **খ) ₹১,৭১,৪০০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	২৩.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	**ক) দাঁতন (০১৮৯২০)** **খ) সুজিত মহাপাত্র এবং মামনি মহাপাত্র** **অ্যাকাউন্ট নং: ০১৮৯২০ইজি০০০০০০১৭, ০১৮৯২৫০৮১৪৭৯৯, ০১৮৯৩০৭২২৬৮২৯ এবং ০১৮৯৩০৭২২৯৩৯৪** **গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিঃ সুজিত মহাপাত্র,** পিতা– শুভপদ মহাপাত্র, শীতলা মন্দির, গ্রাম– খনিপুর, পোঃঅঃ ও থানা– দাঁতন, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৬ **সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস মামনি মহাপাত্র,** স্বামী– সুজিত মহাপাত্র, শীতলা মন্দির, গ্রাম– খনিপুর, পোঃঅঃ ও থানা– দাঁতন, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৬	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– খনিপুর, থানা– দাঁতন, এডিএসআর– দাঁতন, জে এল নং ৫২, এল আর খতিয়ান নং ২৪১, এল আর প্লট নং ৩৯৯ (বাস্তু), জমির পরিমাপ ৩ ডেসিমেল, ১.২৫ একরের মধ্যে এবং এল আর প্লট নং ৪০২ (বাস্তু), জমির পরিমাপ ১ ডেসিমেল, ২ ডেসিমেলের মধ্যে, মোট জমি = ৪ ডেসিমেল, ২৬.১২.২০১৮ তারিখের দান দলিল নং ৩৯৭২/২০১৮ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক মিঃ সুজিত মহাপাত্র,** পিতা– শুভপদ মহাপাত্র। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– শুভপদ মহাপাত্রের সম্পত্তি (প্লট নং ৩৯৯); **দক্ষিণ**– শুভপদ মহাপাত্রের সম্পত্তি (প্লট নং ৪০২); **পূর্ব**– দীপক মহাপাত্রের সম্পত্তি; **পশ্চিম**– শুভপদ মহাপাত্রের সম্পত্তি (প্লট নং ৩৯৯)।	**ক) ০১.০৩.২০২৩** **খ) ₹১৩,৪২,০৮১.২১** (তেরো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একাশি টাকা এবং একুশ পয়সা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৩.০৬.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹১৯,৪২,৫৮১.০০** **খ) ₹১,৯৪,৩০০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮	**ক) কেশিয়াড়ি রোড (৩২০৭০০)** **খ) মিসেস তুলিকা খাতুন** **অ্যাকাউন্ট নং: ৩২০৭০০৮৭০০০০০৯২২, ৩২০৭০০আইএল০০০০০১২২, ৩২০৭০০পিডি০০৫২৬০৯** **গ) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিসেস তুলিকা খাতুন,** স্বামী– মাসুম মল্লিক, গ্রাম– কাপতা বনকাটি, পোঃঅঃ– আমড়াকুচি, থানা– কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৫০ **জামিনদার: মিঃ মাসুম মল্লিক,** পিতা– সামাদ মল্লিক, গ্রাম– কাপতা বনকাটি, পোঃঅঃ– আমড়াকুচি, থানা– কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৫০	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– আমড়াকুচি, থানা– কেশপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৫৬, জে এল নং ৪৩৪, খতিয়ান নং ৪১৮, ২৭, হাল খতিয়ান নং ৪১৫, ৫৯০, এল আর খতিয়ান নং ৪১০/১, এল আর সংশোধিত খতিয়ান নং ১২৭৩, প্লট নং ৫৬, পরিমাপ– ১০.০০ ডেসিমেল (প্রকৃতি– বাস্তু), ১২.১০.২০১৮ তারিখের দলিল নং ৮৬৪০/২০১৮ অনুযায়ী সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারিণী মিসেস তুলিকা খাতুন,** স্বামী– মাসুম মল্লিক। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** **উত্তর**– ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণ**– মাসুম মল্লিকের জমি; **পূর্ব**– মাসুম মল্লিকের বাড়ি; **পশ্চিম**– ড্রেন, তার পরে নুর হোসেন মল্লিকের জমি।	**ক) ০৯.০৩.২০২২** **খ) ₹১৬,০০,৬০৪.১০** (ষোল লক্ষ ছশো চার টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) + উদ্ভূত সুদ, অন্যান্য চার্জ ও খরচ **গ) ১৩.০৯.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ₹১২,১৮,৬০০.০০** **খ) ₹১,২১,৮৬০.০০** **গ) ₹১০,০০০.০০**	০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই

ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম **‘অনলাইন ই–নিলাম’** পদ্ধতিতে **https://www.baanknet.com** পোর্টালে পরিচালিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://www.baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (২টি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা যথেষ্ট সময় বাকি থাকতেই ০৬.০৬.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৫ এবং ৭, ৮–এর ক্ষেত্রে) এবং ২২.০৬.২০২৬ (ক্রম নং ৬–এর ক্ষেত্রে) তারিখের মধ্যে (ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে) তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/ নগদ/ ট্রান্সফার (**https://www.baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)। এনইএফটি ট্রান্সফার যে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা থেকে করা যেতে পারে। চেক–এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম (https://baanknet.com) দেবে ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্টার্ড অফিস: ১ নং ইউনিট, ৩ নং ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ (হেল্প ডেস্ক নম্বর: +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)**। ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://www.baanknet.com; (২) www.pnbindia.bank.in**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি BAANKNET পোর্টাল (https://www.baanknet.com) থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের ই–ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থাঙ্ক (ইএমডি–র সমান বা তার থেকে বেশি) জমা থাকতে হবে।
৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর ওপরে লেখা বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী ১০ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–অকশন পোর্টাল https://www.baanknet.com–এ দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘The Authorised Officer, Punjab National Bank,** A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)’–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’, ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. সফল ক্রেতাকে ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা অন্য কোনও আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মতো কনভেয়ান্স চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন: https://www.baanknet.com, www.pnbindia.bank.in।
২৪. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষ হবে।
২৫. এই নিলাম **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে **০৮.০৬.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৫ এবং ৭, ৮–এর ক্ষেত্রে) তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটের মধ্যে এবং ২৩.০৬.২০২৬ (ক্রম নং ৬–এর ক্ষেত্রে)** তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা পরিচালিত হবে।

তারিখ: ২২.০৫.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: সার্কল অফিস, খড়্গপুর — **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা, সার্কল অফিস, খড়্গপুর**

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬)/ ৯(১) অধীনে ১৫/৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কর্মখালি

● AL HERA COLLEGE OF EDUCATION, KODALIA, BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, 743429

Required PRINCIPAL & Asst. Prof. on subjects of BENGALI, ENGLISH, MATHEMATICS, LIFE SCIENCE, PHYSICAL SCIENCE, HISTORY, GEOGRAPHY, EDUCATION, ARABIC, HINDI, ECONOMICS, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY, ACCOUNTANCY, COMPUTER APPLICATION, SOCIOLOGY & MUSIC with a LIBRARIAN. Asked to drop updated CV to the above mentioned email id or visit college.

Eligibility: As per rules & regulations of NCTE & Affiliating University.

Email id- alheraedtrst@gmail.com Contact-7557811662/ 9836459860

হারানো/প্রাপ্তি

● গত 08/02/2026 রায়চক ধর্মতলাগামী বাসে আমার জমির দলিল হারিয়ে ফেলি। যদি কেউ পেয়ে থাকেন নীচের নম্বরে যোগাযোগ করবেন। 9775660613

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, সুদীপ্তা বিশ্বাস কর, স্বামী– কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, সাং– নেদিয়ারপাড়া, পোঃ– কৃষ্ণনগর, থানা– কোতোয়ালী, জেলা– নদীয়া, গত ইংরাজী ০৯/০৪/২৬ বীনাপানি বিশ্বাস, স্বামী– মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা– মৃত কানাইলাল বিশ্বাস, সাং– নেদিয়ারপাড়া, পোঃ– কৃষ্ণনগর, থানা– কোতোয়ালী, জেলা– নদীয়া–এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিযুক্তীয় আমমোক্তার কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, পিতা– ৺কল্যাণ বিশ্বাস ওরফে কল্যাণময় বিশ্বাস, সাং– নেদিয়ারপাড়া, পোঃ– কৃষ্ণনগর, থানা– কোতোয়ালী, জেলা– নদীয়া–এর কাছ হইতে খরিদ করেন, যাহার দলিল নং ৩৩২৫/২০২৬ কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গত ইংরাজী ৩১/০৭/২০০৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ১০৭ নং একখণ্ড আমমোক্তার নামার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন, যাহা গত ইংরাজী ৩১/০৭/২০০৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর রেজিস্ট্রিকৃত ৪নং বহিতে লিপিবদ্ধকৃত। ১০৭/২০০৩ নং একখণ্ড আমমোক্তারনামার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন, যাহার তপশীল পরিচয় হইল ৯২ নং মৌজা, থানা– কোতোয়ালী, জেলা– নদীয়া, খতিয়ান নং এল.আর.৭৫৩৭, দাগ নং আর এস ৬০০১, এল আর. ৮১৯২, শ্রেণী বাড়ি, বর্তমানে ফাঁকা ভিটি, মোট পরিমাণ ২.২৫ শতক। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি তাহার নামীয় রেকর্ডভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন হইতে কাহারো কোনো ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর ১ নং ভূমি সংস্কার দপ্তরে আসিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইনানুগ মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Shuk Chand Shaikh
Advocate
Krishnagar Judges Court
Krishnagar, Nadia

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সৌমদীপ দাস,পিতা বিমল কুমার দাস, সাং সোনাড়িয়া,থানা নোদাখালী,1550 নং দলিল মূলে মৌজা সোনাড়িয়া, J.L.- 106 খতিয়ান নং L.R.-347,L.R. 168 নং দাগে 3.9462 ও L.R. 167 নং দাগে 2.7272 শতক জমি ক্রয় করিয়াছে। 1550 নং দলিল মূলে,উক্ত দলিলের দাতা পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার নামটি 10 Feb 2021সালে বজবজ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত Book-1,Volume-1610-2021,Page-1361-13883,Being No-551. এ বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বজবজ-2 B.L. & L.R.O office যোগাযোগ করুন।

● মোকাম হাওড়া, চতুর্থ সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত,
টাইটেল স্যুট নং ৮৮৫ অফ ২০১৯
মধুসূদন দাস বাদী বনাম বর্ণালী প্রামাণিক দিগর বিবাদীগণ
এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী মধুসূদন দাস, পিতা ৺সতীশ চন্দ্র দাস, জাতি হিন্দু, সাকিম ডোমজুড় বন্দর বাগ পাড়া (পুরাতন পঞ্চাননতলা), গ্রাম, পোঃ ও থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪০৫, বাদী হিসাবে জেলা হাওড়া, গ্রাম নাড়না, নাড়না দক্ষিন পাড়া (প্রামাণিক পাড়া), পোঃ নাড়না, ভায়া পোঃ ও থানা ডোমজুড় নিবাসী এবং উক্ত গ্রাম, পোঃ ও থানা ডোমজুড় এর অধীন ডোমজুড় জগদীশপুর রোড, ডোমজুড় মা মনসাতলার নিকট 'মেসার্স মা চণ্ডী ফার্নিচার' নামীয় ব্যবসারত শ্রী জয় প্রামাণিক ও শ্রী অজয় প্রামাণিক, উভয়ের পিতা ৺অমর প্রামাণিক, দিগের যথাক্রমে ২ ও ৩ নং বিবাদী পক্ষ ভুক্ত করিয়া জেলা হাওড়া, মৌজা ও থানা ডোমজুড়ের অধীন আর. এস. খতিয়ান নং ৩৬০৮ তথা এল. আর. খতিয়ান নং ৩৭৯৮ এর অন্তর্গত সাবেক আর. এস. দাগ নং ৩০/৪০৪১ তথা হাল এল. আর. ৬৬ নং দাগভুক্ত সম্পত্তির উপরিস্থিত 'সতীশ ভবন' নামীয় গৃহাদীর ভূতলে অবস্থিত কমবেশী ১৬৫ বর্গফুট পরিমিত একটি শাটার যুক্ত দোকানঘর হইতে আপনাদিগের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ সহ অন্যান্য ডিক্রি প্রার্থনা করিয়া উপরোক্ত মোকদ্দমা করিয়াছেন। সেমতে উক্ত ২ ও ৩ নং বিবাদী দিগর আপনাদের জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় উক্ত মোকাম হাওড়া, চতুর্থ সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতে উপস্থিত হইয়া উপরোক্ত মোকদ্দমায় আপনাদিগের কোনোপ্রকার লিখিত বক্তব্য থাকিলে তাহা দাখিল করিবেন, অন্যথায় আপনাদিগের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে। সেক্ষেত্রে আপনারা আইন আমলে আসিবেন। আদেশানুসারে, কৌশিক ভট্টাচার্য সেরেস্তাদার চতুর্থ সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) হাওড়া আদালত

বিজ্ঞপ্তি

● ব্যারাকপুর অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন জার্জ এফ.টি.সি. প্রথম আদালত, ২৪ পরগণা (উঃ)
ম্যাট স্যুট কেস নং– ২৩৮৬/২০২৪
দরখাস্তকারিনী– শ্রীমতী মমতা দে ওরফে মমতা গায়েন, স্বামী– সুশান্ত গায়েন, পিতা- গোপাল দে, স্থায়ী ঠিকানা– নিশ্চিন্দ, মধ্যপাড়া, পোস্ট– ঘোষপাড়া, থানা– নিশ্চিন্দ, বালি, জেলা– হাওড়া, পিন– ৭১১২২৭ এবং বর্তমান ঠিকানা পি/১৫, ভার্নার লেন, মহারানি ক্লাব সন্নিকটে, পোঃ ও থানা– বেলঘড়িয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা– ৭০০০৫৬, পশ্চিমবঙ্গ।

বনাম

বিবাদী– শ্রী সুশান্ত গায়েন, পিতা– কালিপদ গায়েন, সাং– নিশ্চিন্দ, মধ্যপাড়া, পোস্ট– ঘোষপাড়া, থানা নিশ্চিন্দ, বালি, জেলা– হাওড়া, পিন– ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ।
এতদ্বারা বিবাদীকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনী অর্থাৎ আপনার স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে উক্ত আদালতে উপরোক্ত ম্যাট স্যুট কেস ২৩৮৬/২০২৪ নং বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইহাতে যদি আপনার বা কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তবে এই মোকদ্দমার পরবর্তী শুনানির দিনে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪/০৭/২০২৬ তারিখে আদালতে হাজির হইয়া আপনার আপত্তি জানাইবেন নচেৎ আইনামলে আসিবে।

আদেশানুসারে, মৈনাক রায়
BENCH CLERK
ADJ, F.T.C-1 Barrackpore
North 24-Pgs

● আমার মক্কেল কাজল কুমারী 184/2026 দলিলে ২ কাঠা জমি ক্রয় করেছেন, আমোক্তার হুকুমদেব রায় POWER-00101/2020 মৌজা- রানিয়া, দাগ-24, খতিয়ান 4934, 4944 মিউটেশানের আপত্তি থাকলে Sonarpur B.L.R অফিসে যোগাযোগ করুন।

HEMANTA KUMAR MANNA, Advocate
Alipore Judges Court

● এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমার মক্কেলগণ (১) কৌশিক বিশ্বাস ও (২) সৌমিত্র চ্যাটার্জী, তালপুকুর নিবাসী শঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট হইতে মৌজা- টিটাগড় গ্রামে ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের রায় বাগান লেনস্থিত ৪৫৫, ৭৩৯, ৮৩৬, ১০৩২, ১০৮৪, ১৮৮৩, ২০৩২, ৩৫৩৬ নং এল. আর খতিয়ানভুক্ত ২৫২১ এবং ২৬২৭ নং এল.আর দাগের অন্তর্গত সর্বমোট ১২ কাঠা ১৩ ছটাক ৮ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত জমিতে কোনরূপ সরকারী অধিগ্রহণ নাই এবং কোনরূপ ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে বন্ধক নাই। উক্ত জমি সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তির কোনরূপ প্রতিক্রিয়া বা আপত্তি থাকে তবে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদিসহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করিবেন।

বৈজয়ন্ত সাহা (অ্যাডভোকেট)
বারাকপুর কোর্ট
মোবাইল - 9163104875

● জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা, আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২১/ ২০২৬ (প্রবেট)
শ্রী সৌমদীপ দাস, পিতা- স্বর্গীয় শুভেন্দু গোস্বামী, সাং- ৩৭৮, পর্ণশ্রী পল্লী, পোষ্ট-পর্ণশ্রী পল্লী, থানা- পর্ণশ্রী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোলকাতা ৭০০০৬০।
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তাহার পিতা স্বর্গীয় শুভেন্দু গোস্বামী, সাং- ৩৭৮, পর্ণশ্রী পল্লী, পোষ্ট- পর্ণশ্রী পল্লী, থানা– পর্ণশ্রী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোলকাতা– ৭০০০৬০ এর উইলের প্রবেট লইবার জন্য আদালতে উক্ত দরখাস্তটি আনয়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা আইনজীবী মারফৎ লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় মোকদ্দমাটি একতরফা নিষ্পত্তি হইবে।

অনুমত্যানুসারে
সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার, আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা 14.05.26

নোটীশ
আমি AJIJA SK, পিতা - SK AINADDIN, সাং – পার্বতীপুর মোল্লারচক, পোস্ট -পার্বতীপুর, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়ার বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম AJIJA SK যা আমার সমস্ত কাগজ এ উল্লিখিত আছে। কিন্তু ভুলবশত আমার নাম SEKH AJIJA উল্লিখিত আছে আমার IDBI BANK পাসবুই তে। হাওড়া আদালতের ১০/০৯/২০২৫ তারিখের ৭৩৫২ নং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর এফিডেভিট বলে AJIJA SK এবং SEKH AJIJA একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হলাম।

● জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ১ম সিভিল জজ (সিনিয়ার, ডিভিশন) এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৯২/২০২৫ (প্রবেট) দেবমিত্রা ঘোষ পিতা স্বর্গীয় সুনীল কুমার চক্রবর্তী মাতা- ৺গীতা চৌধুরী, সাকিন এইচ আই জি ২/১৬০ সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপ, ফেজ- ১ পোস্ট অফিস ও পুলিশ স্টেশন সরসুনা কলকাতা- ৭০০০৬১ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গীতা চৌধুরী সাকিন -এইচ ২/১৬০ হো-চি-মিন সরনী, শকুন্তলা পার্ক, ফেজ- ১, পোস্ট অফিস ও পুলিশ স্টেশন সরসুনা কলকাতা- ৭০০০৬১ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা তে ২৩.০৬.২০২৪ তারিখে গত হয়, তাহার ত্যক্ত উইল এর প্রবেট লইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারী আবেদন করিয়াছেন। উপরিউক্ত প্রবেট মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, যদি কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা এক তরফা মতে শুনানী হইবে। অনুমত্যানুসারে সুশান্ত সাহা সেরেস্তাদার আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 12/05/26

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরাজী- 16/02/2024 তারিখে বর্ধমান ডি.এস.আর.-২ অফিসে বুক 1-1105 নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা বলে, পূর্ব বর্ধমান জেলার, বর্ধমান থানার অন্তর্গত, মৌজা- কাঞ্চননগর, জে.এল. নং- ২৬, এল.আর. খতিয়ান নং- 410/1, আর.এস. দাগ নং- 2080, এল.আর. দাগ নং- 4081 এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি রীতা সিকদার, স্বামী- স্বর্গীয় গোবিন্দদাস সিকদার, ঠিকানা- তাঁতিপাড়া, কাঞ্চননগর, পোষ্ট-কাঞ্চননগর, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, সিমাসিমি গ্রাম নিবাসী সোমনাথ সাঁই মহাশয়কে গত ইংরাজী- 24/02/2026 তারিখে বর্ধমান ডি.এস.আর.-১ অফিসে 1321 নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১৪৫২ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন এবং সোমনাথ সাঁই নিজ নাম নথিভুক্ত করণের জন্য আবেদন করিয়াছেন।
এই নথিভুক্তকরণ সংক্রান্ত বা আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে কাহারও কোনোরকম আপত্তি থাকিলে, ইহা প্রকাশিত হওয়ার 30 দিনের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-১ ব্লকের কামনাড়া বি.এল.এন্ড এল.আর.ও. দপ্তরে জানাতে হইবে নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে বা তাহার পরবর্তীতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

অনুপম সরকার
এ্যাডভোকেট
ফোন নং- ৬২৯৬৯৬০২৭৫

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরাজী- 03/11/2023 তারিখে বর্ধমান এ.ডি. এস.আর. অফিসে বুক IV-8197 নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা বলে, পূর্ব বর্ধমান জেলার, বর্ধমান থানার অন্তর্গত, মৌজা- গোদা, জে.এল. নং- ৪১, এল.আর. খতিয়ান নং- 13445, আর.এস. দাগ নং- 1582, এল.আর. দাগ নং- 1726 এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি জসীম সেখ, পিতা- মনিরুদ্দিন সেখ, ঠিকানা- বলরামপুর, পোষ্ট- সোনারকুণ্ডা, থানা- নলহাটী, জেলা- বীরভূম, এড়ুয়ার গ্রাম নিবাসী মহম্মদ ওসমান গণি মোল্লা ও তানিয়া পারভীন মহাশয়/মহাশয়াকে গত ইংরাজী- 13/04/2026 তারিখে বর্ধমান ডি.এস.আর.-১ অফিসে 2940 নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৮৪০ বর্গফুট এবং গত ইংরাজী- 16/04/2026 তারিখে বর্ধমান ডি.এস. আর.-১ অফিসে 2985 নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১৩২০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন এবং বর্ধমান লক্ষীপুর নিবাসী রঞ্জিতা সাউ মহাশয়াকে গত ইংরাজী- 12/12/2025 তারিখে বর্ধমান ডি.এস. আর.-১ অফিসে 9030 নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১৬৮৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন এবং মহম্মদ ওসমান গণি মোল্লা, তানিয়া পারভীন ও রঞ্জিতা সাউ নিজ নাম নথিভুক্ত করণের জন্য আবেদন করিয়াছেন।
এই নথিভুক্তকরণ সংক্রান্ত বা আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে কাহারও কোনোরকম আপত্তি থাকিলে, ইহা প্রকাশিত হওয়ার 30 দিনের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-১ ব্লকের কামনাড়া বি.এল.এন্ড এল.আর.ও. দপ্তরে জানাইতে হইবে নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে বা তাহার পরবর্তীতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

অনুপম সরকার, এ্যাডভোকেট
ফোন নং- ৬২৯৬৯৬০২৭৫

● জেলা পূর্ব বর্ধমান ফাস্ট ট্র্যাক ২য় আদালত, বর্ধমান, ২০২৫ সালের ২০ নং ও. এস. উইল মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী– শ্রীমতী ঝুমা মালিক দীং বনাম প্রতিপক্ষ– শ্রীমতী প্রতিমা মালিক দীং এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনীগণ অত্র আদালতে তাহাদের পিতা শ্রীকান্ত প্রসাদ বাগ ওরফে শ্রীকান্ত বাগদী, পিতা ৺বামাচরন বাগ ওরফে বামাপদ বাগদী, সাকিম পালসীট, পোঃ- ভৈটা, থানা মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪৯ মহাশয়ের ত্যক্ত সম্পত্তি আদি লইয়া অত্র ও এস উইল মোকর্দ্দমাটি কতিপয় ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন। তৎ সম্বন্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী 20.07.26 তারিখে সকাল 10 ঘটিকায় আপনারা স্বয়ং অথবা আপনাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইবেন, অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ প্রচারিত হইবে। **Sanjib Kumar Bhattacharya সেরেস্তাদার, Fast Track Court, 2nd Court, Bardhaman, 20.5.26**

Legal Notice
আমি, এমডি. সামিম, পিতা- এমডি. জলিল, সাং- ২৫, গোলাম জিলানী খান রোড, থানা- তিলজলা, কোলকাতা- ৭০০০৩৯, ও আমার স্ত্রী সবনম আরা উভয়ে একককভাবে কোলকাতা ব্লকের অন্তর্গত নোনাডাঙ্গা (জে.এল. নং- ১০) মৌজায় ৫০২ নং দাগে যথাক্রমে ০৩(তিন) কাঠা ০২(দুই) ছটাক ও ০৩(তিন) কাঠা জমি ২০০৯ সালে বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে (দলিল নং- ০৪২৪৯/২০০৯ ও ০৪২৮৯/২০০৯ যথাক্রমে) সেখ মুবিকউদ্দিন মহাশয়ের দ্বারা নিযুক্ত পাওয়ার অফ এটর্নী হোল্ডার আয়েসা খাতুন (পাওয়ার দলিল নং- ০০৬৩৭/২০০৭)-এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। অতঃপর উক্ত জমির মিউটেশন-এর আবেদন করিয়াছি (কেস নং- MN/2026/1630/3124 ও MN/2026/1630 / 3125), যদি কোনো ব্যক্তির কোনোরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে কোলকাতা বি.এল. এল.আর.ও. অফিসে (ঠিকানা- কে.এম.সি. বিল্ডিং, রুম নং- ৩২৮, ৫ এস.এন. ব্যানার্জী রোড, কোলকাতা-৭০০০১৩) অথবা ইমেল (bllroatm@gmail.com)-এর মাধ্যমে অভিযোগ জানান।

বিজ্ঞপ্তি

● 11/22, Jhil Road, Jadavpur, **Mouza + P.S.- Jadavpur, Mouza-Jadavpur, Dag Nos.- 1701 & 379,** property purchased SBI auction by Durgapada Sarkar. Apply for mutation. Any objection contact within 15 Days from Publication date.

Pinku Bhowmik, Advocate
District Judges Court, Barasat,
Enrolment No.- WB/626/2012

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জে. আর.আর. রোড, পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, থানা-মোহনপুর, কোল-১২২ এর বাসিন্দা আমার মক্কেল শ্রী লোকনাথ রায়, তাহার পিতা শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ রায় এর নামে অবস্থিত জাফরপুর মৌজাস্থিত সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল নং ৫৩৪১ সাল ১৯৯৫, যাহা বারাকপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি হইয়াছিল, উক্ত মূল দলিলটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। উক্ত দলিলটি কেহ খুঁজিয়া পাইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। **স্বাক্ষর শ্রী শুভময় দাস আইনজীবী, ব্যারাকপুর আদালত মোবাইল: 9903379888**

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) সুশান্ত সরকার, ২) প্রশান্ত সরকার, উভয়ের পিতা দেবেন্দ্র নাথ সরকার, উভয়ের সাং ভ্যাবলা কালীবাড়ি, ওয়ার্ড নং ১৯, পোঃ ভ্যাবলা, থানা– বসিরহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭৪৩৪২২, বিগত ইং ২৫/০৩/২০১৪ তারিখে খোলাপোতা পঞ্চায়েত ভুক্ত রামনারায়ণপুর মৌজায় জে.এল. নং ৩৭, সাবেক খতিয়ান ৯৮, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান ১২ ও ১৮৫ নং ভুক্ত ১৯১ দাগে ৩ কাঠা সম্পত্তি আমার মক্কেলদ্বয় ১৮৬৪/১৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত কোবালা দলিল মূলে শ্রী নীতিশ ঘোষ, পিতা মৃত গোপাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করে। এক্ষনে আমার মক্কেলদ্বয় উক্ত জমি নিজ নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছে। যাহার MN Case No. 5541/25, 5542/25, Dt. 30/11/25। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ৭ দিনের মধ্যে বসিরহাট-II (খোলাপোতা) ভূমি সংস্কার অফিসে লিখিত জানান। **ভবদীয়- প্রণব কুমার দাশ এ্যাডভোকেট, বসিরহাট কোর্ট**

● Office of the President Before the District Consumer Disputes Redressal Commission, North 24 Parganas, "Maya Bhawan" (1st Floor) 2 No. Barrackpore Road, (Near 12 No. Gail Gate) P.O. Nabapally, Barasat, Kolkata-700126. Memo No 201/DCC/24 Pgs (N) Date: 15/05/26 ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপিউটস্ রিড্রেসাল কমিশন, বারাসাত। সি.সি নম্বর ৩৪৫/২০১৮ রিতা চক্রবর্তী, স্বামী– স্বর্গীয় সমর চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট নং– টি, থার্ড ফ্লোর, প্রেমিসেস নং বি–১৪ অমরাবতী, পো: সোদপুর, থানা– খরদহ, উত্তর ২৪ পরগনা। ...বাদী

বনাম

১। মেসার্স অনির্বান কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর প্রতিনিধি অচিন্ত্য ঘোষ পিতা– ষষ্ঠীপদ ঘোষ এ/৫০. এইচ.বি. টাউন রোড নং–২ পোঃ সোদপুর, থানা– খরদহ, কোলকাতা ৭০০১১০ ২। শ্রী উত্তম গুহ ৩। শ্রী গৌতম গুহ উভয়ের পিতা স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ, উভয়ের ঠিকানা– বি/১৪ অমরাবতী, পোঃ– সোদপুর, থানা– খরদহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা ...বিবাদীগণ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উক্ত বিবাদীসহ অপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন। এই মোকদ্দমার বিবাদী নং– ১। মেসার্স অনির্বান কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর প্রতিনিধি অচিন্ত্য ঘোষ, পিতা– ষষ্ঠীপদ ঘোষ, এ/৫০. এইচ. বি. টাউন রোড নং–২, পোঃ– সোদপুর, থানা– খরদহ, কোলকাতা–৭০০১১০ এর বিরুদ্ধে অত্র আদালত এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নোটিশ জারির আদেশ করিয়াছেন। উক্ত বিবাদীগণ এই মামলার কোনও আপত্তি থাকিলে উপরিউক্ত মামলার পরবর্তী ধার্য্যকৃত দিন ১৩.০৭.২০২৬ তারিখে অত্র আদালতে উপস্থিত বা হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

Anupam Mukherjee, President
District Consumer Disputes Redressal Commission
North 24 Parganas, Barasat, west bengal

● জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা মোকাম আলিপুরের মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত প্রথম সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন। এ্যাক্ট ৩৯ প্রোবেট কেস নং- ২৭৪/২০২৫ নুপুর কুমার সাহা পিতা স্বর্গীয় অবনী মোহন সাহা,
সাকিন ৫/১৮, আজাদগর, পোষ্ট অফিস- রিজেন্ট পার্ক, থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৪০।
...দরখাস্তকারী
প্রতি,
১. শ্রী জয়দেব সাহা, পিতা-স্বর্গীয় ভোলানাথ সাহা ২. শ্রীমতী সম্পা সাহা, কন্যা- স্বর্গীয় ভোলানাথ সাহা উভয়ের বর্তমান ঠিকানা ১/২৫, পোদ্দার নগর, পোষ্ট অফিস- যোধপুর পার্ক, কলকাতা– ৭০০০৬৮ অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে শ্রী নুপুর কুমার সাহা, স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন সাহা ওরফে চিত্তরজন সাহা, ঠিকানা- ৩৯১/২৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, থানা– যাদবপুর, কলকাতা– ৭০০০৬৮, কৃত উইল-এর এক্সিকিউটর হিসাবে প্রোবেটের জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছেন। এ বিষয়ে আপনাদের কোনো আপত্তি বা দাবি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে নিজে অথবা মনোনীত ব্যক্তি মারফৎ লিখিত আকারে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানির দিন ধার্য হবে।

আদেশানুসারে, সুশান্ত সাহা
সেরেস্তাদার, জেলা ডেলিগেট আদালত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর 20.05.26

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রীমতি ঝুমা মুখার্জী স্বামী- শ্রী শিব দাস মুখার্জী ৩৬৮১/২৫ (DSR হাওড়া ২) কোবলা দলিল মূলে চেন মারফৎ(শ্রী সোমেন কুমার বন্দোপাধ্যায় এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার হরনাথ বন্দোপাধ্যায়) ৫৮৩৪/২২ (ADSR ডোমজুড়) আমমোক্তার দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা- অঙ্কুরহাটি, হাল ৭০৪ দাগে,হাল ৩০৮৫খতিয়ানে ৪.৯৫শতক সম্পত্তি নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে , ডোমজুড় B L& L R O অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

● মোকাম রানাঘাটের দ্বিতীয় সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশনের আদালত
টি. এস. নং ১১০/২০২৪ বাদী শিবনাথ পাল দীগর **বনাম বিবাদী** সোমনাথ পাল দীগর বিবাদী নং ১) সোমনাথ পাল, পিতা ভাগ্যধর পাল, সাং– গ্রাম ও পোস্ট আলুইপাড়া, থানা– শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন– ৭৪১৪০৪
উপরোক্ত মোকদ্দমার ১ নং বিবাদী সোমনাথ পাল, পিতা - ভাগ্যধর পাল, সাং গ্রাম ও পোস্ট– আলুইপাড়া, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত সম্পত্তি লইয়া শিবনাথ পাল এবং শঙ্কর পাল আপনার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে স্বত্ব ঘোষণা, ইনজাংশন এবং লাইসেন্সি উচ্ছেদের মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোনরূপ আপত্তি করিবার হইলে বেলা ১০.৩০ মিঃ মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া নিজে অথবা আপনার দ্বারা নিয়োগকৃত ব্যক্তি উকিলবাবু নিয়োগ করিয়া হাজির হইয়া যথাবিহিত কার্যাদি করিবেন নতুবা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

Schedule - A

Dist. Nadia, P.S. Santipur, J.L. No. 22, Mouza - Santipur
Khatian No. L.R. 3362, 6156 -do- Plot No. 4063, 4066,
Area 6.5 dec, 07 dec. Both with residential structure

Schedule - B

One bedroom, one lavatory & bathroom and one workshop shed lying from North to South in the western portion of L.R. plot No. 4066

অনুমত্যানুসারে
প্রীতিময় দাস, সেরেস্তাদার
দ্বিতীয় সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন
আদালত রানাঘাট, নদীয়া

● জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা মোকাম আলিপুরের ৭ম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত টাইটেল স্যুট নং ২০১/১৯৯২ মহিলা বিবি, স্বামী মৃত মহম্মদ মোল্লা, সাকিন গ্রাম ও পোস্ট– চট্টাকালিকাপুর, থানা– মহেশতলা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ...বাদী

বনাম

আবদুল বারিক মোল্লা, মৃত তাহার স্থলাভিষিক্ত ১এ। সাহারদ্দিন মোল্লা ১বি। বাহাউদ্দিন মোল্লা ১সি। বাগুলা খাতুন, স্বামী মৃত আবদুল বারিক, গ্রাম ও পোস্ট– দৌলতপুর, ঘরামীপাড়া, থানা– মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪১
১ডি। আকতারুন বিবি, স্বামী মেহেরব মোল্লা, গ্রাম ও পোস্ট– আশুতি, থানা– মহেশতলা, পিন নং ৭০০১৪১, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
২। জামসেদ আলি মোল্লা
৩। আনসার আলি মোল্লা
উভয়ের পিতা মৃত রব্বানী মোল্লা
৪। মোসাম্মত রহিলা বিবি
৫। মোসাম্মত ছাবিলা বিবি
উভয়ের পিতা মৃত রব্বানী মোল্লা, সকলের সাং গ্রাম ও পোস্ট দৌলতপুর, ঘরামীপাড়া, থানা– মহেশতলা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে বাদীপক্ষ উক্ত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে উক্ত আদালতে পার্টিশান ও ইনজাংশান মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন, ইহাতে বিবাদীগণের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু নিযুক্ত করিয়া হাজির হইবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানীর দিন ধার্য্য হইবে।

অনুমত্যানুসারে, শ্রী শুভেন্দু জানা
সেরেস্তাদার, আলিপুরের ৭ম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
আদালত, ২৪ পরগণা (দঃ)

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি Pratyush Ray S/O - Prabal Ray , vill- Purba kalyan nagar, P.O- Kalyannagar via Pansila , P.S- Rahara. 24pgs (N), ভুলবশতঃ আমার বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম Pratyush Roy S/0 - Prabal Roy রেকর্ড আছে । Pratyush Ray S/0 - Prabal Ray এবং Pratyush Roy S/0- Prabal Roy উভয় একই ব্যক্তি। গত ১৩ /০৫/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J•M কোর্টের এফিডেভিটের দ্বারা ঘোষনা করা হইলো।

● আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আছে MD SADIT HOSSAIN 21/05/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং– 10089) বলে আমার পুত্রের সঠিক নাম MD SAJID HOSSAIN হয়েছে আমার পুত্র MD. SAJID HOSSAIN ও MD SADIT HOSSAIN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। — MD NAJIR HOSSAIN ঠিকানা– কুমারদুনি, পোঃ– পদ্মলাভপুর, থানা– আমডাঙ্গা, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, পিন– 743126, পঃবঃ

● আমার কন্যা (TASLIMA KHATUN) আধার কার্ডে আমার নাম আছে JEHAR ALI FANKI, গত 13.6.2025 বসিরহাট কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট (নং– 9550/25) বলে আমার সঠিক নাম JEHER ALI MONDAL S/o- LT. AHAMMAD MONDAL হয়েছি। JEHER ALI MONDAL ও JEHER ALI FANKI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। JEHER ALI MONDAL ঠিকানা:– দামহাটি, পোঃ চারঘাট, থানা– স্বরূপনগর, জেলা– উঃ ২৪ পঃ।

● ২০০২ ভোটার লিস্টে খড়দা বিধানসভা পার্ট নং– 38, SL NO- 340 বাবার নাম আছে ALI AJGAR, ভোটার কার্ডে নাম আছে AZGAR ANSARI আমার বাবার রেশন কার্ড ও BANK OF INDIA, আনন্দপুরী শাখার (SB A/C NO- 4998) নাম আছে ASGAR ANSARI, ভোটার কার্ডে নাম আছে ALI ASAGAR, পিয়ারলেস জেনারেল এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ সার্টিফিকেটে NO- 506077259/0243 বাবার নাম আছে ASHGAR ANSARI, গত 15/5/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং– 10800) বলে আমার বাবার সঠিক নাম AJGAR ANSARI হয়েছে। আমার বাবা AJGAR ANSARI, ALI AJGAR, AZGAR ANSARI, ASGAR ANSARI, ALI ASAGAR ও ASHGAR ANSARI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। -IYACHIN ANSARI ঠিকানা– মোচপোল, দক্ষিণপাড়া, পোঃ– নবপল্লী, থানা– দত্তপুকুর জেলা– উঃ ২৪ পঃ কলিকাতা- 700126

● আমার, কন্যার (FARJANA MONDAL) জন্ম সার্টিফিকেটে নাম MINHAZUDDIN আছে, গত 19/05/2026 শিয়ালদহ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (নং 9969) বলে আমি MD. MINHASUDDIN MONDAL হয়েছি, সাং কাঁচিয়াড়া, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– 743711

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশতঃ আমার নাম Pabir Kar S/O P kar আছে। (WB-2320060181328) গত ১৮/০৫/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J•M কোর্টের এফিডেভিটে আমি prabir kar S/0 pravash Kar নামে পরিচিত হইলাম

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল অমলকুমার বিশ্বাস, লাবনী বিশ্বাস, সাং মছলন্দপুর, ভুব্রত রায়, বিব্রত রায়ের নিযুক্ত 400/04 আমমোক্তার সুব্রত রায়ের থেকে মৌজা মছলন্দপুর,JL -169, খতিয়ান 281,দাগ 1417 মোট 4.13শতক জমি কিনে নামপত্তনের আবেদন করেন। আপত্তি থাকলে ১মাসের মধ্যে BL&LRO হাবড়া-১ নিকট জানাতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে। **অমলকুমার বিশ্বাস এ্যাডভোকেট, বারাসাত কোর্ট**

● আমার মক্কেল গৌরহরি মাইতি, পিতা- ৺ফণিভূষণ, সাং- পাঁউশী, থানা- ভূপতিনগর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর ইং ১৯/০৩/২০২৬ তারিখে ১১৭০/২৬ নং দলিলমূলে ADSR ভূপতিনগর অফিসে অঞ্জলী পাহাড়ী, স্বামী- সুবোধ দিং পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার তপন কুমার পাহাড়ী, পিতা-৺যতীন্দ্রর নিকট হইতে (পাওয়ারনামা- IV/4-11 তাং ১৬/০৩/২০১৭) জে এল- ৩২৬, মৌজা- বিজয়নগর, দাগ ১৮৮৪/২৪৩০ এ ০৬ ডেঃ পুকুর খরিদ করিয়া BHAGWANPUR-II BL & LRO অফিসে ৪৩০৩/২৬ নং মিউটেশন কেসের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন। **Prasanta Panda Advocate, Contai Court, Purba Medinipur**

পাবলিক নোটিশ
এতদ্বারা সর্বসাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে অহেদআলি লস্কর, সামসের আলি লস্কর, জামসেদ লস্কর গং ও অন্যান্যরা সকলের পিতা মৃত - সুবিদ আলি লস্কর, সাকিন - খানবেড়িয়া, থানা - মহেশতলা, J.L. - 22, মৌজা - চট্টা কালকাপুর, L.R - দাগ - 4215, L.R খতিয়ান - 2191 সর্বমোট 10 শতক জমি 2021 সালে আমমোক্তার রেজিস্ট্রিকৃত A.D.S.R. BEHALA 5036/21 দলিল বলে সেখ তৌফিক পিতা - সেখ নুরুদ্দিন কে আমমোক্তার দাতা নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার দাতা হইতে 2021 সালে A.D.S.R. BEHALA রেজিস্ট্রিকৃত 6596/21, 6597/21 দুইটি দলিল কুতুবুদ্দিন মোল্লা ও সুখজান বিবি খরিদ করেন। উক্ত 2024 সালে A.D.S.R. BEHALA আমমোক্তার রেজিস্ট্রিকৃত 9555/24 দলিল বলে সুখজান বিবি ও কুতুবুদ্দিন মোল্লা জনৈকা নাজিরা বিবি স্বামী রহিত গায়েন কে আমমোক্তার দাত্রি নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার দাত্রি হইতে 2025 সালে আমার মক্কেল আব্দুল মান্নান মোল্লা, পিতা মৃত- নুর মহম্মদ A.D.S.R. BEHALA রেজিস্ট্রিকৃত 9558/25 কোবালা দলিল বলে খরিদ করেন। যদি কাহার কোন ও আপত্তি থাকে T.M BLOCK B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
Kainath Kauser (Advocate)
Alipore Judges' Court

নাম পদবি পরিবর্তন

● I Ashoke Rajak S/o Dilip Rajak, resident of 19 Chetla Road, PS-Chetla, PO-Alipore Kolkata-700027 do hereby declare that I have changed my name from Ashoke Rajak to Ashok Rajak and henceforth I shall be known as Ashok Rajak in all purpose, vide affidavit no. 29AC 126345 sworn before the Notary Public at 1st class at Alipore police court, Kol-27 on 15-05-2027 Ashok Rajak and Ashoke Rajak both are same and identical person.

● I, Fozia Bibi,D/o Abid Hossain(also Hossen)&w/o Sk Parvez Ali and mother of Tahuora Fatma,Sk Arish Ali & Sk Raza Ali.I was born on 22.11.1982 at 4/1/H/7, Nawab Abdul Latif Street, Kolkata-16, declare that my Birth Certificate(Regn no.11523,KMC) wrongly records my name as Fagin Bibi instead of my correct name Fozia Bibi.I affirm that both names refer to one and the same person vide Affidavit No. 9460 dated 11.05.2026.

● I, Kumkum Kairi, D/o Bhola Prasad Mahato and w/o Jayaprakash Kairi, aged 45 years, residing at 57/6, B.T. Road,P.S.-Kashipur, H.O. Kolkata, West Bengal-700002, hereby declare vide affidavit No.9830 dated 15/5/2026 before the 1st Class Magistrate's Court, Sealdah that Before marriage, my name was Rekha Kumari and my father's name was Bhola Prasad Mahato. My residence was 10 Mandra Village Nimgachi, Post and Thana Mirzachki, District Sahebganj, Pin- 813208. After marriage, I am known as Kumkum Kauri. By this affidavit, I hereby declare that from today onwards, I am known everywhere as Rekha Kumari and Kumkum Kauri. Rekha Kumari and Kumkum Kauri are one and the same person.

● I, Zobedin Nahar, W/o Alinoor Zaman Mondal, resident of Vill+P.O- Lakshmipul, P.S- Habra, North 24 Parganas, PIN-743234, do hereby declare that I have changed my name from Jabedin Nahar Bibi to Zobedin Nahar and henceforth I shall be known as Zobedin Nahar for all purposes, vide affidavit no. 7562 sworn before the Notary Public at Barasat on 19.05.2026. Zobedin Nahar and Jabedin Nahar Bibi both are one and same identical person.

● I, Alinoor Zaman Mondal S/o Amir Ali Mondal, resident of Vill+P.O- Lakshmipul, P.S- Habra, North 24 Parganas, PIN-743234, do hereby declare that I have changed my name from Ali Nur Jaman Mondal to Alinoor Zaman Mondal and henceforth I shall be known as Alinoor Zaman Mondal for all purposes, vide affidavit no. 3791 sworn before the Notary Public at Barasat on 11-08-2025. Alinoor Zaman Mondal and Ali Nur Jaman Mondal both are one and same identical person.

● I, S.A. Sagnik S/o, Mrs Madhumita Nag R/o Flat No. E-7, Deb Tower, 320, M.g. Road, Ramchandrapur, Purba Para, P.o. Joka, kolkata - 700104. have changed my name to Sagnik Nag for all purposes.

● আমি পারমিতা শ্রীমানী, স্বামী - অরিন্দম শ্রীমানী, পিতা স্বর্গীয় জয়দেব পাল, বর্তমান সাং - ৪৯৭, হোসেনপুর, মাদুরদহ, থানা - আনন্দপুর, কোল - 700107, স্থায়ী সাং - ৯১ই/১, কে. এন. সি. রোড, শ্রীকানন, থানা - বারাসাত, কোল - 700124, বিগত ইং ০৯/০৩/২০০৩ আমার বিবাহের পর আমি আমার স্বামীর পদবী " শ্রীমানী" গ্রহণ করি, বিগত ইং ১৫/০৫/২০২৬ তারিখে বারাসাত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে 12538 নং এফিডেভিটের মাধ্যমে অঙ্গীকার করিলাম যে, আমি আমার পূর্ববর্তী পদবী " পাল" অত্র তারিখ হইতে গ্রহণ করলাম।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমার, কন্যা (SRIJA BAJNERJEE) জন্ম সার্টিফিকেটে নাম RIYA BANERJEE আছে, গত 19/05/2026 শিয়ালদহ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (নং 9970) বলে, আমি RIYA BANERJEE BISWAS হয়েছি, সাং পূর্বাশা, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা- 700124

● I, BONANI BARMAN (OLD NAME), W/O SUSANTA BARMA, RESIDING AT NIVEDITA PALLY, PO: NOAPARA, PS: BARASAT, 24 PGS NORTH, PIN: 700125, WEST BENGAL, INDIA HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BANANI BARMAN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC (AT BARASAT GOVT. OF INDIA VIDE AFFIDAVIT SERIAL NO. 1704, DATED 20.05.2026). SO BONANI BARMAN (OLD NAME) AND BANANI BARMAN (NEW NAME) BOTH IS SAME AND IDENTICAL PERSON.

● I, BISHWAJIT KUMAR SAHA (OLD NAME), S/O : SURENDRA NATH SAHA, RESIDING AT 123, NABARUN PALLY, PO: MADHYAMGRAM BAZAR, PS: MADHYAMGRAM, 24 PGS NORTH, PIN: 700130, WEST BENGAL, INDIA HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISHWAJITE SAHA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC (AT BARASAT GOVT. OF INDIA VIDE AFFIDAVIT, SERIAL NO 1705, DATED 20.05.2026). SO BISHWAJIT KUMAR SAHA (OLD NAME) AND BISHWAJITE SAHA (NEW NAME) BOTH IS SAME AND IDENTICAL PERSON.

● আমি সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল, পিতা–ললিত মোহন বিশ্বাস, সাং–সাতহাতিয়া, পোঃ–ভাসলিয়া, থানা–দেগঙ্গা, জেলা–উঃ ২৪ পঃ, ইং ২২/০৩/১১ তারিখে বারাসাত আদালতের ১ম শ্রেণীর জুঃ ম্যাঃ হলফনামার দ্বারা আমি উত্তম বিশ্বাস, পুত্র রাজেশ বিশ্বাস, কন্যা রত্না বিশ্বাস হিন্দুধর্ম হইতে স্বেচ্ছায় মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং আমি সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল, পুত্র মোঃ মনিরুল ইসলাম মণ্ডল, কন্যা তনুজা পারভীন নামে মুসলিম ধর্মে পরিচিত হলাম এবং ইং ১১/০৫/২৬ তারিখে বারাসাত আদালতের ১ম শ্রেণীর জুঃ ম্যাঃ দ্বারা যাহার SL No-7649 হলফনামার বলে এক ও অভিন্ন নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম এবং পিতার নাম বিশ্বাস ললিত মোহন, বিশ্বাস ললিত, মাতা–মলিনা বালা বিশ্বাস, মলিনা এক ও অভিন্ন নামে পরিচিত হইলেন।

● আমি SWAPNA KAHAR, D/O- MONORANJAN BARUI, সাং ও পোঃ সুরিয়া, থানা–অশোকনগর, জেলা–উঃ ২৪ পঃ ইং 14/05/2026 তারিখে বারাসাত আদালতের ১ম শ্রেণীর জুঃ ম্যাঃ দ্বারা যাহার SL No-12424 হলফনামার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় SWAPNA KAHAR নাম হইতে কনভারশনমূলে মুসলিম ধর্মে SANIA KHATUN নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

● I, TAPATI GHOSH, D/O LATE SUKHARANJAN GHOSH, RESIDING AT G.A.-76, NARAYANTALA WEST, BAGUIATI, DESHBANDHU NAGAR, KOLKATA-700 059, DO HEREBY DECLARING THAT THE ORIGINAL SPELLING OF MY FATHER'S NAME IS "SUKHARANJAN" GHOSH, WHICH IS WRONGLY SPELT AS "SUKHRANJAN" GHOSH IN MY PAN AND AADHAAR CARD. THAT "SUKHARANJAN" GHOSH AND "SUKHRANJAN" GHOSH IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT NO. 13472 EXECUTED ON 18.05.2026 BEFORE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT.

● আমি Sanjila Khatun, পিতা Lt. Manik Mondal, মাতা Necharan Bibi সাং সহরা, পোঃ ঈশ্বরীগাছা, থানা অশোকনগর, জেলা উঃ24পঃ। আমার বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশত মায়ের নাম Nisarun Bibi হয়েছে। গত 20/5/2026 বারাসাত ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং 8029) বলে উক্ত ভুল সংশোধন করা হইল। বর্তমানে Nisarun Bibi এবং Necharan Bibi একই ব্যক্তি।

● আমি Saraswati Ray D/O paban Ray W/O Munshi Lucky Ali, গ্রাম- শিবদাসপুর পোঃ- শালিদহ, থানা-নৈহাটি বর্তমানে শিবদাসপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৪৫। গত ইংরাজী ২২/০৪/২০২৬ তারিখের বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট দ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং Saraswati Ray নাম পরিবর্তন করে Marufa Yeasmin নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম , Saraswati Ray এবং Marufa yeasmin উভয় একই ব্যক্তি

● আমি Fatema Khatun W/O Mahbub Hossain Residing at Chhapna New Town, patharghata, P.S-Rajarhat New Town, Dist- North 24 Parganas, Kolkata-700135 , গত ইংরাজী 30/04/2026 তারিখে বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট বলে Fatema Khatun W/O Mahbub Hossain, mother of Muhtasim Hossain and Fatema Bibi W/O Mahbub Hossain, Mother of Muhtasim Hossain উভয় নামই একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

● আমি Sukhu Chandra Debnath S/0 Lt. Nagarbasi Debnath, ঠিকানা - -নাটাগড, থানা - খড়দহ, ২৪ পরগনা (উঃ) আমি ১৬/০৮/১৯৭৫ সালে একটি জমি ক্রয় করি যাহার দলিল নং- ৩৯৬৮ এবং দলিলে ভুলবশতঃ আমার নাম Mukunda Debnath রেকর্ড আছে। গত ২১/০৫/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর কোর্টের নোটারীএফিডেভিট দ্বারা আমি Sukhu Chandra Debnath নামে পরিচিত হইলাম এবং Sukhu Chandra Debnath ও Mukunda Debnath উভয় একই ব্যক্তি।

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশতঃ আমার নাম Asim Malakar S/0 N K Malakar আছে। (WB-2520010130273) গত ১৮/০৫/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J.M কোর্টের এফিডেভিটে আমি Asim Kumar malakar S/O Nirmal Kanti Malakar নামে পরিচিত হইলাম।

● আমি Kalyan Kumar Chatterjee S/O - Biswanath Chatterjee, ঠিকানা - বিপাশা এপার্টমেন্ট, ২৩৫/৫ - আর•বি•সি রোড, পোষ্ট ও থানা - নৈহাটি , ২৪ পরগনা (উঃ), আমার কন্যার নাম Sraddha Chatterjee , আমার নাম ভুলবশতঃ কন্যার বার্থ সার্টিফিকেটে ও পাসপোর্টে Kalyan Chatterjee রেকর্ড আছে এবং Kalyan kumar Chatterjee ও Kalyan Chatterjee একই ব্যক্তি, গত ১৬/০৫/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J•M কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ঘোষনা করা হইলো ।

● আমি Mili Mondal Saha W/O Utapl Saha @ Utpal Saha , ঠিকানা - 2/55 Sri Nagar pally, P.S-Arobind Thana , P.O -Benachity, Dist-Barddhaman- , pin -713213. আমার আধার কার্ডে Mili Mondal রেকর্ড আছে ও আমার প্যান কার্ডে Mili Mondal Saha ও ভোটার কার্ডে Mili Mondal (Saha) ও আমার বড়ো কন্যা Ayushi Saha ও ছোটো পুত্র Prayash Saha বার্থ-সটিফিকেটে Mili Saha ও আমার পাসপোর্টে আমার নাম Saha Mili Mondal রেকর্ড আছে। Mili Mondal, Mili Mondal Saha, Mili Mondal (Saha) , Mili Saha , Saha Mili Mondal ইহারা একই ব্যক্তি। গত ১৯/০৫/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J•M কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ঘোষনা করা হইলো।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি ASHOKE ALANKAR পিতা– LATE GOUR CHANDRA ALANKAR ঠিকানা– বনমালি কর্মকার রোড, কামারপাড়া, পোস্ট– নাটাগড়, থানা– ঘোলা, জেলা– উত্তর 24 পরগনা, কোলকাতা–700113, গত 18.05.2026 তারিখে ব্যারাকপুর কোর্টের লার্নেড জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট (নং- 131) বলে আমার ফার্স্ট নেম ASOKE @ ASHOK থেকে সর্বক্ষেত্রে 'ASHOKE' হইলাম।

● আমি, Sanghamitra Maulik, পিতা- Subir Maulik, ঠিকানা- 6, Ananda Park, Brahmapur Battala, Kolkata- 700096। আমার মেয়ে Ishani Pal- এর বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম Dr. Sanghamitra Pal, আমার ব্যাঙ্ক পাসবুক এবং Sale Agreement of flat 4 sight grand castle phase 1- এ আমার নাম Sanghamitra Maulik Pal, গ্যারেজ রেজিস্ট্রি ডিড, আমার ভোটার কার্ড, মেয়ের এডুকেশনাল সার্টিফিকেট, হাসব্যান্ড- এর সাথে SBI জয়েন্ট একাউন্ট-এ আমার নাম Sanghamitra Pal নামে নথিভুক্ত আছে। ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্ট- এর এফিডেভিট দ্বারা Sanghamitra Maulik নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no. 6215 Dated 05/05/2025, Dr. Sanghamitra Pal, Sanghamitra Maulik Pal, Sanghamitra Pal এবং Sanghamitra Maulik উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি TANUJA PARVIN, D/O- SIRAJUL ISLAM MONDAL, সাং– আমুলিয়া, পোঃ– চাঁদপুর, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, ইং 24/04/26 তারিখে বারাসাত আদালতের ১ম শ্রেণীর জুঃ ম্যাঃ দ্বারা, যাহার SL No. 8170 হলফনামার মাধ্যমে নিজ নাম তনুজা পারভীন, রত্না বিশ্বাস, পিতার নাম মোঃ সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল এবং সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল এক ও অভিন্ন নামে পরিচিত হলাম ও Grand Father Namely Lalit Mohan Biswas নামে পরিচিত হলেন।

● আমি Md. Monirul Islam Mondal, সাং– সাতহাতিয়া, পোঃ– ভাসলিয়া, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উঃ ২৪ পরগনা, গত ইং 24/01/26 তারিখে বারাসাত আদালতের ১ম শ্রেণীর জুঃ ম্যাঃ দ্বারা, যাহার SL. No. 8174 হলফনামার মাধ্যমে মোঃ মণিরুল ইসলাম মণ্ডল, পিতা– সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল এবং রাজেশ বিশ্বাস, পিতা– উত্তম বিশ্বাস একই ও অভিন্ন নামে এবং Grand Father Lalit Mohan Biswas নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

● আমি JAKIR HOSSAIN GAZI, S/O- SAHAR ALI GAZI, ঠিকানা: গ্রাম স্বরূপনগর, পোঃ+ থানা– স্বরূপনগর, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, পিন– 743286, গত 15/6/2026 বারাসাত কোর্টের নোটারীর এফিডেভিট (নং– 748) বলে আমি স্বইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম হইতে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছি ও SUBHADEEP BHUNIYA নামে পরিচিত হইয়াছি। SUBHADEEP BHUNIYA ও JAKIR HOSSAIN GAZI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সান্ত্বনা মালাকার, স্বামী বাবলু মালাকার, গত ১৩/৫/২০২৬ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিটে (নং 6617/26) সান্ত্বনা বিশ্বাস, স্বামী সন্তোষ বিশ্বাস হইলাম।

● আমি TAHAMINA SULTANA, পিতা–HANIF ALI MIDDYA, ঠিকানা– VILLAGE+P.O.-NAGARTALA, P.S.-JIBANTALA, DIST-SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, PIN-743376। আমার কিছু ডকুমেন্টে পিতার নাম আছে HANIF ALI MIRDHA। 20.01.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) আলিপুর কোর্টের এফিডেভিট (নং–8564) বলে আমার পিতার সঠিক নাম HANIF ALI MIDDYA হয়েছে। আমার পিতা HANIF ALI MIDDYA এবং HANIF ALI MIRDHA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● I, MD. ISLAM, FATHER OF MD. RAGHIB ISLAM, RESIDING AT 3/39, NARKELDANGA MAIN ROAD, KOLKATA-700011. DECLARED THAT MY SON MD. RAGHIB ISLAM AND MOHAMMED RAGHIB ISLAM ARE ONE AND THE SAME IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT NO-13424, DATED-18.05.2026, SWORN BEFORE THE LD. 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT.

● I, Anowara Begam, W/o- Anisul Haque Molla of Vill- Joykrishnapur, P.O.- Begampur, P.S.- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin- 712306 W.B. My Original Name Anowara Begam which is recorded in my Aadhaar Card and other document. My son Aman Haque Molla's Birth Certificate and Swastha Nivas Nursing Home's Immunization Reocrd my name recorded as Anawara Begam, instead of Anowara Begam. My son Aman Haque Molla's D.O.B 30.03.2008. Anowara Begam and Anawara Begam are same person vide an affidavit (No. 29096) dt. 18.05.2026 before the J.M. 1st Class at Alipore.

● I, Samsuddin Khan, S/o- Rafick Khan of Vill- Kapasharia, P.O.- Bora, P.S.- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin- 712306, W.B. I want to change my son's name as Shoaib khan, instead of his previous name of Shoiab Khan (which recorded his Birth Certificate Regn. B/2024/0842071 of 26.06.2024 issued by Sub-registrar of (Birth & Death) Masat Gram Panchayat. His D.O.B. 29.04.2024, my son Shoaib Khan and Shoiab Khan both are same person Vide an affidavit (29097) dt. 18.05.2026 at LD. J.M. 1st Class, Alipore.

● I, PIYALI CHAKROBORTY, W/O SANJOY SARKAR, do hereby declare that my correct name is "PIYALI CHAKROBORTY" instead of "PIYALI CHAKRABORTY SARKAR" and the correct address of my husband is "2 No. Ramkrishnapally, Fatullahpur, P.O. & P.S. Nimta, Dist. North 24 Parganas, WB- 700049" instead of "Ramkrishnapally, P.O. & P.S. Nimta, Kolkata- 700049" as wrongly recorded in the Birth Certificate of my daughter Shivanshi Sarkar. Affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta on 05/05/2026.

● আমি Unnati Sarkar Basu স্বামী Pranab Basu, ঠিকানা– গ্রাম– Lalpur Purbayan, পোঃ– Chakdaha, থানা– Chakdaha, জেলা– Nadia, পিন– 741222, West Bengal, আমার নাম পরিবর্তন করেছি Unnati Sarkar Basu থেকে Unnati Basu এবং সব জায়গায় Unnati Basu নামে পরিচিত হয়েছি 13/01/2026 তারিখে vide affidavit no 18AC 464811, Ld A.C.J.M II 1st class at Kalyani Affidavit বলে Unnati Basu ও Unnati Sarkar Basu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

● আমার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আছে TANUSREE DEB, গত 14/5/2026 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম TANUSHREE DEB হয়েছি। TANUSHREE DEB ও TANUSREE DEB এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ঠিকানা– 3 নং চণ্ডীগড়, জোড়াপুকুর, পোঃ– মধ্যমগ্রাম বাজার, থানা– মধ্যমগ্রাম, কলি– 700130

ফের চোট পেলেন নেইমার

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ার পরের দিনই চোট পেলেন নেইমার! কাফ মাসলে চোট পাওয়ায় স্যান্টোসের পরের কয়েকটা ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তবে নেইমারের চোট গুরুতর নয়। আশা, এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিট হয়ে যাবেন তিনি।

বিশ্বকাপ দলে নেই টের স্টেগেন

ন্যুয়েরকে ফিরিয়ে চমক জার্মানির

আজকালের প্রতিবেদন

জার্মানির বিশ্বকাপ দলে বড়সড় চমক। দু’বছর আগে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর ফের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটল ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের। শুধু প্রত্যাবর্তনই নয়, ২০২৬ বিশ্বকাপে জার্মানির এক নম্বর গোলরক্ষক হিসেবেও তাঁকেই রাখছেন কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। ফলে, দীর্ঘদিন প্রথম পছন্দ হিসেবে বিবেচিত অলিভার বাউমানকে বেঞ্চেই বসতে হতে পারে।

ন্যুয়ের ছাড়াও জার্মানির স্কোয়াডে একাধিক চমক রয়েছে। সাড়া ফেলেছেন তরুণ মিডফিল্ডার লেনার্ট কার্ল। বায়ার্ন মিউনিখের এই ফুটবলারকে ভবিষ্যতের তারকা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে তাঁকে সুযোগ দেওয়া নাগেলসম্যানের সাহসী সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, নাদিম আমিরির প্রত্যাবর্তনও নজর কেড়েছে। দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর মাঝমাঠে অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে তাঁকে ফেরানো হয়েছে।

অন্যদিকে, বাদ পড়েছেন মার্ক–আন্দ্রে টের স্টেগেন। চোটের কারণে তাঁকে বিশ্বকাপ দলে রাখা হয়নি। গত কয়েক মাসে তাঁকেই ভবিষ্যতের এক নম্বর গোলরক্ষক হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ফিটনেস সমস্যাই তাঁর বিশ্বকাপ স্বপ্নে ধাক্কা দিল।

জার্মানির আক্রমণভাগে অবশ্য ভরসা থাকছে জামাল মুসিয়ালা, ফ্লোরিয়ান ভির্টজ এবং কাই হাভার্ৎজদের ওপর। জোশুয়া কিমিখ মাঝমাঠেরও নিয়ন্ত্রণ করবেন। রক্ষণে অভিজ্ঞ অ্যান্তোনিও রুডিগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছেন। তরুণ ও অভিজ্ঞ ফুটবলারদের মিশ্রণে এবারের দল সাজিয়েছেন নাগেলসম্যান।

২০১৮ এবং ২০২২— টানা দুই বিশ্বকাপেই গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল জার্মানিকে। তাই এবারের বিশ্বকাপ তাদের কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর বড় মঞ্চ। সেই লক্ষ্যেই অভিজ্ঞ ন্যুয়েরের হাতে আবার দায়িত্ব তুলে দিল জার্মানি শিবির।

গোলরক্ষক: ন্যুয়ের, বাউম্যান, নুবেল

ডিফেন্ডার: রুডিগার, তাহ, শ্লটারবেক, কিমিখ, রউম, ব্রাউন, অ্যান্টন, থিয়াও

মিডফিল্ডার: গ্রস, গোরেৎস্কা, পাভলোভিচ, নমেচা, আমিরি, স্টিলার,

ফরোয়ার্ড: হাভার্ৎজ, সানে, উনদাভ, মুসিয়ালা, ভির্টজ, কার্ল, ভল্টেমেড, লেওয়েলিং, বেয়ার

ভাঙা আঙুলেই চ্যাম্পিয়ন মার্টিনেজ

ভাঙা আঙুলের যন্ত্রণায় মার্টিনেজ।

আজকালের প্রতিবেদন

ইওরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হল অ্যাস্টন ভিলা। বুধবার রাতে ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ৩–০ হারিয়েছে ফ্রেইবার্গকে। বিরতির আগেই দুটি গোল করেন ইউরি টিলম্যানস এবং এমিলিয়ানো বুয়েনদিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাস্টন ভিলার জয় নিশ্চিত করেন মর্গান রজার্স। নিজের প্রিয় দলের জয় দেখতে ইস্তানবুলে এসেছিলেন প্রিন্স উইলিয়াম। তাঁকে হতাশ করেননি অ্যাস্টন ভিলার ফুটবলাররা। ম্যাচ শুরুর আগে ড্রেসিংরুমে গিয়ে প্লেয়ারদের উৎসাহিত করেন প্রিন্স উইলিয়াম। পরে মাঠে নেমে অনবদ্য খেলে ট্রফি হাতে তোলেন তাঁরা। তবে চিন্তা বাড়ল অ্যাস্টন ভিলার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে নিয়ে। ম্যাচের আগে ওয়ার্ম–আপের সময় তাঁর আঙুল ভেঙে যায়। এই অবস্থাতেই তিনি ফাইনাল খেলেন। দুটো সেভও করেন। দিনের শেষে ট্রফি জিতলেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্বকাপের আগে মার্টিনেজকে নিয়ে চিন্তা বাড়ল আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির।

দৌড় থেমে গেল চেন্নাই এক্সপ্রেসের

আজকালের প্রতিবেদন

পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বলে কথা। শুরু থেকেই ছন্দহারা। তবু মাঝপথের টানা তিন জয়ে প্লেঅফের আশা জাগিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু টানা তিন হারে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল। গুজরাট টাইটান্সের কাছে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হল। হার ৮৯ রানে। কোনও অঙ্কেই আর কোনও সম্ভাবনা রইল না চেন্নাইয়ের। প্লেঅফের লড়াইয়ে তিনটি দল নিশ্চিত বেঙ্গালুরু, গুজরাট, হায়দরাবাদ। শূন্য পদ একটি, দাবিদার তিন। এই তিন দল হল রাজস্থান (১৪), পাঞ্জাব (১৩), কলকাতা (১৩)।

গুজরাটের লক্ষ্য ছিল যতটা সম্ভব বেশি রানে জিতে নেট রান রেট বাড়িয়ে রাখা, যেন প্রথম দুইয়ে থাকতে পারে। সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল শুভমান গিলরা। ম্যাচ শুরুর আগে সর্বাধিক রানের লড়াইয়ে প্রথম চার ব্যাটারের মধ্যে দুজন ছিলেন গুজরাটের। দুইয়ে ছিলেন শুভমান, চারে সাই সুদর্শন। ম্যাচের শেষে সুদর্শন (৬৩৮) উঠে এলেন এক নম্বরে, আর দু’নম্বরে রইলেন শুভমান (৬১৬)। এক নম্বরে থাকা বৈভব সূর্যবংশী (৫৭৯) আপাতত তিনে।

ওপেনিং জুটিতেই উঠল ১২৫ রান। শুভমান ফিরলেন ৬৪ রানে (৩৭ বলে)। বাকিটুকু এগিয়ে নিয়ে গেলেন সুদর্শন আর বাটলার। সুদর্শন ফিরলেন ৮৪ রানে (৫৩ বলে)। বাটলার অপরাজিত ৫৭ (২৭ বলে)। গুজরাট ২২৯/৪। জবাবে, শুরু থেকেই বেসামাল চেন্নাই এক্সপ্রেস। সঞ্জু স্যামসন ছাড়া কেউই তেমন ছন্দে নেই। সেই সঞ্জুকে (০) প্রথম বলেই ফেরালেন মহম্মদ সিরাজ। সেই সিরাজই তৃতীয় ওভারে ফেরালেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, উর্ভিল প্যাটেলকে। পাওয়ারপ্লে–তে রান দাঁড়াল ৫৮/৪। সাতে নামা শিবম দুবে (১৭ বলে ৪৭) ছাড়া কেউই তেমন দাঁড়াতেই পারলেন না। তিনটি করে উইকেট নিলেন কাগিসো রাবাডা ও রশিদ খান।

স্কোরবোর্ড

গুজরাট

সুদর্শন ক শর্ট ব কম্বোজ	৮৪ (৫৩)
শুভমান ক দুবে ব জনসন	৬৪ (৩৭)
বাটলার অপরাজিত	৫৭ (২৭)
তেওয়াটিয়া রান আউট	০ (১)
ওয়াশিংটন ক উর্ভিল ব মুকেশ	৭ (৩)
অতিরিক্ত	১৭
মোট (২০ ওভারে, ৪ উইকেটে)	২২৯

■ উইকেট পতন: ১/১২৫, ২/২০৭, ৩/২০৭, ৪/২২৯

■ বোলিং: মুকেশ ৪–০–৩৬–১, জনসন ৪–০–৪৭–১, গুরজপনীত ৪–০–৩১–০, কম্বোজ ৪–০–৫৬–১, নুর ৩–০–৪১–০, দুবে ১–০–১৫–০

চেন্নাই

সঞ্জু ক বাটলার ব সিরাজ	০ (১)
শর্ট ক প্রসিদ্ধ ব রাবাডা	২৪ (১৪)
ঋতুরাজ ব সিরাজ	১৬ (৭)
উর্ভিল ক প্রসিদ্ধ ব সিরাজ	০ (২)
কার্তিক রান আউট	১৯ (১৫)
ব্রেভিস ক হোল্ডার ব রশিদ	৮ (১০)
দুবে ক শুভমান ব রশিদ	৪৭ (১৭)
কম্বোজ ক হোল্ডার ব রশিদ	১৯ (৮)
নুর ক ও ব রাবাডা	১ (৫)
মুকেশ অপরাজিত	২ (২)
জনসন ক বাটলার ব রাবাডা	০ (১)
অতিরিক্ত	৪
মোট (১৩.৪ ওভারে)	১৪০

■ উইকেট পতন: ১/০, ২/২৯, ৩/২৯, ৪/৫১, ৫/৬৩, ৬/১১৬, ৭/১৩৬, ৮/১৩৮, ৯/১৪০

■ বোলিং: সিরাজ ৩–০–২৬–৩, রাবাডা ৩.৪–০–৩২–৩, আরশাদ ২–০–২৪–০, হোল্ডার ২–০–২৭–০, রশিদ ২–০–১৮–৩, প্রসিদ্ধ ১–০–১৩–০

■ **গুজরাট জয়ী ৮৯ রানে**

■ **ম্যাচের সেরা: মহম্মদ সিরাজ**

বেঙ্কির মুখে মুস্তাফিজুর

আজকালের প্রতিবেদন

আইপিএল নিলামে দলে নেওয়ার পরেও মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে নাইট ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তের জল গড়িয়েছিল বহুদূর। আইপিএলের শেষলগ্নে দাঁড়িয়ে যেন সেই বিতর্ক আবার মাথা চাড়া দিল নাইট সিইও বেঙ্কি মাইসোরের মন্তব্যে।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয়ের পর বৃহস্পতিবার ছুটির মেজাজ নাইট শিবিরে। এরই মধ্যে ‘নাইট গলফ’–এ অংশ নিয়েছিলেন ক্যামেরন গ্রিন, ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্ট, দলের দুই সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন, টিম সাউদিরা। সেখানেই মুস্তাফিজুরদের না পাওয়া প্রসঙ্গে বেঙ্কি বলেন, ‘নিলামের পর দলের ব্যাপারে আমরা বেশ ফুরফুরে ছিলাম। কিন্তু আমরা এবার মূলত চারজন প্রথম সারির খেলোয়াড়কে পাইনি। মুস্তাফিজুরের বিষয়টা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু পাথিরানা বিশ্বকাপে চোট পেয়েছিল। হর্ষিত রানা বিশ্বকাপের আগে চোট পায়। আকাশদীপ এনসিএ–তে চোট পেয়েছিল। সেই সঙ্গে শুরুতে পরিস্থিতি এমন ছিল ক্যামেরন গ্রিন তখন সবে চোট সারিয়ে ফিরেছে। ফলে যখন এরকম ধাক্কা লাগে, তখন সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হয়। কোচিং স্টাফদের কৃতিত্ব দিতেই হবে।’

আজ

হায়দরাবাদ : বেঙ্গালুরু

সন্ধে ৭–৩০

স্টার স্পোর্টস। জিও হটস্টার

এদিকে, গোড়ালির চোট (সূক্ষ্ম চিড়) নিয়ে বরুণ চক্রবর্তীর খেলার বিষয়টাও নাকি খুব ভালভাবে নেয়নি বোর্ড। বরুণের লড়াকু মানসিকতার প্রশংসা করে বুধবার ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ওয়াটসন বলেন, দলে অবদান রাখার জন্য ব্যথা উপেক্ষা করে ম্যাচ খেলেছিলেন বরুণ। ওয়াটসনের কথায়, ‘এই মুহূর্তে কিছুটা ব্যথা উপেক্ষা করেই বরুণ ম্যাচ খেলেছে। এতেই ওর সাহসী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।’ সবমিলিয়ে ফুরফুরে মেজাজ নাইট শিবিরে। যা দিল্লির বিরুদ্ধে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে নিঃসন্দেহে সুখের।

কন্যাশ্রী কাপও ইস্টবেঙ্গলের

আজকালের প্রতিবেদন: মহিলা ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের দাপট চলছেই। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দ্বিমুকুট জিতল লাল–হলুদের মহিলা ব্রিগেড। এদিন তারা চ্যাম্পিয়ন হল কন্যাশ্রী কাপে। এই নিয়ে পরপর দু’বছর মহিলা ফুটবলে দ্বিমুকুট জিতল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার কন্যাশ্রী কাপের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে লাল–হলুদের মেয়েরা নিজেদের মাঠে ১২–১ বিরাট ব্যবধানে হারাল এসএসবি উওমেন এফসি–কে। সুলঞ্জনা রাউলের ৬ গোল। জোড়া গোল সন্ধ্যা মাইতির। বাকি গোলগুলি পূর্ণিমা দাস, সুপ্রিয়া কিসপোত্তা, আন্তাসিয়া ওরাওঁ, সাথী দেবনাথের। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ লিগ এবং চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড মিলিয়ে ১১ ম্যাচে ১১টিতেই জিতেছে লাল–হলুদ।

■ বাদ ম্যাগুয়ের

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়তে চলেছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তারকা ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ের। ইতিমধ্যেই তিনি ক্ষোভ উগরে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ম্যাগুয়ের ছাড়াও বাদ পড়ছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফিল ফোডেন এবং চেলসির কোল পামার।

■ দুরন্ত তনুশ্রী

সিএবি মহিলা টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল কালীঘাট ক্লাব। ৮ উইকেটে হারায় ভবানীপুর ক্লাবকে। পরাজিত ক্লাব ২০ ওভারে করে ১১০/৮। তনুশ্রী সরকারের ৩ উইকেট। জবাবে কালীঘাট ক্লাব ১৭.৪ ওভারে ১১১/২। ব্যাটেও সফল তনুশ্রী সরকার। ৩৭ বলে অপরাজিত ৫৩।

Bandhan Bank | আঞ্চলিক কার্যালয়: নেতাজি মার্গ, মিঠাখালি সিক্স রোডসের নিকটে, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ– ৬, ফোন: +৯১-২৬৪২১৬৭১-৭৫

প্রতীকী দখলের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থাঙ্ক, সুদ, খরচ ও চার্জ সমেত ব্যাঙ্কের প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা, জামিনদারের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে অনাদায়ী বকেয়া
রেজওয়ান হাবিব মিঃ রফিকুল ইসলাম মণ্ডল ৯০০০১০৮১৬২৭৯৮১	প্রায় ২৩৮৮ বর্গফুট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং ৮৩১/১৩৫৯, সার্ভে নং ১৮৮৮, রাস্তার নাম– গ্রাম– রামনগর, শহর– দেগঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– আকবর মণ্ডলের বাড়ি; পূর্ব– মালিকের বাড়ি; পশ্চিম– তরিকুল ইসলাম মণ্ডলের বাড়ি; দক্ষিণ– ৮ ফুট চওড়া রাস্তা।	৩১ অক্টোবর ২০২৫	১৮ মে ২০২৬	₹৩১,৮৩,৭১৭.৫৯ (১০ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী)
মলয় সরকার সুইটি ধর ২০০০২৪৯০০০০২০১ এবং ২০০০২৪৯০০০০২০৫	‘সানন্দা অ্যাপার্টমেন্ট’–এর সেকেন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাট নং বি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ৬৩৪, শ্রীপুর, বাঘেরগোল, পোঃঅঃ– বোড়াল, থানা– নরেন্দ্রপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা– শ্রীপুর বাঘেরগোল, জে এল নং ৫৯, এল আর দাগ নং ১২৫, এল আর খতিয়ান নং ১৬২৩, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৪–এর এলাকাধীন–৭০০১৫৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা; পূর্ব– এলওপি নং ৮৮৮–এর অধীন উষা রানী মালাকার এবং অন্যান্যের জমি; পশ্চিম– ২০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা; দক্ষিণ– অন্যদের জমি।	১১ নভেম্বর ২০২৪	১৮ মে ২০২৬	₹১৪,২৯,১৪৯.১৬ (০৭ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী)
রতন গোমস্তা মিসেস মানি গোমস্তা ২০০০২২০০০০২১১	অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: সার্ভে নং, খতিয়ান নং ২০০৭৪, ফাইনাল প্লট নং ৮৩২, জে এল নং ১৬৪, এইচএন ৭৩৩/১, ওয়ার্ড নং ১৩, মৌজা– কাইনা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– রাস্তা; পূর্ব– রেপোর্টি মণ্ডলের বাড়ি; পশ্চিম– পবিত্র বালার বাড়ি; দক্ষিণ– অপরের বাড়ি।	০৭ জানুয়ারি ২০২৫	১৮ মে ২০২৬	₹১৭,১৩,৭০৩.৫৪ (০১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী)
নুর মহম্মদ শেখ মিসেস সাকিনুর বেগম শেখ ৯০০০১০৪৬২৬৯৩৫৩	০.০১ একর বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং, এল আর ২১, এল আর খতিয়ান নং ১৮৪০, এল আর প্লট নং ১১৯৮, মৌজা– কাচুটিয়া, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রি– কেতুগ্রাম, জেলা– বর্ধমান (পূর্ব বর্ধমান), রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১৪০, ২০২১ সালের সেল ডিড নং ০২১৩০০৩০২, বুক নং ১, ভলিউম নং ০২১৩–২০২১, পৃষ্ঠা ৬৯০৫ থেকে ৬৯২৪ অনুযায়ী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৭ ফুট রাস্তা; পূর্ব– ৭ ফুট রাস্তা; পশ্চিম– মনোয়ার শেখ; দক্ষিণ– লুৎফর রহমানের বাড়ি।	২১ জানুয়ারি ২০২৬	১৮ মে ২০২৬	₹৪,৪৬,৫৭৮.৪৩ (০৯ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী)
অভিজিৎ পান নিতা পান ২০০০২২০০০০১৪২, ২০০০২২০০০০১৪৮, ৯০০০০০০৬৪৪১৯৩ এবং ৭১১৮০০০০০০৩২৩৪	১৬১.৮৫ বর্গমিটার জমি এবং ৮৪.৯৫ বর্গমিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় নির্মিত পরিকাঠামো সহ অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: খতিয়ান নং ১৪৬৭, ফাইনাল প্লট নং ৩৫০, মৌজা– সাঁতরা, গ্রাম– সাঁতরা, পোঃঅঃ– বাসাপাড়া, থানা– নানুর বোলপুর শ্রীনিকেতন, জেলা– বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩১২১৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– গুরুপদ পানের সম্পত্তি; পূর্ব– পুকুর; পশ্চিম– পঞ্চায়েত রাস্তা; দক্ষিণ– পঞ্চায়েত রাস্তা তারপর লক্ষ্মীনারায়ণ পানের বাড়ি।	১৯ জুলাই ২০২৫	১৮ মে ২০২৬	₹২০,৬০,৮৪১.১৩ (১৮ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী)
হাসেমা বিবি আবদুল হাফিজ ২০০০২২৪০০০০২০৬	অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৭৩২১, খতিয়ান নং ৯৮৮২, জে এল নং ৬৮, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– পুকুর; পূর্ব– নবী নেওয়াজ; পশ্চিম– জর্মন শেখ; দক্ষিণ– মুকুল শেখ।	২৬ অগস্ট ২০২৪	১৮ মে ২০২৬	₹২০,১৯,৫৪৫.৪৪ (১৬ অগস্ট ২০২৪ অনুযায়ী)
রেবিনা খাতুন শেখ মহঃ জাইউল হক ৯০০০০০০০৫৯২৫৫০	অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আশাছিয়া, খতিয়ান নং ২১৪৯, প্লট নং ১১১৫, কালীগঞ্জ, নদিয়া, বাংলা–৭৪১১৩৭। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– কওসর শেখ–এর জমি; পূর্ব– গ্রামের রাস্তা; পশ্চিম– ফিরদৌস শেখ–এর জমি; দক্ষিণ– মহঃ হামিদুল শেখ–এর জমি।	০৭ আগস্ট ২০২৫	১৮ মে ২০২৬	₹২০,০৪,২৬৯.৭৫ (১৮ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী)
আবদুল কাদের করিমুল্লাহ মণ্ডল ২০০০৭৯৪০০০০১৬৪	৩৬৪.২২ বর্গমিটার জমি এবং ২৯৩.৭৬ বর্গমিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং দাগ নং ১০৫৩, সার্ভে নং দাগ নং ১০৫৩, ব্লক/বিল্ডিং নং প্রযোজ্য নয়, ফ্লোর নং প্রযোজ্য নয়, বিল্ডিং/সোসাইটির নাম/বাড়ির নাম– কাঁটালপাড়া সুবামাপুর, রাস্তার নং/নাম– পোঃঅঃ চাকলা, এলাকা– মৌজা– চাকলা, শহর– দেগঙ্গা, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– আবুবক্কর মণ্ডলের বাড়ি; পূর্ব– ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– আবদার রহমানের বাড়ি; দক্ষিণ– তফিজউদ্দিনের জমি।	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹৩০,২৩,৯০৪.২৭ (০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী)
আবদুল্লা মণ্ডল মিসেস রিনা বিবি ২০০০৭৯৪০০০০২৫২	অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৫১, পিঙ্গলেশ্বর, এল আর ৩১৩৬, এল আর ১৫০৭, মৌজা নং ৫১, মৌজা– পিঙ্গলেশ্বর, জাদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েত, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মুজিবর রহমান সর্দার; পূর্ব– মফিজুল মণ্ডল; পশ্চিম– ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– ক্রেতার পিতার জমি।	২২ অক্টোবর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹১৩,৬৯,০০৬.১৭ (১০ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী)
আলফির আলি মণ্ডল মিসেস নইমাতুন নার্গিস ২০০০৭৯৪০০০০১৮৮	৩২৩.৭১ বর্গমিটার জমি এবং ১৪৩.৮১ বর্গমিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং দাগ নং ২২০৫, সার্ভে নং দাগ নং ২২০৫, বিল্ডিং নং খতিয়ান নং ৪৩৫, বাড়ি নং দাগ নং ২২০৫, বিল্ডিংয়ের নাম জে এল নং ৭১, এলাকা মৌজা– চাঁদপুর, শহর– দেগঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– হাসান আলির বাড়ি; পূর্ব– মহম্মদ আলির বাড়ি; পশ্চিম– ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– দাতার জমি।	২২ অক্টোবর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹১৫,৪২,০৯৭.৬২ (১০ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী)
আনিসুর রহমান মণ্ডল মিস মিনুয়ারা খাতুন ৯০০০১০৫০৮৭৮০৪২	প্রায় ১৩০৯.০০ বর্গফুট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং ১০৮৯ ২০৯০, সার্ভে নং ৪, ব্লক/বিল্ডিং নং ২২৪২, ফ্লোর নং ৪, বিল্ডিং/সোসাইটির নাম ওধানপুর, রাস্তার নাম ওধানপুর, শহর– দেগঙ্গা, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪২৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মহঃ মশিউর রহমানের বাড়ি; পূর্ব– মহঃ মাহফুজ রহমানের বাড়ি; পশ্চিম– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। দক্ষিণ– ১২ ফুট প্রশস্ত পঞ্চায়েত রাস্তা।	২৯ অক্টোবর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹১৮,২৩,৩৭৯.০১ (১০ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী)
আসিউর রহমান শেখ মিসেস তাজমিরা খাতুন ৯০০০১১৪১০২৫১০২	প্রায় ১৫৩০ বর্গফুট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং দাগ ৩১৬, সার্ভে নং/বিল্ডিং নং– আসিউর রহমান শেখ, বিল্ডিংয়ের নাম– খতিয়ান ৪৫১, রাস্তার নাম– হাড়োয়া পিয়ারা, শহর– হাড়োয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– দাশরথি সাহার জমি; পূর্ব– কালীচরণ সাহার বাড়ি; পশ্চিম– অনিল সাহার বাড়ি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা।	১২ নভেম্বর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹২০,৬১,৫৬২.৮০ (১১ নভেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী)
ফয়াজউদ্দিন গাজি মিসেস আলিফ নাসরিন বিবি ৯০০০১০১৮৮৮৪৩৯৪	প্রায় ১৪৫০ বর্গফুট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং/সার্ভে নং/বিল্ডিং নং– খতিয়ান ৬৬২১, বিল্ডিংয়ের নাম– জে এল ৬৩, রাস্তার নাম– গ্রাম– হালদা, শহর– হাড়োয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শাহজাহান মোল্লার বাড়ি; পূর্ব– মনিরুজ্জামানের বাড়ি; পশ্চিম– ৮ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা।	২৯ অক্টোবর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹২৭,৮১,১১৪.২৭ (১০ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী)
কারিবুল ইসলাম মিসেস সেরিন সুলতানা বিশ্বাস ২০০০৭৯৪০০০০১২৪	৩২৩.৭৫ বর্গমিটার জমি এবং ১২৭.০৯ বর্গমিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট বাংলোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং ৩৮২, সার্ভে নং খতিয়ান নং ৭২০৮, ব্লক/বিল্ডিং নং, খতিয়ান নং ৭২০৮, বাড়ি নং গ্রাম– উত্তরচাঁদপুর, ফ্লোর বিল্ডিং/সোসাইটির নাম পোঃঅঃ– হাড়িপুর, রাস্তার নং/নাম– প্রযোজ্য নয়, বেড়াচাঁপা ১১ গ্রাম পঞ্চায়েত, এলাকা– দেগঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: মোক্ষী আলি; পূর্ব– মুজিবর রহমানের জমি; পশ্চিম– ৬ ফুট রাস্তা; দক্ষিণ– মিরাজুল ইসলামের জমি। এলাকা– চাঁদপুর, শহর– দেগঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ।	২২ অক্টোবর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹১১,৮০,১৩৬.৭২ (১০ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী)
মহঃ জাহাঙ্গীর আলম মিসেস ফরিদা খাতুন ৯০০০১১৩৮৬৯৯৭৭২	প্রায় ৮৮৩ বর্গফুট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: সার্ভে নং ১, ফাইনাল প্লট নং এবং বাড়ি নং জে এল ৮০, ব্লক/বিল্ডিং নং দাগ ৭৮৬, বিল্ডিং/সোসাইটির নাম খতিয়ান ২৯৯৫, সেকেন্ড ফ্লোর, রাস্তা– খোর্দা, এলাকা– ভাসিলা, শহর ও তালুক– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪২৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১০ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা; পূর্ব– সহিদুল ইসলাম; পশ্চিম– ১০ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা; দক্ষিণ– জাহাঙ্গীর আলম মহঃ জাহাঙ্গীর আলম।	২১ জানুয়ারি ২০২৬	১৬ মে ২০২৬	₹৫,৬৩,৩২৭.৯৯ (০৯ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী)
মহঃ ওহিদুল জামান কাজি মারজুনা পারভিন ৯০০০১০৪৪৩৭১০৪০	বাস্তু শ্রেণীভুক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– ৪১ সুবর্ণপুর, খতিয়ান নং এল আর ৩৪৪১ ও ৩৪৪৭, প্লট নং এল আর ২৩৫৮, গ্রাম– ঝিকরা বাসাবাটি, পোঃঅঃ– আজিজনগর, থানা– দেগঙ্গা, হাড়িপুর ঝিকরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা–৭৪৩৪২৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– জুব্বার মোল্লা; পূর্ব– শাহজাহান কাজি; পশ্চিম– মেকাইল মোল্লা; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা।	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹১৮,৬৮,১৬৮.৩৬ (২৯ জানুয়ারি ২০২৫ অনুযায়ী)
নবিউল ইসলাম মিসেস ইসমোতারা খাতুন ৯০০০১২৩৮৮৫৬৯০২	প্রায় ১১১০.০০ বর্গফুট অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফাইনাল প্লট নং ২১০৯, সার্ভে নং ২০, বাড়ি নং ৫০৮৯, বিল্ডিং/সোসাইটির নাম– উত্তর পাড়া, রাস্তার নং– বেনা, লোকালিটি ও শহর– বাদুড়িয়া, তালুক– উত্তর ২৪ পরগনা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৪০১। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– কাশেম সর্দার; পূর্ব– রফিকুল ইসলাম; পশ্চিম– আলামিন মণ্ডল; দক্ষিণ– ৬ ফুট চওড়া রাস্তা।	২১ জানুয়ারি ২০২৬	১৬ মে ২০২৬	₹১২,৩০,২৭৫.১২ (০৯ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী)
পলাশ ভট্টাচার্য মিসেস কমলা ভট্টাচার্য ২০০০৭৯৩০০০০০১৮	অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ ১০৫; জে এল নং ২৪, গ্রাউন্ড ফ্লোর; বি২; গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৩৭৪/১; অজয় নগর; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৭৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ২০ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– ভুবন চন্দ্র সেনের সম্পত্তি; পশ্চিম– মিনা সাহার সম্পত্তি এবং ১৭৯এ নং প্লট; দক্ষিণ– শ্রীমতী শ্যামলী বসুর সম্পত্তি।	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹৪,৬৪,৫৪৫.৫৫ (২৯ জানুয়ারি ২০২৫ অনুযায়ী)
রবিউল আলি মিসেস রুনুজা বিবি ৭১১৯০০০০০৬৬২৯	সামান্য কমবেশি ৫.৭ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– হাড়িপুর চুপরি ঝাড়া, জে এল নং ৯৯, এল আর খতিয়ান নং ৩ এল ২৬, এল আর দাগ নং ৫৩৩০, হাড়িপুর ঝিকরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা।	৩১ অক্টোবর ২০২৫	১৬ মে ২০২৬	₹৭,২৬,৯০৫.৫৪ (১০ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী)
শেখ সাবির হোসেন সুহানা পারভিন ২০০০৭৯২০০০০৩৯৮	৫ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এসআরও হানগড়, মৌজা– পানাপুকুর, জে এল নং ৯০, এল আর ৩০৭১, কাশীপুর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা–৭০০১৩৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– নুরুল হুদার জমি; পূর্ব– নুরুল আলমের জমি; পশ্চিম– সহিদুল ইসলামের জমি; দক্ষিণ– নুরুল আলমের জমি।	১১ ডিসেম্বর ২০২৪	১৬ মে ২০২৬	₹২৩,৩৯,৫৪২.১৮ (০১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী)
উদয় মণ্ডল প্রতিমা মণ্ডল ২০০০৭৯১০০০০১৭৭	অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আবাদ কুলিয়াডাঙা, মৌজা– তেঘরিয়া, জে এল নং ২৯, এল আর প্লট নং ১০৫, এম মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েত, গাইঘাটা, বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪৫৬। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৫ ফুট সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা; পূর্ব– অন্যান্য প্লটের জমি; পশ্চিম– পুকুর; দক্ষিণ– ১০৫ নং প্লটের জমি।	১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৬ মে ২০২৬	₹১৪,০৬,০০৬.৫৩ (০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী)

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ, তারিখ: ২২ মে, ২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক, বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইমামি লিমিটেড

CIN No.: L63993WB1983PLC036030

রেজিস্টার্ড অফিস: ইমামি টাওয়ার, ৬৮৭, আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা– ৭০০১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়েবসাইট: www.emamiltd.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফল

[সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ মোতাবেক]

স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.emamiltd.in–তে উপলব্ধ রয়েছে। এগুলি নীচে দেওয়া QR কোড স্ক্যান করেও দেখা যাবে।

তারিখ: ২১ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

পর্ষদের জন্য ও তরফে
মোহন গোয়েঙ্কা
ভাইস চেয়ারম্যান এবং সম্পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর

মানুষকে প্রাকৃতিক উপায়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর করে তুলছে

আইএসএলের রং লাল-হলুদ

ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

জেমির সেভটাই জীবনের সেরা: গিল

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

তিনি কথা দিয়েছিলেন। ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারলে একান্ত সাক্ষাৎকার দেবেনই। প্রভসুখন সিং গিল কথা রাখলেন। কিশোরভারতীর ড্রেসিংরুমে তখন উদ্দাম নাচছেন তাঁর সতীর্থরা। মুহূর্তগুলো একজন ফুটবলারের জীবনে খুব দামি। কিন্তু গিল সেই উৎসব ছেড়ে ড্রেসিংরুমের বাইরে এলেন কথা বলতে।

■ একটু আগে কথা হচ্ছিল আপনার দাদা গুরসিমরাত সিং গিলের সঙ্গে। আপনার যখন ৫–৬ বছর বয়স তখন আপনাকে শেষ কাঁদতে দেখেছেন। আর দেখেছেন সেই বেঙ্গালুরু ম্যাচের রাতে।

প্রভসুখন সিং গিল: সত্যিই আমি ওইদিন রাতে কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। অনেক রাত পর্যন্ত কেঁদেছি। নিজেকে বুঝিয়েছি, ভুলটা শুধরে নেওয়ার সময় এখনও রয়েছে। বাকি ম্যাচগুলোয় উজাড় করে দিতে হবে।

■ ডুরান্ড কাপে ডায়মন্ড হারবার ম্যাচের পর আপনাকে ‘গদ্দার’ শুনতে হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, আপনি নাকি টাকা নিয়ে ম্যাচ ছেড়েছেন। খারাপ লাগেনি গদ্দার শুনে?

গিল: দেখুন খারাপ লাগা ছিলই। আমি সেদিন ভুল করেছিলাম। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের সঙ্গে বেইমানি করার কথা স্বপ্নেও ভাবি না। পরে নিজেকে বুঝিয়েছি আমি যদি ওই গ্যালারিতে থাকতাম, আমিও হয়তো এরকম বলতাম।

■ সবাই বলছেন ডার্বিতে জেমির সেভটাই ইস্টবেঙ্গলকে ট্রফি জিতিয়ে দিল। এমি মার্টিনেজের বিশ্বকাপ ফাইনালের সেভের সঙ্গে তুলনা হচ্ছে। ডার্বির আগে আপনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। সেই অবস্থাতেও ওরকম পারফরমেন্স। এই সেভটাই কি জীবনের সেরা? ওই মুহূর্ত কি ট্যাটু করবেন?

গিল: দেখুন এই মুহূর্তে আমার জীবনের সেরা সেভ। আর ওই মুহূর্তটা শরীরের ট্যাটু করব কিনা জানা নেই। তবে প্রচুর সমর্থক আমাকে ছবিটা পাঠিয়েছেন। বাড়িতে বড় করে ছবিটা বাঁধিয়ে রাখব।

■ প্রথমেই ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে গেল। কাজটা হয়তো আরো কঠিন হতো। যদি না আজকেও আপনি দুটি নিশ্চিত গোল বাঁচাতেন। কতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন?

গিল: আজ জিতে গেছি বলে বলছি না। তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। বিরতিতে প্রত্যেক ফুটবলার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জিতেই মাঠ ছাড়ব।

■ তবে একটা আক্ষেপ থেকেই গেল। গোল্ডেন গ্লাভস জেতা হল না।

গিল: খারাপ লাগা বলতে পারেন। তবে আক্ষেপ নয়। আক্ষেপ হত যদি ট্রফি জিততে না পারতাম। কারণ এই কয়েক বছরে আমি একজন পুরোপুরি ইস্টবেঙ্গল সমর্থক হয়ে গেছি। তাই ট্রফিটা আমাকে নিজেদের জন্য, প্রত্যেক সমর্থকের জন্য জিততেই হত। সেটা পেরেছি।

■ ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আপনার চুক্তি শেষ হচ্ছে ৩১ মে। অনিশ্চয়তা থাকবেই। নিজের ফুটবল জীবনের সেই অনিশ্চয়তা নিয়েও এরকম সেরা পারফরমেন্স উপহার দিলেন ইস্টবেঙ্গলের জন্য।

গিল: দেখুন অনিশ্চয়তা রয়েছে ঠিকই। কারণ এটাই আমাদের পেশা। তবে শুধু আমি নই। আমার মতো প্রচুর ফুটবলারের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা করছি কিছু ভাল হবে। দেখা যাক। আর পারফরমেন্স বলছেন। ওই যে বললাম, চুক্তি শেষ ছোট বিষয়। আমার জীবন চলে গেলেও চ্যাম্পিয়ন করতেই হত।

■ অন্য ক্লাবের অফার নিশ্চয়ই থাকবে।

গিল: জানি না কী থাকবে, কী থাকবে না। তবে জোর দিয়ে বলছি। আমি ইস্টবেঙ্গলেই থাকতে চাই। ভালবেসে ফেলেছি এই ক্লাবকে।

শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবকে হারিয়ে মুম্বই তৃতীয়

আজকালের প্রতিবেদন: আইএসএলের শেষ দিন আরও দু’টি ম্যাচ ছিল। মুম্বই সিটি এফসি ২–০ গোলে হারাল পাঞ্জাবকে। গুয়াহাটিতে এই ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে ৭৯ মিনিটে রালতে প্রথম গোল করার পর ইনজুরি টাইমে (৯০+১০) ব্যবধান বাড়ান বিক্রম প্রতাপ সিং। দ্বিতীয়ার্ধে পাঞ্জাবের দু’জন ও মুম্বইয়ের একজন লাল কার্ড দেখেন। জামশেদপুরে অন্য ম্যাচে ওড়িশা এফসি–র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে জামশেদপুর এফসি। মুম্বই এদিনের জয়ের ফলে ১৩ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে এবারের আইএসএলে তৃতীয় হল। চারে বেঙ্গালুরু এফসি (১৩ ম্যাচে ২৩)। এদিনের হারে পাঞ্জাব (১৩ ম্যাচে ২২) পঞ্চম। পাঞ্জাবের সমান পয়েন্ট পেলেও গোলপার্থক্যে ছয়ে জামশেদপুর।

আজকের ম্যাচ ছিল প্রত্যাবর্তনের অন্যতম সেরা দৃষ্টান্ত। এই ইতিহাস ধৈর্য, প্রত্যাবর্তন, সমস্ত বাধা কাটিয়ে ওঠার কথা বলে। ইস্টবেঙ্গল কী, আজকের ম্যাচ বাস্তবে তারই এক নিখুঁত প্রতিফলন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত যে, মাঠে নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি।

মরশুমের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে এই বছরের দুটি বড় কাপ ফাইনালে রানার্স হওয়ার পরও সমর্থকরা আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন, আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আর ঠিক এই কারণেই ২২ বছর পর জাতীয় ট্রফি ঘরে তোলার আনন্দ সমর্থকদের ফিরিয়ে দিতে আমরা মাঠে সেই অতিরিক্ত পরিশ্রমটুকু করতে পেরেছিলাম।

প্রথমার্ধে ইন্টার কাশী আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা মাথায় খেলেছে ও গোছানো ফুটবল উপহার দিয়েছে। ওরা মাঠের সব নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখছিল। তাই, হাফটাইমে ড্রেসিংরুমে গলার স্বর চড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম, যাতে ছেলেরা বুঝতে পারে, প্রথমার্ধের পারফরমেন্স চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

জুনের আগে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। এ কথা সত্যি যে, আমার কাছে প্রস্তাব আসছে। তবে, জুনের ১ তারিখে যদি ক্লাবের কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা শুনব। আর যদি কোনও পরিকল্পনা না থাকে, তবে কোনও আলোচনাও হবে না।

অস্কার ব্রুজোন

কিশোরভারতী যেন ‘সব পেয়েছির দেশ’

প্রসূন চন্দ

‘ফুরায় যা, তা ফুরায় শুধু চোখে—
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।’

সাদা চোখে আমরা অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে দেখি। ভাবি, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। আসলে তা নয়। কোনওকিছুই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। পুরনো অন্ধকারের বুক চিরেই নতুন আলোর সন্ধান মেলে। জন্ম হয় নতুন দিনের। জীবন পায় সার্থক পরিণতি।

দীর্ঘ ২২ বছরের অন্ধকার, যন্ত্রনা পেরিয়ে ইস্টবেঙ্গলও নতুন আলো, নতুন মুক্তির স্বাদ পেল বৃহস্পতিবার রাতে। অস্কার ব্রুজোনের হাত ধরে আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন লাল–হলুদ। আর তারপর কিশোরভারতী স্টেডিয়াম যা চাক্ষুষ করল, তাকে ‘প্যান্ডেমোনিয়াম’ বললে বিন্দুমাত্র কম বলা হবে না। রেফারি ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজাতেই ৮১০০–র গ্যালারি নেমে পড়ল মাঠে।

ইন্টার কাশীর ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফরা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে তখনও মাঠ ছেড়ে বেরোতে পারেননি। ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররাও ভিকট্রি ল্যাপ দিতে ব্যস্ত। তারমধ্যেই সমর্থকরা ছুটে গিয়ে যে ফুটবলারকে সামনে পেলেন, জড়িয়ে ধরলেন। কেউ কেউ মহম্মদ রশিদকে কোলে তুলে লাল–হলুদ আবির মাখিয়ে দিলেন। আরেক দল আবার গোলরক্ষক প্রভসুখন সিং গিলকে কাঁধে তুলে মাতামাতিতে ব্যস্ত। কিশোরভারতীর সবুজ গালিচা তখন যেন ‘সব পেয়েছির দেশ’। সমর্থকদের সামলাতে মৃদু লাঠিচার্জও করল পুলিশ। কিন্তু তাতে কি আর ২২ বছরের জমে থাকা উচ্ছ্বাস থামানো যায়? থামানো গেলও না।

মাঠে ট্রফি তুলে দেওয়ার জন্য পোডিয়াম বসানো হলেও সেখানে জয় উদযাপন করা সম্ভব হল না। মাঠ এবং পোডিয়ামের দখল নিলেন লাল–হলুদ আবির মাখা অগণিত মানুষ। শেষ পর্যন্ত ফুটবলাররাই চলে গেলেন গ্যালারিতে। সেখানে তুলে দেওয়া হল বহুকাঙ্ক্ষিত আইএসএল ট্রফি। প্যালেস্টাইনের পতাকা গায়ে জড়িয়ে কাপ হাতে তুললেন রশিদ। সঙ্গে সল ক্রেসপো এবং সৌভিক চক্রবর্তী। এক এক করে ট্রফি হাতে উল্লাসে মাতলেন লাল–হলুদের অন্য ফুটবলাররাও। সঙ্গী হলেন সমর্থকরাও।

রাত ১২টায় টিমবাস স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরোনোর সময় আরেকপ্রস্থ উৎসব চলল। লাল–হলুদ রংমশাল, সমর্থকদের ‘চ্যাম্পিয়ন’ গানের মধ্যে দিয়ে হোটেলের পথ ধরলেন অস্কার ব্রুজোন এবং তাঁর দল। প্রত্যক্ষ করলেন ইস্টবেঙ্গল আবেগ। এ আবেগের সত্যিই তুলনা হয় না।

গোল্ডেন বুট ইউসেফ ইজেজারি
সর্বোচ্চ গোলদাতা (১১)

গোল্ডেন বল মিগেল ফিগেরা
টুর্নামেন্টের সেরা

ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল

● ১ পাতার পর

১৫ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দিলেন অ্যালফ্রেড প্লানাস। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের পিছন থেকে এসে লং বলে ফিনিশ করে গেলেন। ইস্টবেঙ্গলের খেলা আরও তালগোল পাকিয়ে গেল। ২৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচে রাখলেন সেই প্রভসুখন সিং গিল। অ্যালফ্রেডের শট উড়ে গিয়ে বাঁচালেন গিল। ৪০ মিনিটের মাথায় আবার কোনওভাবে বাঁচল লাল–হলুদ। কিছুক্ষণ পরে চোট পাওয়া রাকিপের জায়গায় নামলেন ডেভিড। ইস্টবেঙ্গল কিছুটা খেলায় ফিরল।

ইস্টবেঙ্গলকে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতেই হত। ইস্টবেঙ্গল ফিরল ৪৯ মিনিটে। আনোয়ারের বাড়ানো থ্রু। গোলরক্ষকের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল বার করে দারুণ ফিনিশ ইউসেফ ইজেজারির। ততক্ষণে খবর চলে এসেছে মোহনবাগানের পিছিয়ে পড়ার। গ্যালারিতে আর এক দফা উৎসব। তবে তখনও যে জয়ের গোল পাওয়া বাকি। অস্কার মাঠে নামালেন নন্দকুমার, সয়বার্গদের। ৭২ মিনিটে গ্যালারি আবার উদ্বেল। এদিনের ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন বিপিন সিং। তিনি এবার গোলের ঠিকানা লিখলেন ডান দিক থেকে। ফিনিশ করলেন মহম্মদ রশিদ। আবেগ যেন আর বাঁধ মানছে না ফুটবলারদের। কিন্তু অনেকটা সময় যে বাকি। ডার্বির স্মৃতি টাটকা। ততক্ষণে মুম্বই এগিয়ে গেছে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ জিততেই হবে। বাকি সময়টুকু প্রতিটা ইঙ্গিতে লড়াই করল ইস্টবেঙ্গল। অবশেষে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, জয় (লালচুংনুঙ্গা), আনোয়ার (সৌভিক), সিবিলে, রাকিপ (ডেভিড), বিষ্ণু (নন্দকুমার), রশিদ, জিকসন, মিগেল, বিপিন, ইউসেফ (সয়বার্গ)

শেষ মুহূর্তে জয় এনে দিলেন ম্যাকলারেন। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

জিতেও ‘পরাজিত’ মোহনবাগান

২ মোহনবাগান — মনবীর, ম্যাকলারেন
১ স্পোর্টিং দিল্লি — ক্লারেন্স

সায়ন গুপ্ত

প্রিয় দল জিতেছে। তবুও ক্ষুব্ধ গ্যালারি। কারণ এই জয় শুধুই সান্ত্বনার। মাঠ ছাড়ার সময় সার্জিও লোবেরা শুনলেন, ‘গো ব্যাক’ ধ্বনি। তখন সমর্থকদের মনে পড়ছিল জামশেদপুর, এফসি গোয়া, ইন্টার কাশী ম্যাচগুলির কথা। সেই ম্যাচগুলিতে সুযোগ কাজে লাগালে বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাঠ ছাড়ত মোহনবাগান। শহরের অন্য প্রান্তে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল জয়ী। দুই প্রধানই সমান পয়েন্ট (২৬) নিয়ে এবারের আইএসএলে শেষ করলেও গোলপার্থক্যে রানার্স হল বাগান।

লিগে প্রথমবার ৩–৪–৩ ছকে দল সাজালেন এদিন সবুজ–মেরুন কোচ লোবেরা। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, শুরু থেকে আক্রমণের ঝড় তোলা। যদি লাল–হলুদের সঙ্গে ৫ গোলের পার্থক্য চোকানো যায়। তাই দলের সেরা ফরোয়ার্ডদের ম্যাচের শুরু থেকেই খেলার মঞ্চ করে দেন স্প্যানিশ কোচ। জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংসের সঙ্গে সাহাল আবদুল সামাদ, মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসো।

আক্রমণাত্মক ছকে দল সাজালেও বড় ব্যবধান তো দূর, জেতার তাগিদটুকু প্রথম ১০ মিনিটে বাগানের খেলায় পাওয়া যাচ্ছিল না। উল্টে, ৫ মিনিটে বাগান বক্সের ঠিক বাইরে দিল্লি ফ্রিকিক পায়। মহম্মদ আইমেনের শট বার কাঁপায়। ১৪ মিনিটে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে হঠাৎ গর্জন। ইস্টবেঙ্গল ওদিকে পিছিয়ে গিয়েছে, যেন সেই বার্তা লিস্টনদের কাছে পৌঁছে দিল বাগান–জনতা। সেই প্রথম ও শেষবার উচ্ছ্বাসে ভেসেছিলেন সমর্থকরা।

একের পর এক বাগান আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়ে দিল্লির বক্সে। তারপর? গোলের সামনে খেই হারানোর রোগের টোটকা মরশুমের শেষ ম্যাচেও বের করতে ব্যর্থ লোবেরা। তবে শুধুমাত্র তাঁর ঘাড়ে দায় চাপানো অন্যায়। কিন্তু এই মরশুম জুড়েই বাগানের তারকাখচিত আক্রমণভাগের সবাই ‘গোলকানা’ হয়ে থাকল।

দ্বিতীয়ার্ধে ৬২ মিনিটে ম্যাচের গতির বিপরীতে এগিয়ে গেল দিল্লি। আবদুল হুদুর সেন্টার থেকে অরক্ষিত অবস্থায় মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন ক্লারেন্স স্যাভিও ফার্নান্ডেজ। ৭১ মিনিটে বাগানকে ম্যাচে রাখেন বিশাল কাইথ। সেই ক্লারেন্সের হেড বাঁচান বিশাল। ৮১ মিনিটে দিল্লির জাল কাঁপালেও ম্যাকলারেনের গোল অফসাইডে বাতিল হয়। অবশেষে ৮৯ মিনিটে সমতা ফেরান মনবীর। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ের শেষলগ্নে ম্যাকলারেনের গোলে জয় এলেও খেতাব এল না বাগানে।

মোহনবাগান: বিশাল, মেহতাব, অলড্রেড (রবসন), শুভাশিস, মনবীর, সাহাল (দীপক), অনিরুদ্ধ, লিস্টন, পেত্রাতোস (অভিষেক), ম্যাকলারেন, কামিংস

S24 PAGS	105
N24 PAGS	105
RANAGHAT	105
ARAMBAGH	104
BURDWAN	105
BOLPUR	106
MIDNAPUR	105
BANKURA	106
SILIGURI	108
MALDA / BALURGHAT	108
FALAKATA	106
ALIPURDUAR	106

CONTACT-80160 91101

এ বছর যে সমস্ত কোর্সের চাহিদা তুঙ্গে

চিরদীপ ভট্টাচার্য

চলতি বছরে এদেশে প্রযুক্তি, ডেটা ইন্টেলিজেন্স এবং বিজনেস স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কিত কোর্সগুলির ব্যাপক চাহিদা লক্ষ করা যাচ্ছে। আগামী রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট (জেইই মেন) হয়ে গেছে, ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা এনইইটি হয়েও হল না (প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে)। তবে, একটা কথা জোর দিয়েই বলা যায়, এবছর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলিতে ভর্তির সময় ছাত্রছাত্রীদের কাছে কম্পিউটার সায়েন্স, স্পেশালাইজড পিজিডিএম এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের সার্টিফায়েড বুটক্যাম্পের মতো প্রোগ্রামগুলি সারা দেশে সর্বাধিক কর্মসংস্থান ও আকর্ষণীয় স্যালারি প্যাকেজ নিশ্চিত করার কারণে চাহিদার তুঙ্গেই থাকবে।

এদেশে জব মার্কেটের চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত সবচেয়ে বেশি চর্চিত ও উচ্চ–চাহিদাপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্র এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

• আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ও মেশিন লার্নিং (ML)

এআই পরিকাঠামোর অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন বিশেষজ্ঞদের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে যাঁরা স্মার্ট সিস্টেম তৈরি করতে পারেন। লিঙ্কডইন–এর তথ্য অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছরে ভারতে এআই সংক্রান্ত চাকরি ৩৪০% বেড়ে গেছে। এখানে যাঁদের চাহিদা মারাত্মক, তাঁরা হলেন এআই ইঞ্জিনিয়ার, প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার, MLOps স্পেশালিস্ট। বিশদে জানতে অনলাইনে Coursera বা বিশ্ববিদ্যালয়–অনুমোদিত এআই বুটক্যাম্পগুলির স্পেশালাইজড প্রোগ্রামগুলি দেখা যেতে পারে।

• ডেটা সায়েন্স ও বিজনেস অ্যানালিটিক্স

ভারতের ৭৮% ব্যবসা এখন ডেটাচালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। ফলে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি তৈরির জন্য যাঁরা 'বিগ ডেটা' বিশ্লেষণ করতে পারেন, সেই ধরনের পেশাদারদের চাহিদা এখন তুঙ্গে। এক্ষেত্রে ডেটা সায়েন্টিস্ট, ডেটা অ্যানালিস্ট, বিজনেস অ্যানালিস্টদের কদর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সম্পর্কিত কাজের ধারণা পেতে GUVI বা Datamites–এর বুটক্যাম্প এবং ডিগ্রি কোর্সগুলো খুঁজে দেখা যেতে পারে।

• ক্লাউড কম্পিউটিং ও DevOps

কোম্পানিগুলো যেভাবে ডিজিটাল রূপান্তর ঘটাচ্ছে এবং ক্লাউডে স্থানান্তরিত হচ্ছে, তাতে NASSCOM ধারাবাহিকভাবে ক্লাউড আর্কিটেকচার এবং ডেভেলপমেন্ট/ অপারেশনস (DevOps)–কে ভারতের আইটি ক্ষেত্রের শীর্ষ দক্ষতা ঘাটতির তালিকায় স্থান দিচ্ছে। এখানে চাহিদা রয়েছে ক্লাউড আর্কিটেক্ট, ডেভঅপ্স ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেমস ডেভেলপারদের।

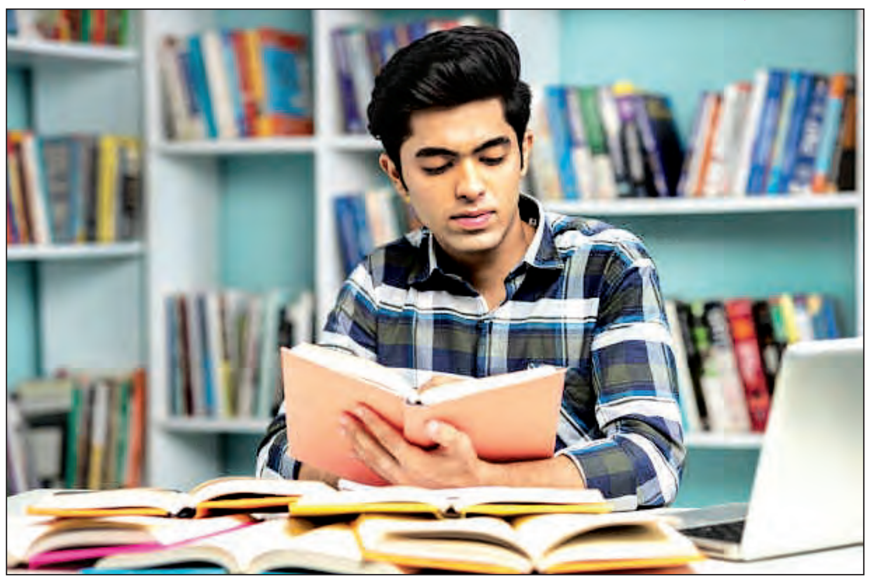

• সাইবার সিকিওরিটি

এআই–চালিত সাইবার সম্পর্কিত সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ছে। কর্পোরেট এবং সরকারি নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত রাখতে কোম্পানিগুলো বিপুল সংখ্যায় অ্যানালিস্ট এবং এথিক্যাল হ্যাকার নিয়োগ করছে। এখানে চাহিদা রয়েছে সাইবার সিকিওরিটি অ্যানালিস্ট, এথিক্যাল হ্যাকার, সিকিউরিটি কনসালট্যান্টদের।

• ফুলস্ট্যাক ও সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সফটওয়্যার, ই-কমার্স সলিউশন এবং মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের চাহিদা সবসময়ই সর্বাধিক চাহিদার পর্যায়ে থাকছে। এখানে ফ্রন্টএন্ড/ ব্যাকএন্ড ডেভেলপার, ফুলস্ট্যাক ইঞ্জিনিয়াররা সবচেয়ে দামি। এবিষয় সম্পর্কে জানতে Bosscoder Academy বা Scaler–এ মডার্ন টেকস্ট্যাক বুটক্যাম্পগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে।

• ডিজিটাল মার্কেটিং ও ই–কমার্স

ভারতের ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি ডিজিটাল বিজ্ঞাপনী বাজারের জন্য এমন বাস্তবমুখী ও কাজের জন্য প্রস্তুত পেশাদার প্রয়োজন যাঁরা এসইও, পারফরম্যান্স মার্কেটিং এবং ডিজিটাল গ্রোথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন। এই কারণে ডিজিটাল মার্কেটার, এসইও স্পেশালিস্ট, পারফরম্যান্স মার্কেটারদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে।

• স্পেশালাইজড ম্যানেজমেন্ট (MBA / PGDM)

সাধারণ ডিগ্রির বাইরে গিয়ে ভবিষ্যতের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক বিজনেস কোর্সগুলো (যেমন– ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স, হেল্‌থকেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট) পেশাদারদের সারা বিশ্ব জুড়েই চাহিদাক্ষেত্রে এগিয়ে রাখছে। একাজে অপারেশনস ম্যানেজার, ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, হেল্‌থকেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইত্যাদি ক্ষেত্রের পেশাদারদের চাহিদা মারাত্মক।

• হেল্‌থকেয়ার এবং অ্যালায়েড মেডিক্যাল সায়েন্সেস

অতিমারী–পরবর্তী সময়ে, প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে ভারতে ডিজিটাল হেল্‌থ, নার্সিং এবং বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স–সহ স্বাস্থ্যখাতে বিশাল পরিকাঠামোগত বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এই কারণে হেল্‌থকেয়ার ম্যানেজার, নার্স, বায়োমেডিক্যাল গবেষকদের চাহিদা আগামিদিনে আরও বাড়বে বই কমবে না।

এখানে বেশ কয়েকটা পেশাদারি কাজ বা ক্ষেত্রের কথা বলা হল, যেগুলোয় একটু অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। এগুলোর বেশিরভাগই বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়াদের জন্য একটু উচ্চশিক্ষা–পরবর্তী স্তরের প্রাপ্য। স্বল্প বা মাঝারি (অষ্টম, দশমের পর) হাতের কাজ শেখা থাকলে গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা হওয়ার কথা নয়, এর মধ্যে পড়বে এসি/ টিভি/ ইলেকট্রিশিয়ান, বৈদ্যুতিক (ইভি) মেকানিক, প্যারামেডিকস ইত্যাদি।

জেলায় আধুনিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের নতুন ঠিকানা গান্ধারী গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস

পূর্ব মেদিনীপুরের নাজিরবাজার, বাজকুল সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গান্ধারী গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস আজ রাজ্যের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলেছে। টিচার্স ট্রেনিং, প্যারামেডিক্যাল, ফার্মাসি এবং আইনশিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি বহু ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্যারামেডিক্যালে এখানে ফিজিওথেরাপির ওপর ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্সের পাশাপাশি মেডিক্যাল ল্যাব টেকনিশিয়ানের ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া

বিজনেস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে গান্ধারী গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস 'রাজ্যের অগ্রণী ফার্মাসি ও প্যারামেডিক্যাল কলেজ' হিসেবে সম্মানিত হয়েছে।

শুধু শিক্ষা নয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতি বছর বিভিন্ন স্বনামধন্য হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থায় শিক্ষার্থীদের প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। গত কয়েক বছরে প্রায় সমস্ত শিক্ষার্থীই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন গান্ধারী গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসের চেয়ারম্যান তপন বেরা।

বিদ্যা মন্দির সোসাইটি ও বিড়লা হাই স্কুলের পক্ষ থেকে
তাদের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের জন্য অভিনন্দন
Lead Us From Darkness To Light
এসএসসিই (SSCE) - দ্বাদশ শ্রেণি
১ম কনিষ্ক পিলানিওয়ালা ৯৮.৬%
২য় রাঘব বিনানি ৯৭.৪%
২য় আয়ুষ সোন্থালিয়া ৯৭.৪%
৩য় আদর্শ আগরওয়াল ৯৬.৬%
৩য় লক্ষ্য আগরওয়াল ৯৬.৬%
স্কুলের গড় নম্বর ৮৫.৪
NABET স্বীকৃতিপ্রাপ্ত
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা - ১৭১ জন
৯০% ও তার বেশি নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রসংখ্যা - ৬৫ জন
৯৯% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রসংখ্যা - ২৬ জন
১০০% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রসংখ্যা - ০৬ জন
বিজ্ঞান বিভাগ
স্যয়ান রামপুরিয়া ১ম - ৯৫.৪%
উৎসব চন্দ সাহা ২য় - ৯৫.২%
রাঘব খারাডি ৩য় - ৯৪.৪%
বাণিজ্য বিভাগ
কনিষ্ক পিলানিওয়ালা ১ম - ৯৮.৬%
রাঘব বিনানি ২য় - ৯৭.৪%
আয়ুষ সোন্থালিয়া ২য় - ৯৭.৪%
আদর্শ আগরওয়াল ৩য় - ৯৬.৬%
লক্ষ্য আগরওয়াল ৩য় - ৯৬.৬%
কলা বিভাগ
আরাভ্ কুমার ১ম - ৯৫.৮%
বেদান্ত নায়ার ১ম - ৯৫.৮%
ঋতম দাশগুপ্ত ২য় - ৯৫%
আর্য ভট্টাচার্য ৩য় - ৯৪.৬%
পূর্ণ নম্বর - ১০০% নম্বর প্রাপ্ত হয়েছেন
ইতিহাস ও অর্থনীতি বিদ্যা - আরাভ্ কুমার
গণিত - কনিষ্ক পিলানিওয়ালা
ব্যবসায়িক বিদ্যা - আয়ুষ সোন্থালিয়া
অর্থনীতি বিদ্যা - শৌর্য লোহিয়া
শিল্পোদ্যোগ বিষয়ক বিদ্যা - রাঘব বিনানি
২০২৬ - ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য সীমিত আসন খালি আছে।

বিদ্যা মন্দির সোসাইটি ও সুশীলা বিড়লা গার্লস স্কুল
SBGS
SUSHILA BIRLA GIRLS' SCHOOL
EMPOWERING THE GIRL CHILD
Accredited by:
NABET
তাদের সকল কৃতী ছাত্রীকে জানায় অভিনন্দন
এসএসসিই (SSCE) - দ্বাদশ শ্রেণি
১ম বাণী গুপ্তা ৯৭.৪০ %
২য় ত্বিষা আগরওয়াল ৯৬.৮০%
৩য় কৃষিকা পি. ভস্বানী ৯৬.৬০%
৩য় আদৃতা মল্লিক ৯৬.৬০%
বিজ্ঞান বিভাগ
বাণী গুপ্তা ১ম - ৯৭.৪০%
সানভী শ্রফ ২য় - ৯৫.৮০%
সামায়রা বৈদ ৩য় - ৯৫.৬০%
বাণিজ্য বিভাগ
ত্বিষা আগরওয়াল ১ম - ৯৬.৮০%
কৃষিকা পি. ভস্বানী ২য় - ৯৬.৬০%
আরুষী তিব্রেওয়াল ৩য় - ৯৬.৪০%
কলা বিভাগ
আদৃতা মল্লিক ১ম - ৯৬.৬০%
তৈষী চক্রবর্তী ২য় - ৯৬.২০%
আনন্দিনী সেনগুপ্ত ৩য় - ৯৬.০০%
দেবাঙ্গী আগরওয়াল ৩য় - ৯৬.০০%
নিশিকা সিংভী ৩য় - ৯৬.০০%
মোট পরীক্ষার্থী - ১৩৪ জন
৯০% এবং তদূর্ধ্ব - ৫৪ জন
পূর্ণ ১০০ নম্বর - ১৯ জন
৯৯ নম্বর - ১৯ জন
স্কুলের গড় নম্বর ৮৬.৮৪
পূর্ণ ১০০ নম্বর
কম্পিউটার বিজ্ঞান - পৃথা ভোজনাগরওয়ালা
কম্পিউটার বিজ্ঞান - সানভী শ্রফ
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিত - বাণী গুপ্তা
ফলিত গণিত - খুশবু বোথরা
ফ্যাশন অধ্যয়ন - প্রতিথি দাস
ফ্যাশন অধ্যয়ন - ঋদ্ধিমা পাইন
চিত্রকলা - আনন্দিনী সেনগুপ্ত
হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা - শ্রেয়া খেমানী
মনোবিজ্ঞান - নিশিকা সিংভী
মনোবিজ্ঞান - যশস্বিনী নন্দী
মনোবিজ্ঞান - তৈষী চক্রবর্তী
মনোবিজ্ঞান ও আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা - দেবাঙ্গী আগরওয়াল
হিসাববিজ্ঞান - লাবণ্য জৈন
হিসাববিজ্ঞান - মানবী জালান
হিসাববিজ্ঞান - মৃগনা আগরওয়াল
হিসাববিজ্ঞান - প্রিয়াঙ্কা জগনানী
একাদশ শ্রেণিতে সীমিত সংখ্যক আসনে ভর্তি চলছে (২০২৬ - ২০২৭)